মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২০তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০১৭

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা গাঢ় অন্ধকার রাত্রির অংশ সদৃশ ফিৎনাসমূহে পতিত হওয়ার পূর্বেই দ্রুত সৎকর্মসমূহের দিকে ধাবিত হও। যখন ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে উঠবে মুমিন অবস্থায় ও সন্ধ্যা করবে কাফির অবস্থায়। আর সন্ধ্যা করবে মুমিন অবস্থায় ও সকালে উঠবে কাফির অবস্থায়। সে দুনিয়ার বিনিময়ে তার দ্বীনকে বিক্রি করবে’ *(মুসলিম হা/১১৮; মিশকাত হা/৫৩৮৩)*।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২০তম বর্ষ	১০ম সংখ্যা
শাওয়াল-যিলক্বদ	১৪৩৮ হিঃ
আষাঢ়-শ্রাবণ	১৪২৪ বাং
জুলাই	২০১৭ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

- ◈ **সম্পাদকীয়** ০২
- ◈ **প্রবন্ধ :**
  - ♦ আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর পাঁচ দফা মূলনীতি : একটি বিশ্লেষণ *(৪র্থ কিস্তি)* ০৩
    -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
  - ♦ আদর্শ পরিবার গঠনে করণীয় *(৫ম কিস্তি)* ০৭
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
  - ♦ শোকর *-অনুবাদ : আব্দুল মালেক* ১২
  - ♦ প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ ২০
    -মুহাম্মাদ শাহাদত হোসাইন
  - ♦ নফল ছিয়াম সমূহ *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৬
  - ♦ মানব জীবনে সূদের ক্ষতিকর প্রভাব *-আবু আব্দুল্লাহ* ২৯
- ◈ **ইতিহাসের পাতা থেকে :**
  - ♦ খলীফা হারূনুর রশীদের নিকটে প্রেরিত ইমাম মালেক (রহঃ)-এর ঐতিহাসিক চিঠি ৩২
    -অনুবাদ : ইহসান ইলাহী যহীর
- ◈ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :**
  - ♦ একটি হারানো পৃষ্ঠার কাহিনী! ৩৭
    -আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
- ◈ **চিকিৎসা জগৎ :**
  - ♦ গরমে হিট স্ট্রোক থেকে বাঁচতে করণীয় ৩৮
- ◈ **ক্ষেত-খামার :**
  - ♦ ধানে ব্লাষ্ট : প্রতিষেধকের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম ৩৯
- ◈ **কবিতা :** ৪১
  - ♦ ঈদ মোবারক
  - ♦ রামাযানের পরে
  - ♦ তাহরীক তুমি
  - ♦ বিভ্রান্তে বিভ্রাট
- ◈ **সোনামণিদের পাতা** ৪২
- ◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩
- ◈ **মুসলিম জাহান** ৪৫
- ◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫
- ◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৬
- ◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

সম্পাদকীয়

২০তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা জুলাই ২০১৭

মূর্তি অপসারণ ও পুনঃস্থাপন

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সামনে তলোয়ারধারী ও শাড়ি পরিহিতা গ্রীক পুরাণে বর্ণিত বিচারের দেবী থেমিসের ভাস্কর্য বা মূর্তি উঠানো হয়েছিল ২০১৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বর রবিবার গভীর রাতে। ইসলামী জনতার তীব্র প্রতিবাদের মুখে সেটা নামানো হয় ৫ মাস ৬ দিন পর ২৫শে মে ২০১৭ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে। ফের সেটি উঠানো হয় ৪৮ ঘণ্টা পর সুপ্রীম কোর্টের বর্ধিত (অ্যানেক্স) ভবনের সামনে ২৭শে মে শনিবার দিবাগত রাতে ১লা রামাযানের তারাবীহ্র সময়ে কড়া পুলিশী নিরাপত্তার মধ্যে। ভাস্কর মৃণাল হক-এর ধর্ম পরিচয় জানি না। তবে তিনি তার স্ত্রী-সন্তান সহ আমেরিকার নাগরিক। ইতিপূর্বে ২০০৮ সালে তিনি ঢাকা বিমান বন্দরে হাজী ক্যাম্পের সামনে নাস্তিক 'লালন' ফকীরের ভাস্কর্য বানিয়েছিলেন। তখনও ইসলামী জনতার প্রতিবাদের মুখে সরকার সেটি ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশ চারুশিল্প সংসদের সেক্রেটারী প্রফেসর মনীরুযযামান বলেন, 'মৃণাল হক ঢাকা শহরের যেখানেই ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন, সেখানেই বিতর্ক হয়েছে'। বাম চেতনায় বিশ্বাসী প্রফেসর সলীমুল্লাহ খান বলেন, 'সুপ্রীম কোর্ট বিল্ডিং নিজেই একটি অনন্য ভাস্কর্য। তার সম্মুখে গ্রীক মূর্তি বসিয়ে সুপ্রীম কোর্ট বিল্ডিং-এর সৌন্দর্য বিনষ্ট করা হয়েছে। যারা ঐ ভাস্কর্য সরানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, তাদের সঙ্গে এদেশের জনগণ থাকবে না'।

ভাস্কর্য সরানোর সময় মৃণাল হক নাকি হু হু করে কেঁদেছেন। তার অনুসারী দেশের বিশিষ্ট নাগরিক বলে খ্যাত কয়েকজন চিহ্নিত ব্যক্তি কেঁদে-কেটে বিবৃতি দিয়েছেন। স্বাধীনতার চেতনা গেল, সাম্প্রদায়িকতার জয় হ'ল ইত্যাদি বলে চিৎকার করেছেন। ৭২-এর সংবিধানের দোহাই দাতা ও চেতনার ফেরিওয়ালা এইসব গণবিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট (?) নাগরিকেরা নিজেদেরকে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ বলেন। সেটা যদি সঠিক হয়, তাহ'লে গ্রীক দেবী থেমিস হ'ল সেদেশের মূর্তি সংস্কৃতির কথিত ঐশ্বরিক আইন (ডিভাইন ল')-এর প্রতীক। যে মূর্তিপূজা ও তারকাপূজার বিরোধিতা করায় সেদেশের সর্বোচ্চ আদালতের ৫২৫ জনের জুরি বোর্ডের অধিকাংশের রায়ের ভিত্তিতে সক্রেটিসের মত বিশ্বখ্যাত একজন দার্শনিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে নিজ হাতে হেমলক বিষ পানে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য করা হয়। সেই গ্রীকদের রচিত রোমান ল'-এর অনুসারী যারা সেক্যুলার বলে পরিচয় দিয়ে নিজেদের কৌলিন্য যাহির করেন, তারা কিভাবে গ্রীক ঐশ্বরিক আইনের প্রতীককে নিজেদের বলে ধারণা করতে পারেন? তাছাড়া গ্রীক পুরাণ মতে থেমিস দেবী শুধু ন্যায়বিচারই করেন না, সোশ্যাল অর্ডার তথা সামাজিক শৃংখলাও রক্ষা করেন। থেমিসের হাতে তরবারি সেই শক্তি প্রয়োগের প্রতীক। অথচ আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সামাজিক শৃংখলার দায়িত্ব বিচার বিভাগকে দেয় না। তা থাকে নির্বাহী বিভাগ তথা সরকারের হাতে। তাহ'লে কোন যুক্তিতে প্রগতিশীল হওয়ার দাবীদাররা থেমিস দেবীর পূজারী হ'লেন? তাহ'লে কি এই দেবী একই সঙ্গে বিচার বিভাগ ও প্রশাসন উভয়েরই দেবী? মৃণাল হক বলছেন, যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই তিনি এটা করেছেন ও পুনঃস্থাপন করেছেন। এজন্য তিনি ১৫ লক্ষ টাকাও পেয়েছেন। তাহ'লে কে এই মৃণাল হক? কারা এর মদদ দাতা? কি তাদের উদ্দেশ্য?

সরকারী দল বলছে, এটি সুপ্রীম কোর্টের ব্যাপার। এখানে আমাদের কিছুই করার নেই। অথচ সুপ্রীম কোর্ট কেবল প্রধান বিচারপতি দিয়েই চলে না। সেখানে রয়েছে সরকারী ও বিরোধী দলের জাঁদরেল সব আইনজীবীরা। যারা প্রায় সবাই মুসলমান। অথচ তাদের কোন ভূমিকা এযাবৎ দেখা যায়নি। এই ধরনের শৈথিল্যবাদী লোকদের কারণেই দেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিস্তার লাভ করছে। কে না জানে যে, তাওহীদ ও শিরকের সম্পর্ক পরস্পরে সাংঘর্ষিক? মূর্তি হ'ল শিরকের প্রতীক। ছবি-মূর্তি-ভাস্কর্য-প্রতিকৃতি সবই তাওহীদ বিরোধী। নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকেই মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে নবী-রাসূলগণ তাওহীদের প্রচার করেছেন। দু'টি বিশ্বাসের ভিত্তিতে দু'টি সংস্কৃতি পৃথিবীতে চালু রয়েছে। দু'টির মধ্যে আপোষ করার কোন সুযোগ নেই।

অনেকে বলেন, মূর্তিকে পূজা করা শিরক হ'লেও শিল্প হিসাবে তা লালন করায় কোন দোষ নেই। এ যুক্তিতে তারা ভাস্কর্য নামে এগুলিকে সিদ্ধ করার অপচেষ্টা চালান। তারা যদি পূজাই না করবেন, তাহ'লে নিষ্প্রাণ একটি মূর্তির জন্য তাদের এত আহাযারী কেন? আবার থেমিস মূর্তিটিকে দেবী বলার কারণ কি? দেবী তো তাকেই বলা হয়, যাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়।

এক্ষেত্রে একটি মৌলিক সত্যের কাছে আমাদের মাথা নত করতেই হবে যে, আমরা কেউই সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড নই। আর সেজন্যেই আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তাঁর অভ্রান্ত সত্যবাণী সমূহ পাঠিয়ে মানুষকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়েছেন। পবিত্র রামাযান মাসের ক্বদর রজনীতে আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ আল-কুরআন প্রেরণ করেছেন। যা 'মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক, সঠিক পথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। সেখানে তিনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে তাঁর মূর্তিপূজারী ও তারকাপূজারী পিতা ও সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বিতর্ক পরিবেশন করেছেন। যেমন তিনি স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'আর তুমি তাদেরকে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দাও' *(৬৯)*। 'যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, তোমরা কিসের পূজা কর?' *(৭০)*। তারা বলল, আমরা মূর্তি সমূহের পূজা করি এবং সর্বদা এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি' *(৭১)*। 'সে বলল, তোমরা যখন আহ্বান কর, তখন কি তারা শুনতে পায়'? *(৭২)*। 'অথবা তারা কি তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে'? *(৭৩)*। 'তারা বলল, না। তবে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, তারা এরূপই করত' *(৭৪)*। ইবরাহীম বলল, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের তোমরা পূজা করে আসছ'? *(৭৫)*। 'তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারা?' *(৭৬)*। 'তারা সবাই আমার শত্রু, বিশ্ব চরাচরের পালনকর্তা ব্যতীত' *(৭৭)*। 'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন' *(৭৮)*। 'যিনি আমাকে আহার দেন ও পান করান' *(৭৯)*। 'যখন আমি পীড়িত হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন' *(৮০)*। 'আর যিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন। অতঃপর পুনরায় জীবিত করবেন' *(শো'আরা ৬৯-৮১)*।

এবারে দেখা যাক, পূজা হৌক বা শিল্প হৌক, ছবি-মূর্তি সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কি বলেছেন? তিনি বলেন, 'এই সমস্ত ছবি যারা তৈরী করেছে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে ও তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা সৃষ্টি করেছ, তাতে জীবন দাও। অতঃপর তিনি বলেন, যে গৃহে (প্রাণীর) ছবিসমূহ থাকে, সে গৃহে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না' *(বুঃ মুঃ)*। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় গৃহে (ক্রুশের বা প্রাণীর) ছবিযুক্ত কোন বস্তুই রাখতেন না। দেখলেই তা ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিতেন' *(বুখারী)*। এক্ষণে কুরআনের সিদ্ধান্ত হ'ল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৬)*। অতএব তাওহীদের এই দেশে আল্লাহ্র গযব ডেকে আনবেন না। দায়িত্বশীলরা সাবধান হৌন! *(স.স.)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর পাঁচ দফা মূলনীতি : একটি বিশ্লেষণ

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(৪র্থ কিস্তি)

চতুর্থ মূলনীতি: সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে পরিগ্রহণ : এর অর্থ- ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে গ্রহণ করা। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সিদ্ধান্তকে অকপটে মেনে নেওয়া। যেকথা মহান আল্লাহ স্পষ্টতই বলে দিয়েছেন যে, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের আমীরের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*। অতএব নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত কোন সিদ্ধান্ত শারঈ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষণে আমরা ইসলাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে জানার প্রয়াস পাব।-

ইসলাম অর্থ:

ইসলাম (الإسلام) শব্দটি سلم শব্দমূল হ'তে উৎপন্ন। سلم অর্থ শান্তি, সন্ধি ইত্যাদি। الإسلام শব্দটি باب إفعال -এর ক্রিয়ামূল (مصدر) । এর আভিধানিক অর্থ আত্মসমর্পণ করা, অনুগত হওয়া ইত্যাদি।

হাদীছে জিবরীলে ইসলামের সংজ্ঞা এভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 'ইসলাম হচ্ছে এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল, ছালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা এবং সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহর হজ্জ সম্পাদন করা'।[১] অর্থাৎ ঈমানের দাবী অনুযায়ী শরী'আত নির্ধারিত বিধি-বিধান সমূহ যথাযথভাবে পালন করার নাম হচ্ছে ইসলাম।

ঈমান অর্থ :

ঈমান (ايمان) শব্দটি باب إفعال এর ক্রিয়ামূল أمن মূলধাতু হ'তে উদ্গাত। أمن অর্থ শান্তি বা নিরাপত্তা। ايمان এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নিশ্চিত বিশ্বাস, যা ভীতি ও সন্দেহের বিপরীত (الإيمان من الأمن ضد الخوف والشك)। পরিভাষায় الإيمانُ هو التَّصْديقُ بِالْجنانِ وَالْإقرارُ باللِّسان وَالْعَمَلُ بِالْأرْكان 'হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত রূপকে ঈমান বলে'।[২]

ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য :

ঈমান হচ্ছে আভ্যন্তরীণ বিষয় আর ইসলাম হচ্ছে বাহ্যিক অনুশীলন। ঈমান হচ্ছে দ্বীনের বিশ্বাসগত দিক, যাকে হাদীছে তাওহীদ ও রিসালাতের শাহাদতরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ইসলাম হচ্ছে সেই বিশ্বাসের দাবী অনুযায়ী ইখলাছের সাথে আমল বা ইবাদত করা। যেমন ইসলামের পরিচয় দিতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ 'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর: (১) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল (২) ছালাত কায়েম করা (৩) যাকাত আদায় করা (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রামাযানের ছিয়াম পালন করা'।[৩]

ঈমান ও ইসলাম একটির সাথে আরেকটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি কল্পনা করা যায় না। ঈমানহীন আমলের যেমন কোন গুরুত্ব নেই, তেমনি আমলহীন ঈমানও পত্র-পল্লবহীন একটি ন্যাড়া বৃক্ষের ন্যায় গুরুত্বহীন। যেমন অনেকের পোষাক-আষাকে মুসলমানিত্ব থাকলেও বাস্তবে তার মধ্যে প্রকৃত ঈমান নেই। আবার অনেকের ঈমান আছে কিন্তু ঈমান অনুযায়ী আমল নেই। যেমন আল্লাহ বলেন, قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ 'আরব মরুবাসীরা বলল, আমরা ঈমান এনেছি। তুমি বল, তোমরা ঈমান আননি। বরং বল, আমরা মুসলমান হয়েছি। কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি...' *(হুজুরাত ৪৯/১৪)*।

বস্তুত ঈমান ও ইসলামের পরস্পর সম্পর্ককে মানুষের দেহ ও প্রাণের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ইসলাম হচ্ছে দেহ ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আর ঈমান হচ্ছে ঐ দেহের প্রাণ। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ কর্তিত হ'লেও যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ দেহের মূল্য আছে, কিন্তু প্রাণহীন দেহের কোন মূল্য নেই।

---

১. *মুসলিম হা/৮, মিশকাত হা/২ 'ঈমান' অধ্যায়।*

২. *তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা, পৃঃ ৪৬২-৪৬৩।*

৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪।*

Contents

ইসলাম আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র দ্বীন :

আল্লাহ বলেন, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ‘তুমি বল, হে আহলে কিতাবগণ! এসো! একটি কথায় আমরা একমত হই, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান। আর তা এই যে, আমরা অন্য কারু ইবাদত করব না আল্লাহ ব্যতীত এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না। আর আল্লাহকে ছেড়ে আমরা কেউ কাউকে ‘প্রতিপালক’ হিসাবে গ্রহণ করব না। এরপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা ‘মুসলিম’ *(আলে ইমরান ৩/৬৪)*। অতএব তাওহীদের ব্যাপারে ইসলামের সাথে অন্য কোন ধর্মের কোনরূপ আপোষ নেই।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনার মাধ্যমে আখেরাতের অনন্ত জীবনে অফুরন্ত সুখ-শান্তির অধিকারী হ’তে পারে। এটি মহান আল্লাহ প্রেরিত এলাহী দ্বীন। মানব কল্যাণে যা প্রেরিত হয়েছে। এটি আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ’ল ইসলাম। আর আহলে কিতাবগণ (শেষনবীর উপর ঈমান আনার ব্যাপারে) মতভেদ করেছে তাদের নিকট ইল্ম (অর্থাৎ তাদের কিতাবে শেষনবী আগমনের খবর) এসে যাবার পরেও কেবলমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশত। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে, সত্বর আল্লাহ তাদের হিসাব গ্রহণকারী’ *(আলে ইমরান ৩/১৯)*।

এটি সত্য ও ন্যায় দ্বারা পরিপূর্ণ এক অপরিবর্তনীয় স্বচ্ছ দ্বীন। আল্লাহ বলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ‘তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তাঁর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(আন‘আম ৬/১১৫)*। বিদায় হজ্জের দিন আল্লাহ তা‘আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিলের মাধ্যমে তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দেন যে, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে‘মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম’ *(মায়েদা ৫/৩)*। সুতরাং মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।

এই দ্বীনের সম্মুখ ও পশ্চাতে বাতিলের কোন প্রবেশাধিকার নেই। যেমন পবিত্র কুরআনের সত্যায়ন করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ‘(এটি এমন গ্রন্থ) যার অগ্র-পশ্চাত কোন দিক হ’তেই বাতিল অনুপ্রবেশ করতে পারে না। এটি প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হ’তে নাযিলকৃত’ *(ফুছ্ছিলাত ৪১/৪২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَايْمُ اللهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ ‘আল্লাহর কসম অবশ্যই আমি তোমাদেরকে এমন এক শ্বেত-শুভ্র পথের উপরে ছেড়ে যাচ্ছি, যার রাত্রি দিবসের ন্যায় সমুজ্জল’।[৪]

এই স্বচ্ছ দ্বীনে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ বিশ্বাসভাজনদের প্রতি জোরাল তাকীদ করেছেন। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন’ *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*।

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণযোগ্য নয় :

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন আল্লাহ্র নিকটে আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ‘তবে কি তারা আল্লাহ্র দ্বীন বাদ দিয়ে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর নিকটে আত্মসমর্পণ করেছে এবং সকলকে তাঁর নিকটেই ফিরে যেতে হবে’ *(আলে ইমরান ৩/৮৩)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ‘আর যে ব্যক্তি ‘ইসলাম’ ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*।

অত্র আয়াতে মানবজাতিকে সাবধান করা হয়েছে। যেন তারা আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীন ‘ইসলাম’ *(আলে ইমরান ১৯)* বাদ দিয়ে অন্য কোন দ্বীন তালাশ না করে। যদি করে, তাহ’লে আল্লাহ্র কাছে ফিরে যাবার পর তাদেরকে এর কঠোর পরিণতি ভোগ করতে হবে এবং জাহান্নামের অধিবাসী হ’তে হবে।

৪. *ইবনু মাজাহ হা/৫, সনদ হাসান।*

অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হেদায়াত অগ্রাহ্য করে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে? নিশ্চয় আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৫০)*। জানা আবশ্যক যে, পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্বের সমস্ত আসমানী কিতাব রহিত হয়ে গেছে। সেকারণ ঐ সকল কিতাব এখন সাধারণভাবে পাঠ করা যাবে না। একদা ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে তাওরাত পড়তে লাগলে তিনি অত্যন্ত রেগে যান এবং বলেন, তোমরা কি বিভ্রান্ত হবে, যেভাবে ইহূদী-নাছারারা বিভ্রান্ত হয়েছে। যদি আজ মূসা বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে আমার অনুসরণ করা ব্যতীত তার কোন উপায় থাকতো না'।[৫] তবে অমুসলিমদের ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের জবাবদানের উদ্দেশ্যে শরী'আতসম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আলেমদের জন্য এগুলি পাঠ করায় কোন বাধা নেই।[৬]

অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে ইসলাম :

জর্জ বার্নাড'শ বলেন, 'আমি সব সময়ই মুহাম্মাদের ধর্মের প্রতি, তার চমৎকার প্রাণবন্ত ধর্মের কারণে অতিমাত্রায় শ্রদ্ধা পোষণ করতাম। আমার নিকটে প্রতীয়মান হয় যে, এটিই একমাত্র ধর্ম যা অস্তিত্বের পরিবর্তনশীল অবস্থাসমূহের সঙ্গে এসে মিলিয়ে চলতে পারার ক্ষমতার অধিকারী। এর ফলেই এই ধর্মটি প্রত্যেক যুগেই তাঁর আবেদন বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। আমি এই মর্মে ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারণ করছি যে, আজকের ইউরোপে যেভাবে মুহাম্মাদের প্রতি বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য হ'তে শুরু করেছে, সেভাবে আগামী দিনেও এটি গ্রহণযোগ্য হবে'। ...'আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁর ন্যায় একজন ব্যক্তি যদি আধুনিক বিশ্বের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তবে তিনি এমন এক উপায়ে সমস্যাসমূহের সমাধানে সক্ষম হ'তেন যার ফলে সর্বত্র শান্তি ফিরে আসতো'।[৭]

স্যার উইলিয়াম মুইর বলেন, 'এ বিষয়টি প্রশ্নাতীত যে, বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ন্যায়বিচার এবং মানবতা ভিত্তিক মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি বিধানের সাহায্যে মধ্য আফ্রিকার জাতিসমূহের ন্যায় অন্য জাতি সমূহ যারা মূর্তিপূজা এবং নানা ধরনের বস্তু পূজায় নিমগ্ন ছিল, ইসলাম সে সকল জাতির নিকট গৃহীত হয়েছে এবং সহনশীলতার ন্যায় লক্ষণীয়ভাবে নৈতিকতার বিষয়ে ইসলাম এইসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাস্তবিকই উন্নয়ন সাধন করেছেন।[৮]

এডমন্ড বার্ক লিখেছেন, 'ইসলাম ধর্ম মুকুট পরিহিত রাজা এবং দরিদ্রতম প্রজাকে একই আইনের অধীনস্ত করেছে। এ সব আইন এমন জ্ঞানী কর্তৃক সৃষ্ট, যারা ছিলেন এ পর্যন্ত বিশ্বের সর্বোত্তম জ্ঞানী এবং সর্বোত্তম আলোকপ্রাপ্ত আইনবেত্তা'।[৯]

পবিত্র কুরআন সম্পর্কে এইচ. আর. গিব বলেন, 'যদি কুরআন তার নিজস্ব রচনা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে অন্য কোন মানুষও সেটি রচনা করতে সক্ষম হ'ত। এর সঙ্গে তুলনীয় দশটি পঙ্‌ক্তিমালা তারা প্রস্তুত করুক। যদি তারা তা না করতে পারে (এটি সুস্পষ্ট যে, তারা তা পারবেনা), তবে সেক্ষেত্রে তারা কুরআনকে একটি অসাধারণ স্বাক্ষ্যযুক্ত অত্যাশ্চর্য ঘটনারূপে গ্রহণ করুক'।[১০]

উপরের আলোচনা হ'তে একথা স্পষ্ট হ'ল যে, ইসলাম আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র দ্বীন। এটি একটি সামগ্রিক ও সার্বজনীন কল্যাণধর্ম। যা অমুসলিম মনীষীরাও অকপটে স্বীকার করেছেন। ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান নিহিত আছে ইসলামের মধ্যে। সুতরাং শান্তি ও মুক্তির স্বার্থে ইসলামের কাছেই আমাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে পরিগ্রহণ :

মানুষের জীবন আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক তথা ইবাদত ও মু'আমালাত দু'ভাগে বিভক্ত। দু'দিকেই রয়েছে বিভিন্নমুখী সমস্যা। জাহেলী যুগে উক্ত দু'টি বিষয় ধর্মনেতা ও সমাজপতিদের হাতে ছিল। তাদের তৈরি করা ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি ও আইনের উপরেই সাধারণ জনগণকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নির্ভর করতে হ'ত। এদেরকেই মানুষ আল্লাহ্র ছায়া ভাবত। ইহূদী-নাছারাগণ তো তাদের আলিম ও ধর্মযাজক ব্যক্তিদেরকে 'রব'-এর মর্যাদা দান করেছিল। ভয় ও ভক্তির চোরাগলি দিয়ে এরা হরণ করে নিয়েছিল মানুষের স্বাধীনতা। জনগণ তাদের স্বার্থের বলি হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। বর্তমান যুগেও বস্তুবাদী শক্তিগুলি স্ব স্ব দার্শনিক পণ্ডিত ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে উক্ত আসনে বসিয়েছে। জনগণের নামে সার্বভৌম ক্ষমতা তারা কতিপয় ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করেছে। নিজেদের ইচ্ছামত আইন তৈরী করে ওটাকেই জনগণের আইন বলে চালিয়ে দিচ্ছে।

অন্যদিকে ধর্মনেতারা নিজেদের কল্পিত মাযহাব ও ত্বরীকা সমূহের বেড়াজালে জনগণকে বন্দী করে ফেলেছেন। জায়েয ও নাযায়েয, সুন্নাত ও বিদ'আত, শিরক ও তাওহীদ এমনকি হালাল-হারামও নির্ণীত হচ্ছে এঁদের নিজস্ব ফৎওয়ার উপরে। ফলে ইহূদী-নাছারাদের আলেম ও দরবেশদের ন্যায় মুসলিম উম্মাহ্র এইসব ধর্মনেতারা প্রকারান্তরে জনগণের রব-এর আসন দখল করেছেন। যাদেরকে এড়িয়ে নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ করা কার্যতঃ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অথচ সকল ব্যাপারে কুরআন সুন্নাহ্র মূল উৎস

---

৫. *আহমাদ হা/১৫১৫৬; মিশকাত হা/১৭৭।*
৬. *বুখারী হা/৪৫৫৬; মিশকাত হা/১৭৭; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১/১১।*
৭. *বেগম আয়েশা বাওয়ানী, ইসলাম : প্রথম ও চূড়ান্ত ধর্ম, অনুবাদ : খন্দকার হাবীবুর রহমান(ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৪), পৃঃ ৬৪।*
৮. *ইসলাম : প্রথম ও চূড়ান্ত ধর্ম, পৃঃ ৬৬; গৃহীত : উইলিয়াম মুইর, মুহাম্মাদ এণ্ড ইসলাম, (লন্ডন ১৮১৫), পৃঃ ২৪৬।*
৯. *ঐ, পৃঃ ৭২।*
১০. *ঐ, পৃঃ ৮৬; গৃহীত : এইচ. এ. আর. গিব, মুহামেডানিজম (লন্ডন, ১৯৫৩), পৃঃ ৩৩।*

থেকে হেদায়াত গ্রহণ করাই হ'ল মুসলিম উম্মাহ্র নিকটে ইসলামের মূল দাবী। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মুসলিম উম্মাহ্র আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক তথা দ্বীনী ও দুনিয়াবী সকল বিষয়ে সর্বদা ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে বিশ্বাস করে ও সেদিকেই উম্মতকে উদাত্ত আহ্বান জানায়।[১১]

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়সমূহ মানুষের জীবনের একটি বিরাট অংশ 'মু'আমালাত'-এর অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী শরী'আত উপরোক্ত সকল বিষয়েই কখনও মূলনীতি আকারে আবার কখনও বিস্তৃতভাবে পথনির্দেশ দান করেছে। যেমন-

(১) বিচারনীতি :

সামাজিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে সুষ্ঠু বিচারনীতি। যার অভাবে সমাজে অন্যায়-অপকর্ম, যুলুম-নির্যাতন, সূদ-ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদি ব্যাপকতা লাভ করে। সেকারণ ইসলাম ন্যায়বিচারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে মূলনীতি আকারে এরশাদ হয়েছে, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করে না, সে ব্যক্তি কাফের' *(মায়েদা ৫/৪৪)*। একই সূরার পরবর্তী ৪৫ ও ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'যালেম' ও 'ফাসেক'। স্মর্তব্য যে, যিনি আল্লাহ্র বিধানকে অস্বীকার করতঃ মানব রচিত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করেন, তিনি নিঃসন্দেহে কাফের গণ্য হবেন। আর আল্লাহ্র বিধানকে স্বীকার করতঃ পারিপার্শ্বিক কারণে অপারগ হ'লে তিনি ফাসেক বা যালেম হবেন। ন্যায়বিচারকদের জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ-

'বিচারক তিন শ্রেণীর। এক শ্রেণীর বিচারক জান্নাতী, আর দুই শ্রেণীর বিচারক জাহান্নামী। অতঃপর যিনি জান্নাতী তিনি ঐ বিচারক, যিনি হক বুঝেন এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করেন। আর যিনি হক বুঝেন কিন্তু অন্যায় বিচার করেন তিনি জাহান্নামী এবং যিনি মানুষের মধ্যে অজ্ঞতাপ্রসূত বিচার করেন তিনিও জাহান্নামী'।[১২] এই হাদীছটি সমাজের মোড়ল-মাতাব্বর ও গ্রাম্যবিচারক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকসহ সর্বস্তরের সালিশ ও বিচারকদের জন্য একটি চূড়ান্ত সতর্কবাণী। এই একটি হাদীছই যথেষ্ট সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য। শুধুমাত্র প্রয়োজন আল্লাহভীতি ও আখেরাতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। আল্লাহ আমাদের ন্যায়বিচার করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

অতঃপর বিচারকার্যে সত্য সাক্ষ্যদানের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوْا اعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ– 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোন দলের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অবিচারে প্ররোচিত না করে, তোমরা ন্যায়বিচার করবে ইহাই তাক্বওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ সবকিছুই খবর রাখেন, যা তোমরা কর' *(মায়েদা ৫/৮)*।

(২) জনগণের জান-মাল ও ইয্যতের হেফাযতের ব্যাপারে নীতিমালা :

জনগণের জান-মাল ও ইয্যতের হেফাযতের ব্যাপারে কুরআন ঘোষণা করেছে, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 'হে জ্ঞানীগণ! ক্বিছাছের মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত আছে, যেন তোমরা সাবধান হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৭৯)*।

ক্বাতাদাহ বলেন, ইহূদীদের সমাজে হত্যার বদলে হত্যা আবশ্যিক ছিল। ক্ষমার কোন সুযোগ ছিল না। নাছারাদের সমাজে হত্যাকারীকে ক্ষমা করার আদেশ দেওয়া হ'ত। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মাদীকে তিনটির যেকোন একটির আদেশ দেওয়া হয়েছে : হত্যার বদলে হত্যা অথবা ক্ষমা অথবা রক্তমূল্য গ্রহণ *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। এটা তাদের জন্য নিঃসন্দেহে লঘু বিধান। এখানে হত্যা বলতে ইচ্ছাকৃত হত্যা বুঝানো হয়েছে। বিদ্বানগণের মধ্যে এ বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে যে, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কারু বদলা নিতে পারবে না। বরং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে *(কুরতুবী)*।[১৩]

মুসলমানদের পারস্পরিক রক্ত, মাল ও ইয্যত হারাম করে বিদায় হজ্জের ভাষণে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণ করেন, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا.. 'অতঃপর নিশ্চয়ই তোমাদের পরস্পরের রক্ত, মাল ও সম্মান আজকের এই দিবস, এই শহর ও এই মাসের ন্যায় হারাম'।[১৪] হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য হাদীছে তিনি বলেন, كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ 'প্রত্যেক মুসলমানের উপরে অপর মুসলমানের রক্ত, মাল ও ইয্যত হারাম'।[১৫] *[চলবে]*

১১. *আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃ. ১৮৫-১৮৬।*
১২. *আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৩৫।*
১৩. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
১৪. *বুখারী হা/১৭৩৯; মুসলিম হা/১৬৭৯; মিশকাত হা/২৬৫৯।*
১৫. *আবূদাঊদ হা/৪৮৮৪; ইবনু মাজাহ হা/৪০৬৮।*

আদর্শ পরিবার গঠনে করণীয়

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(৫ম কিস্তি)

২. বিবাহ পরবর্তী কর্তব্য :

বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর কিছু করণীয় রয়েছে। যার কিছু অন্য মানুষের জন্য এবং কিছু স্বামী-স্ত্রীর জন্য। এগুলি নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।-

ক. বিবাহ শেষে দো'আ পাঠ : বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়ার পর উপস্থিত সকলে বর-কনের কল্যাণের জন্য এই দো'আ পাঠ করবে- بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ 'আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিন, তোমার প্রতি বরকত নাযিল করুন এবং তোমাদের উভয়কে কল্যাণে মিলিত করুন'।[১]

খ. বাসর ঘর ও কনে সাজানো : বিয়ের পর বর-কনেকে একত্রে থাকার জন্য বাসর ঘরের ব্যবস্থা করা ও কনেকে সাজিয়ে সুন্দর করে বরের সামনে উপস্থিত করা সুন্নাত।[২] উম্মু সুলাইম (রাঃ) ছাফিয়া (রাঃ)-কে রাসূলের জন্য সাজিয়ে দেন।[৩]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন আমাকে বিবাহ করেন, তখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর। তারপর আমরা মদীনায় এলাম এবং বনু হারিছ গোত্রে অবস্থান করলাম। সেখানে আমি জ্বরে আক্রান্ত হ'লাম। এতে আমার চুল পড়ে গেল। পরে যখন আমার মাথার সামনের চুল জমে উঠল, সে সময় আমি একদিন আমার বান্ধবীদের সাথে দোলনায় খেলা করছিলাম। তখন আমার মাতা উম্মে রুমান আমাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে এলাম। আমি তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি। তিনি আমার হাত ধরে ঘরের দরজায় এসে আমাকে দাঁড় করালেন। তখন আমি হাঁপাচ্ছিলাম। শেষে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা স্বাভাবিক হ'ল। এরপর তিনি কিছু পানি নিলেন এবং তা দিয়ে আমার মুখমণ্ডল ও মাথা মাসেহ করে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করালেন। সেখানে কয়েকজন আনছার মহিলা ছিলেন। তাঁরা বললেন, কল্যাণময়, বরকতময় এবং সৌভাগ্যমণ্ডিত হোক। আমাকে তাদের কাছে দিয়ে দিলেন। তাঁরা আমার অবস্থান ঠিক করে দিলেন, তখন ছিল দ্বিপ্রহরের পূর্ব মুহূর্ত। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখে আমি হকচকিয়ে গেলাম। তাঁরা আমাকে তাঁর কাছে তুলে দিলেন। সে সময় আমি ছিলাম নয় বছরের বালিকা।[৪]

গ. বিবাহের ঘোষণা দেওয়া : বিবাহ হচ্ছে একটি প্রকাশ্য সামাজিক অনুষ্ঠান। তাই বিয়ের অনুষ্ঠান সকলকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা বিবাহের অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচার কর'।[৫] এজন্য বিবাহের সময় ইসলামে দফ বা একমুখা ঢোল বাজানোকে জায়েয বলা হয়েছে। রুবাই বিনত মুআব্বিয ইবনু আফরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বাসর রাতের পরের দিন নবী করীম (ছাঃ) এলেন এবং আমার বিছানার ওপর বসলেন, যেমন বর্তমানে তুমি আমার বিছানার ওপর বসে আছ। সে সময় আমাদের ছোট মেয়েরা দফ বাজাচ্ছিল এবং বদরের যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্ত আমাদের বাপ-চাচাদের শোকগাঁথা গাচ্ছিল'।[৬]

ঘ. বাসর রাতে স্ত্রীর সাথে সদয় ব্যবহার করা :

বাসর রাতে নববধূর নিকটে প্রবেশ করে তার সাথে সদয় ও সম্প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। আসমা বিনতু ইয়াযীদ বিন সাকান বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য আয়েশাকে তেল মাখিয়ে দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসলাম। তারপর তাকে খোলা অবস্থায় দেখার জন্য আহ্বান করলাম। তিনি এসে আয়েশার পাশে বসলেন। তারপর দুধের একটি বাটি নিয়ে আসা হ'ল। তিনি পান করে আয়েশার দিকে দিলেন। কিন্তু আয়েশা লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করলেন। আসমা বলেন, আমি তাকে ধমকের সুরে বললাম, তুমি নবী করীম (ছাঃ)-এর হাত থেকে গ্রহণ কর। আসমা বললেন, সে নিয়ে কিছুটা পান করল। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি কি তোমার বান্ধবীকে দিব? আসমা বললেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! বরং তা আপনি নিন এবং পান করে আপনার হাত থেকে আমাকে দিন। তিনি নিয়ে পান করে আমাকে দিলেন। তিনি বলেন, আমি বসে পাত্রটি আমার জানুর উপরে রাখলাম। এরপর আমি পাত্রটি ঘুরাতে লাগলাম ও ঠোঁট দ্বারা স্পর্শ করতে লাগলাম যেন নবী করীম (ছাঃ)-এর পান করার স্পর্শ পাই। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) আমার সাথে উপস্থিত মহিলাদের লক্ষ্য করে বললেন, তাদেরকে দাও। তারা বললেন, আমরা তা (পান করার) ইচ্ছা করি না। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তারা ক্ষুধা ও মিথ্যা জমা করে না'।[৭]

ঙ. স্ত্রীর মাথার অগ্রভাগে হাত রেখে দো'আ করা : বাসর রাতে বা তার পূর্বে স্বামী স্ত্রীর মাথার সম্মুখভাগে হাত রেখে বরকতের দো'আ করবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোন মহিলাকে বিবাহ করবে অথবা চাকর ক্রয় করবে, সে যেন তার কপালে হাত রেখে 'বিসমিল্লাহ' পড়ে অতঃপর বলে, اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট তার মঙ্গল ও যে মঙ্গলের উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন তা প্রার্থনা করছি। আর

১. *আবুদাঊদ হা/২১৩০; তিরমিযী হা/১০৯১; ইবনু মাজাহ হা/১৯০৫, মিশকাত হা/২৩৩২।*
২. *বুখারী, ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৬; ইরওয়া হা/১৮৩১।*
৩. *বুখারী হা/৩৭১; মুসলিম হা/১৩৬৫; নাসাঈ হা/৩৩৮০।*
৪. *বুখারী হা/৩৮৯৪, ৩৮৯৬; মুসলিম হা/১৪২২; নাসাঈ হা/৩২৫৫-৫৮; আবূদাঊদ হা/২১২১, ৪৯৩৩, ৪৯৩৫; ইরওয়া হা/১৮৩১।*
৫. *ইবনু হিব্বান, ত্বাবারানী, ইরওয়া হা/১৯৯৩।*
৬. *বুখারী হা/৫১৪৭ 'বিয়ে ও ওয়ালীমায় দফ বাজানো' অনুচ্ছেদ।*
৭. *মুসনাদ আহমাদ হা/২৭৬৩২; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ১৯।*

তার অমঙ্গল ও যে অমঙ্গলের উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি'।[৮]

চ. স্বামী-স্ত্রী একত্রে ছালাত আদায় করা : বাসর রাতে স্বামী স্বীয় নববধূকে নিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। এটা মুস্তাহাব। শাকীক (রাঃ) বলেন, আবু হারীয নামক এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি একজন যুবতী কুমারী মহিলাকে বিবাহ করেছি। আর আমি ভয় করছি যে, সে আমাকে অসন্তুষ্ট করবে। তারপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ বলেন, নিশ্চয়ই বন্ধুত্ব-ভালবাসা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং রাগ-অসন্তুষ্টি শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তান ইচ্ছা করছে যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যা বৈধ করেছেন তাতে সে তোমাদের নিকট ঘৃণা সৃষ্টি করবে। সুতরাং সে (তোমার স্ত্রী) যখন তোমার কাছে আসবে তখন তাকে জামা'আত সহকারে তোমার পিছনে দু'রাক'আত ছালাত পড়তে নির্দেশ দিবে।[৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, স্ত্রী স্বামীর কাছে গেলে স্বামী দাঁড়িয়ে যাবে এবং স্ত্রী তার পিছনে দাঁড়াবে। অতঃপর তারা একসঙ্গে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করবে এবং বলবে, اَللّهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ أَهْلِيْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، اَللّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرٍ وَ فَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ– 'হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আমার পরিবারে বরকত দিন এবং আমার ভিতরেও বরকত দিন পরিবারের জন্য। *হে আল্লাহ! আপনি তাদের থেকে আমাকে রিযিক দিন আর আমার থেকে তাদেরকেও রিযিক দিন।* হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যতদিন একত্রে রাখেন কল্যাণেই একত্রে রাখুন। আর আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলে কল্যাণের পথেই বিচ্ছেদ ঘটান'।[১০]

ছ. সহবাস সম্পর্কিত কিছু করণীয় : সহবাসকালে কিছু করণীয় রয়েছে, যা পালন করা প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য কর্তব্য।

(১) সহবাসকালে দো'আ পাঠ করা : সহবাসের সময় রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করতে বলেছেন, بِسْمِ اللهِ اَللّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا– উচ্চারণ : 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শায়তা-না ও জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাকতানা'। অর্থ: 'আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের প্রভাব থেকে দূরে রাখুন এবং আমাদের যে সন্তান দান করবেন তাদেরকে শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখুন'।[১১] এ দো'আ পাঠ করার পরে সহবাস করলে আল্লাহ যদি ঐ স্বামী-স্ত্রীকে কোন সন্তান দান করেন, তাহ'লে শয়তান সন্তানের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[১২]

সহবাসের ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর সম্মুখভাগে যে দিক দিয়ে ইচ্ছা সহবাস করতে পারে। আল্লাহ বলেন, نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত স্বরূপ। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা আগমন কর' *(বাক্বারাহ ২/২২৩)*।

উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, মুহাজিরগণ মদীনায় এসে আনছার মহিলাদের বিবাহ করলেন। মুহাজির মহিলারা চিৎ হয়ে শয়ন করত। কিন্তু আনছার মহিলারা চিৎ হয়ে শয়ন করত না। একদা এক মুহাজির ব্যক্তি তার আনছার স্ত্রীকে এরূপ করার ইচ্ছা করলে সে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস না করে তা করতে অস্বীকৃতি জানাল। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, সে মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসল, কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করল। তাই উম্মু সালামা (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত স্বরূপ। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা আগমন কর' *(বাক্বারাহ ২/২২৩)* আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, না, শুধুমাত্র একই রাস্তায় সহবাস করা যাবে'।[১৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, اِئْتِهَا مُقْبِلَةً، وَمُدْبِرَةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ– 'তার নিকটে আস, সম্মুখ ও পিছন উভয় দিক দিয়ে, যদি তা লজ্জাস্থান হয়'।[১৪] তিনি আরো বলেন, أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحِيْضَةَ. 'সামনে কর, পিছনে কর এবং পায়ুপথ ও ঋতুস্রাব থেকে বেঁচে থাক'।[১৫]

(২) নিষিদ্ধ স্থানে সহবাস না করা : স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا– 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না যে তার স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করে'।[১৬] তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِى أَدْبَارِهِنَّ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ হকের ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেন না'। কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। তোমরা মহিলাদের পায়ুপথে সহবাস কর না'।[১৭]

---

৮. আবুদাউদ হা/২১৬০; ইবনু মাজাহ হা/২২৫২; মিশকাত হা/২৪৪৬, সনদ হাসান।

৯. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ; আলবানী, আদাবুয যিফাফ, মাসআলা নং ৩।

১০. তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, হা/৮৯০০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৭৫৪৭; সিলসিলাতুল আছার আছ-ছহীহাহ হা/৩৬১; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ২৪।

১১. বুখারী হা/১৪১, ৩২৭১, ৫১৬৫; মুসলিম হা/১৪৩৪; আহমাদ হা/১৯০৮, বুলূগুল মারাম হা/১০২০।

১২. বুখারী হা/১৪১, ৩২৭১; মুসলিম হা/১৪৩৪; মিশকাত হা/২৪১৬।

১৩. আহমাদ, ইরওয়া ৭/৬১; আদাবুয যিফাফ পৃঃ ৩০।

১৪. ত্বাবারাণী, কাবীর, ইরওয়া ৭/৬২; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ২৭।

১৫. তিরমিযী হা/২৯৮০; মিশকাত হা/৩১৯১, সনদ হাসান।

১৬. ইবনু মাজাহ হা/৬৩৯; মিশকাত হা/৩৫৮৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৭৮ আলোচনা দ্রঃ; ছহীহুল জামে' হা/৭৮০২।

১৭. ইবনু মাজাহ হা/১৯২৪; মিশকাত হা/৩১৯২; ছহীহাহ হা/৩৩৭৭।

মহিলাদের পায়ুপথ ব্যবহার করাকে হারাম করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِىْ أَدْبَارِهِنَّ حَرَامٌ 'নারীদের পিছন দিয়ে সহবাস করা হরাম'।[১৮] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِيْ أَدْبَارِهِنَّ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তোমাদের স্ত্রীদের পায়ুপথ ব্যবহার করতে'।[১৯]

(৩) নিষিদ্ধ সময়ে সহবাস না করা : ঋতু অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম। আল্লাহ বলেন, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ– 'আর লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করছে মহিলাদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে। তুমি বল, ওটা হ'ল কষ্টদায়ক বস্তু। অতএব ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ হ'তে বিরত থাক। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা ভালভাবে পবিত্র হবে, তখন আল্লাহ্র নির্দেশ মতে তোমরা তাদের নিকট গমন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِىْ دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ– 'যে ব্যক্তি কোন ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে কিংবা তার পায়ুপথে সঙ্গম করে অথবা গণকের কাছে যায় এবং তার কথা বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল'।[২০]

উল্লেখ্য, ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস ব্যতীত সবকিছু বৈধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, جَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ وَاصْنَعُوْا كُلَّ شَىْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ– 'তোমরা তাদের সাথে (তাদের হায়েয অবস্থায়) একই ঘরে অবস্থান ও অন্যান্য কাজ করতে পার শুধু সহবাস ছাড়া'।[২১]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমাদের কেউ হায়েয অবস্থায় থাকলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার সাথে মিশামিশি করতে চাইলে তাকে হায়েযে শক্তভাবে ইযার পরার নির্দেশ দিতেন। তারপর তার সাথে মিশামিশি করতেন'।[২২] অন্য বর্ণনায় আছে, أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا. 'নবী করীম (ছাঃ) তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে কিছু করতে চাইলে স্ত্রীর লজ্জাস্থানের উপর কাপড় রেখে তারপর করতেন'।[২৩]

স্ত্রী হায়েয থেকে পবিত্র হ'লে তার সাথে সহবাস করা বৈধ। আল্লাহ বলেন, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ– 'অতঃপর যখন তারা ভালভাবে পবিত্র হবে, তখন আল্লাহ্র নির্দেশ মতে তোমরা তাদের নিকট গমন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

ঋতুকালে স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে কাফফারা দিতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, الَّذِيْ يَأْتِيْ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ– 'যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, সে যেন এক অথবা অর্ধ দীনার ছাদাকা করে'।[২৪]

উল্লেখ্য যে, ১ ভরি সমান ১১.৬৬ গ্রাম। হাদীছে বর্ণিত এক দীনার সমান ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ। আর অর্ধ দীনার সমান ২.১২৫ গ্রাম স্বর্ণ।

(৪) সহবাসের পর ওযূ করা : সহবাসের পরে ঘুমাতে ও পানাহার করতে চাইলে কিংবা পুনরায় মিলিত হ'তে চাইলে মাঝে ওযূ করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ تَقْرَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ جِيْفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ وَالْجُنُبُ إِلاَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ– 'তিন ব্যক্তির কাছে ফেরেশতা আসে না; কাফের ব্যক্তির লাশ, জাফরান ব্যবহারকারী এবং অপবিত্র ব্যক্তি যতক্ষণ না সে ওযূ করে'।[২৫]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ. 'নবী করীম (ছাঃ) যখন অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি লজ্জাস্থান ধুয়ে ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন'।[২৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, যদি রাতে কোন সময় তাঁর গোসল ফরয হয় (তখন কী করতে হবে?) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে বললেন, ওযূ করবে, লজ্জাস্থান ধুয়ে নিবে তারপর ঘুমাবে।[২৭] অন্যত্র তিনি বলেন, نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ 'হ্যাঁ সে যেন ওযূ করে। অতঃপর সে যেন ঘুমায় এবং যখন চাইবে গোসল করবে'।[২৮] তিনি আরো

১৮. *নাসাঈ, সুনানুল কুবরা, ছহীহাহ হা/৮৭৩; ছহীহুল জামে' হা/১২৬।*
১৯. *ছহীহুল জামে' হা/১৯২১।*
২০. *ইবনু মাজাহ হা/৬৩৯; তিরমিযী হা/১৩৫; মিশকাত হা/৫৫১, হাদীছ ছহীহ।*
২১. *আবুদাউদ হা/২৫৮, ২১৬৫, সনদ ছহীহ।*
২২. *বুখারী হা/৩০২; মুসলিম হা/২৯৩।*
২৩. *আবুদাউদ হা/২৭২; ছহীহুল জামে' হা/৪৬৬৩।*
২৪. *আবুদাউদ হা/২৬৪; মুসনাদে আহমাদ হা/২১২১; সনদ ছহীহ।*
২৫. *আবুদাউদ হা/৪১৮০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭৩, সনদ হাসান।*
২৬. *বুখারী হা/২৮৮।*
২৭. *বুখারী হা/২৯০; মুসলিম হা/৩০৬; মিশকাত হা/৪৫২।*
২৮. *মুসলিম হা/৩০৬; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৪২।*

বলেন, نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ 'হ্যাঁ, যদি সে চায় ওযূ করবে'।[২৯] উপরোক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সহবাসের পরে ওযূ করা আবশ্যিক নয় বরং সুন্নাত। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً. 'রাসূলুল্লাহ কোনরূপ পানি স্পর্শ না করেই নাপাক অবস্থায় ঘুমাতেন'।[৩০]

উল্লেখ্য, ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করাও যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ أو تَيَمَّمَ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন অপবিত্র হ'তেন এবং ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন তখন ওযূ করতেন বা তায়াম্মুম করতেন'।[৩১]

(৫) ঘুমের পূর্বে অপবিত্রতার গোসল করা উত্তম : নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জানাবাতের পরে গোসল করা উত্তম। আব্দুল্লাহ বিন কায়েস বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (ছাঃ) অপবিত্র অবস্থায় কিরূপ করতেন? তিনি কি ঘুমের পূর্বে গোসল করতেন, না গোসলের পূর্বে ঘুমাতেন? আয়েশা (রাঃ) বলেন, كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى جَعَلَ فِى الأَمْرِ سَعَةً. 'তিনি উভয়টি করতেন। কখনো গোসল করে ঘুমাতেন, আবার কখনো ওযূ করে ঘুমাতেন। আমি বললাম, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর যিনি কর্মে প্রশস্ততা দান করেছেন'।[৩২]

অন্য হাদীছে এসেছে, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا؟ قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْهَرُ وَأَطْيَبُ. 'একদা নবী করীম (ছাঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলেন। তিনি এর কাছে গোসল করলেন এবং ওর কাছেও গোসল করলেন। রাবী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি তাকে একটি গোসলে পরিণত করতে পারলেন না? তিনি বললেন, এটা অধিকতর পরিচ্ছন্ন, অতি উত্তম ও সর্বাধিক পবিত্রতা'।[৩৩]

(৬) স্বামী-স্ত্রী এক সাথে গোসল করা : স্বামী-স্ত্রীর একস্থানে একত্রে গোসল করা বৈধ। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِىْ حَتَّى أَقُوْلَ دَعْ لِىْ دَعْ لِىْ. قَالَتْ وَهُمَا جُنُبَانِ. 'আমি ও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) উভয়েই একই পাত্র থেকে গোসল করতে ছিলাম। এমনকি আমি বলতাম আমার জন্য রাখেন, আমার জন্য রাখেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, উভয় অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন'।[৩৪]

বাসর পরবর্তী সকালে করণীয় :

ওয়ালীমা করা : বাসর পরবর্তী সকালে বরের অন্যতম কর্তব্য হ'ল ওয়ালীমা করা। এটা সুন্নাত। আলী (রাঃ) যখন ফাতিমা (রাঃ)-কে বিবাহের পয়গাম পাঠালেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'অবশ্যই নববধূর জন্য ওয়ালীমা হ'তে হবে'।[৩৫] ওয়ালীমার মাধ্যমে বিবাহের কথা সকলের মাঝে প্রচার হয়। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, مَا أَوْلَمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَىْءٍ مِنْ نِسَائِهِ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ– 'রাসূল (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রী যয়নাবের বিবাহে যেভাবে ওয়ালীমা করেছিলেন, এরূপ ওয়ালীমা তিনি পরবর্তী কোন স্ত্রীর বিবাহে করেননি। তাতে তিনি একটি বকরী দিয়ে ওয়ালীমা করেছেন'।[৩৬]

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যেদিন যয়নাব (রাঃ)-এর সাথে বাসর রাত উদযাপন করলেন, সেদিন ওয়ালীমার ব্যবস্থা করলেন এবং মুসলিমদেরকে তৃপ্তি সহকারে রুটি ও গোশত খাওয়ালেন। অতঃপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে গেলেন এবং তাদের প্রতি সালাম করে তাদের জন্য দো'আ করলেন। আর তারাও তাঁকে সালাম করলেন এবং তাঁর জন্য দো'আ করলেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁর বাসর রাতের সকালে এরূপ করতেন'।[৩৭]

ওয়ালীমা কয় দিন করা যাবে :

বাসর পরিবর্তী তিন দিন ওয়ালীমা করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, تَزَوَّجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، 'নবী করীম (ছাঃ) ছাফিয়া (রাঃ)-কে বিবাহ করলেন এবং তার মুক্তিপণ তার মোহর নির্ধারণ করলেন, তিন দিন ওয়ালীমা খাওয়ালেন'।[৩৮]

ওয়ালীমা সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় : (১) সমাজে ওয়ালীমার নামে বড় লোকদের মিলন মেলা বসে, যেখানে বরের বা অভিভাবকদের লক্ষ্য থাকে উপহারের দিকে। ঐসব অনুষ্ঠান থেকে দরিদ্র লোকজন বঞ্চিত হয়। অথচ ওয়ালীমার দাওয়াতে উপহার আদান-প্রদান রাসূলের সুন্নাত নয়, বরং সুন্নাত হ'ল সৎ ব্যক্তিগণকে দাওয়াত দেওয়া। তারা দাওয়াত

---

২৯. ইবনু হিব্বান হা/১২১৬; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৪২।
৩০. আবূদাঊদ হা/২৮৮; তিরমিযী হা/১১৮ 'পবিত্রতা' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/৫৮৪ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, সনদ ছহীহ।
৩১. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা, হা/৯৬৮; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৪৫।
৩২. মুসলিম হা/৩০৭, 'অপবিত্র ব্যক্তির ঘুমানো জায়েয' অনুচ্ছেদ; আবুদাঊদ হা/১২৯১; তিরমিযী হা/৪৪৯।
৩৩. আবূদাঊদ হা/২১৯; মিশকাত হা/৪৭০, সনদ হাসান।
৩৪. মুসলিম হা/৩২১; মিশকাত হা/৪৪০।
৩৫. আহমাদ; আদাবুয যিফাফ, মাসআলা নং ২৪।
৩৬. বুখারী হা/৫১৬৮, মুসলিম হা/২৫৬৯, মিশকাত হা/৩২১১।
৩৭. বুখারী হা/৫১৫৪।
৩৮. মুসনাদ আবু ইয়া'লা, আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৭৪।

গ্রহণ করে ওয়ালীমাতে আসবেন ও নবদম্পতির মঙ্গলের জন্য দো'আ করবেন। বেছে বেছে কেবল বড় লোকদের ওয়ালীমায় দাওয়াত দেওয়া হলে ঐ খাদ্যকে রাসূল (ছাঃ) নিকৃষ্ট বলেন, شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ– 'খাদ্যের মধ্যে নিকৃষ্ট খাবার ঐ ওয়ালীমার খাবার যাতে শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত দেয়া হয় এবং দরিদ্রদেরকে ত্যাগ করা হয়। আর ওয়ালীমার দাওয়াত যে কবুল করল না, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করল'।[৩৯]

(২) ওয়ালীমার দাওয়াত দিলে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا– 'তোমাদের কাউকে ওয়ালীমার দাওয়াত করা হ'লে সে যেন তাতে অংশগ্রহণ করে'।[৪০]

(৩) ওয়ালীমা অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের জন্য লোকেরা সাহায্য করতে পারে। আনাস (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রী ছাফিয়া (রাঃ)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলেন, যখন রাসূল রাস্তায় ছিলেন উম্মে সুলাইম ছাফিয়াকে তাঁর জন্য প্রস্তুত করলেন অর্থাৎ সাজালেন এবং তাঁকে রাতে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। নবী করীম (ছাঃ) বাসর ঘরেই সকাল করলেন। এরপর তিনি বললেন, যার কাছে যে খাবার আছে সে যেন তা নিয়ে আসে। অপর বর্ণনায় আছে, যার কাছে অতরিক্ত খাবার আছে সে যেন তা আমাদের নিকটে নিয়ে আসে। আনাস (রাঃ) বলেন, তিনি একটি দস্তরখান বিছালেন। তখন কেউ পণির নিলে আসল, কেউ খেজুর নিয়ে আসল, আবার কেউ ঘি নিয়ে আসল। সব দিয়ে তারা হাইস (খাদ্য বিশেষ) তৈরী করলেন। তারা (আমন্ত্রিত লোকেরা) হাইস খেতে লাগলেন এবং তাদের পাশের বৃষ্টির পানি হাউজ থেকে পান করতে লাগলেন। আর এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওয়ালীমা।[৪১] এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওয়ালীমা অনুষ্ঠানের জন্য কেউ সহযোগিতা করতে পারে। তবে ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে সেখানে আমন্ত্রিত মেহমানদের নিকট থেকে উপহার-উপঢৌকন, টাকা-পয়সা গ্রহণ করা সমীচীন নয়।

[চলবে]

৩৯. *বুখারী হা/৫১৭৭, মুসলিম হা/১৪৩২।*
৪০. *বুখারী হা/৫১৭৩, মুসলিম হা/১৪২৯।*
৪১. *বুখারী হা/৩৭১; মুসলিম হা/১৩৬৫; নাসাঈ হা/৩৩৮০।*

ছাদাক্বায়ে জারিয়ায় অংশগ্রহণ করুন

আসন্ন হজ্জ মওসুমে হজ্জ যাত্রী ভাই-বোনদের মাঝে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** রচিত **'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'** ও **'হজ্জ ও ওমরাহ'** বই ফ্রী বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত মহতী উদ্যোগে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী ভাই-বোনদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

যোগাযোগ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৯১৫-০১২৩০৭, ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০।

ব্যাংক একাউন্ট নম্বর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ, হিসাব নং- ০০৭১০২০০১০৪৭৩, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ নম্বর : ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!
আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ডি.বি.এইচ ট্রাভেলস এ্যান্ড টুরস-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে (লাইসেন্স নং ১৩০৩) পরিচালিত 'কাযী হজ্জ কাফেলা' এ বছরও হজ্জ ও ওমরাহ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ ও ওমরাহ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- **ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।**
- **হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।**
- **মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।**
- **দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।**

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১০-৭৭৭১৩৭।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : বিভিন্ন প্যাকেজে হজ্জ ও ওমরাহ্র বুকিং চলছে

Contents

শোকর

*মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ**
*মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক*****

ভূমিকা :

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক। আর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হৌক নবী-রাসূলকুলের শ্রেষ্ঠজন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল ছাহাবীর উপর।

অতঃপর আমাদের জানা কর্তব্য যে, ঈমান দু'ভাগে বিভক্ত : অর্ধেক শোকর এবং অর্ধেক ছবর। অতএব যে ব্যক্তি নিজ জীবনের কল্যাণ কামনা করে, জীবনের জন্য দুনিয়া-আখিরাতে মুক্তি ভালবাসে এবং সৌভাগ্যকে প্রাধান্য দেয় তার জন্য এই দু'টি মৌলিক বিষয়কে উপেক্ষা করা মোটেও উচিত নয়। এই মধ্যপথ দু'টি থেকে দূরে সরে যাওয়াও তার জন্য সমীচীন নয়। বরং এ দু'টি রাস্তা ধরেই তাকে আল্লাহ্র দিকে যাত্রা করতে হবে। যাতে কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি তাকে দু'টি দলের উত্তম দলে জায়গা দেন।

শোকর সেসব সৌভাগ্যবানের জীবনের শ্রেষ্ঠ দিক, যারা কেবল শোকর আদায়ের মাধ্যমে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছেন। তারা ছবর ও শোকরের ডানায় ভর করে জান্নাতুন নাঈমের পথের যাত্রী হয়েছেন। এটা মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল। তাই আমাদের একান্ত কর্তব্য শোকরের সাথে পরিচিত হওয়া। শোকরের অর্থ কী? তার বিধান কী? তার ফলাফল কী? কোন কোন প্রক্রিয়ায় শোকর করা যায়? ইত্যাদি আমাদের জানতে হবে।

প্রিয় পাঠক! এসব প্রশ্নের উত্তর আপনি এই মূল্যবান পুস্তিকার মাঝে লিপিবদ্ধ পাবেন। পুস্তিকাটি অন্তরের আমল সমূহ সিরিজ (سلسلة أعمال القلوب)-এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা আমাকে একটি শিক্ষা মজলিসে সিরিজভুক্ত বিষয়গুলির উপর বক্তৃতা দানের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এটি তৈরীতে যাদ গ্রুপের একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মী আমার সঙ্গে শরীক ছিলেন। আজ এটি পুস্তকাকারে প্রকাশ পাচ্ছে।

পরিশেষে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাদেরকে ঐ শ্রেণীর লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং তন্মধ্যস্থিত উত্তমগুলো মেনে চলে। আর যেন আমাদেরকে শুকরিয়া আদায়কারীদের শ্রেণীভুক্ত করেন, অকৃতজ্ঞদের শ্রেণীভুক্ত না করেন। সাহায্য-সহযোগিতার কেন্দ্র তো তিনিই, তার উপরই সকল ভরসা।

** সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম ও দাঈ।*
*** ঝিনাইদহ।*

শোকরের পরিচয়

অভিধানে শোকর :

শোকর অর্থ উপকার স্বীকার করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আরবীতে শব্দটি نصر বাব থেকে গঠিত ক্রিয়ামূল (مصدر)। شَكَرَ، يَشْكُرُ তিনটি ধাতুরূপ রয়েছে شُكْرٌ، شُكُوْرٌ، شُكْرَانٌ ক্রিয়ার।

এ শব্দ থেকে গঠিত ক্রিয়াপদ কখনো সরাসরি সকর্মক ক্রিয়া হয় এবং কখনো لام حرف جار যোগে সকর্মক হয়। এজন্য شَكَرْتُهُ ও شَكَرْتُ لَهُ উভয়ভাবেই বলা যায়। তবে ل যোগে সকর্মক বলা অধিক শুদ্ধ। شَكَرَ ও تَشَكَّرَ একই অর্থবোধক। شُكْرَانٌ শব্দটি كُفْرَانٌ-এর বিপরীত। شُكْرَانٌ অর্থ কৃতজ্ঞতা এবং كُفْرَانٌ অর্থ অকৃতজ্ঞতা। জীবদেহে খাদ্যের প্রভাব ধরা পড়াকেও (شُكْرٌ) শোকর বলে। প্রাণীকুলে শোকর বলা হয় ঐ প্রাণীকে যে অল্প খাবার খেয়েই মোটা-তাজা হয়। আকাশ থেকে ভারী বর্ষণ হ'লে বলা হয় اِشْتَكَرَتِ السَّمَاءُ (মূষলধারে বৃষ্টি হয়েছে)। পশুর স্তন দুধে ভরে উঠলে বলা হয় اَشْكَرَ الضَّرْعُ (স্তন দুধে ভরে গেছে)। দেখা যাচ্ছে শোকর শব্দটি বেশী ও বৃদ্ধি অর্থে ঘুরপাক খায়।[১]

পরিভাষায় শোকর :

প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আনুগত্যের চেষ্টা করা এবং অবাধ্যতা বা নাফরমানী থেকে বিরত থাকাকে শোকর বলে। কেউ কেউ বলেছেন, اَلشُّكْرُ هُوَ الْاِعْتِرَافُ فِيْ تَقْصِيْرِ الشُّكْرِ لِلْمُنْعِمِ– 'অনুগ্রহকারীর শুকরিয়া আদায়ে অক্ষমতা প্রকাশ করাই শোকর'।[২] ফার্রা বলেছেন, اَلشُّكْرُ مَعْرِفَةُ الْاِحْسَانِ وَالتَّحَدُّثُ بِهِ– 'অনুগ্রহ স্বীকার করা এবং জনসমক্ষে তা বলে বেড়ানোকে শোকর বলে'।[৩]

অতএব শোকর বলতে বুঝব যে, আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত সমূহের প্রভাব বান্দার অন্তরে প্রকাশ পাবে ঈমান রূপে; মুখে প্রকাশ পাবে প্রশংসা ও গুণগান রূপে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে প্রকাশ পাবে ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্য হিসাবে।

হাম্দ ও শোকরের মধ্যে পার্থক্য :

হাম্দ : প্রশংসাভাজন তথা যিনি প্রশংসা লাভের যোগ্য তার সত্তাগত (অনর্জিত) গুণাবলী এবং অর্জিত গুণাবলীর জন্য মুখে উচ্চারিত প্রশংসাকে হাম্দ বলে।[৪]

১. *লিসানুল আরাব ৪/৪২৪।*
২. *তাফসীরে কুরতুবী ১/৪৩৮।*
৩. *ঐ, ২/১৬৬।*
৪. *সত্তাগত বা অনর্জিত গুণ যেমন লম্বা, ফর্সা সুডৌল চেহারার অধিকারী হওয়া, কণ্ঠস্বর মিষ্টি হওয়া, চেহারা আকর্ষণীয় হওয়া, প্রতিবন্ধী না*

শোকর :

শোকর কেবল অর্জিত গুণাবলীর প্রেক্ষিতে করতে হয় এবং তা মুখের ভাষা দিয়ে যেমন করা যায়, তেমনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাও করা যায়।

সুতরাং হাম্দ মুখের কথা ব্যতীত হয় না। অন্য দিকে শোকর কথা, কাজ ও অন্তর দ্বারা করা যায়।

হামদ অর্জিত ও অনর্জিত উভয় গুণের প্রেক্ষিতে করা হয়। কিন্তু শোকর শুধুই অর্জিত গুণের জন্য করা হয়। যেমন কারো দৈহিক সৌন্দর্য ও পরোপকারের জন্য প্রশংসা করলে তা হবে হাম্দ; আর কেবল পরোপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা দেখালে তা হবে শোকর। কখনো কখনো একটি শব্দ আরেক শব্দের স্থলে ব্যবহৃত হয়।[৫] এমনও বলা হয়েছে যে, হাম্দ শব্দ শোকরের স্থলে ব্যবহৃত হ'তে পারে, তবে শোকর হাম্দ-এর স্থলে ব্যবহৃত হবে না।[৬]

শোকরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ : ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, শোকর হ'ল অন্তরে নে'মতদাতা বা অনুগ্রহকারীর ভালবাসা স্থান দান; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে তার আদেশ মান্য করা এবং মুখ দিয়ে তা প্রকাশ করা ও তার প্রশংসা করা। এ থেকে আমরা জানতে পারছি যে, শোকরের সঙ্গে তিনটি জিনিস জড়িয়ে আছে। অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

অন্তরের শোকর :

অন্তরের শোকর বলতে বুঝব যে, যত প্রকার নে'মত মানুষ ভোগ করে তার সবই মহান আল্লাহ প্রদত্ত। তার দেওয়া জীবন-জীবিকা, সুযোগ-সুবিধাই আমরা প্রতি মুহূর্তে ভোগ করি। সুতরাং মন থেকে তা স্বীকার করে তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশই অন্তরের শোকর। অনেক মানুষ আছে যারা ধনী কিংবা পদস্থ ব্যক্তির হাত থেকে কোন নে'মত লাভ করলে ঐ ধনী কিংবা পদস্থ ব্যক্তিকে নে'মতদাতা বলে গণ্য করে। তারা ভুলে যায় আল্লাহ্র কথা যিনি ঐ ধনীকে সম্পদ দান করেছেন তাকে তা দেওয়ার জন্য। ধনী শুধুমাত্র অসীলা। আমল দাতা তো আল্লাহ। আফসোস! মানুষ মাধ্যমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কিন্তু উৎসকে কৃতজ্ঞতা জানায় না।

এজন্য শৈশবকাল থেকেই শিশুদেরকে কোথা থেকে জীবন-জীবিকা আসে এবং আল্লাহই যে আমাদের জীবিকার উৎস তা শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত যরূরী। এতে করে শিশুরা তাদের প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে করতে বেড়ে উঠবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُوْنَ-

'হে মানুষ! তোমাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টিকর্তা আছেন কি যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রূযী দান করেন? তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ?' *(ফাতির ৩৫/৩)*।

এই জ্ঞান লাভের পর শোকর আদায়কারীর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যত নে'মত যিনি তাকে দিয়েছেন সেই নে'মতদাতা ও অনুগ্রহকারী মহান আল্লাহকে ভালবাসা একান্ত কর্তব্য।

মুখে শোকর :

মানুষের মুখের ভাষা তার অন্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং অন্তর যদি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতায় ভরা থাকে তাহ'লে জিহ্বায় আল্লাহ্র শোকর ও প্রশংসা উথলে উঠবে।

প্রিয় পাঠক! আপনি নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক তাঁর প্রতিপালকের হাম্দ-ছানা বা প্রশংসা কেন্দ্রিক যিক্র-আযকার ও দো'আগুলো ভেবে দেখুন তাতে কী পরিমাণ শোকর ও কৃতজ্ঞতা রয়েছে।

১. নবী করীম (ছাঃ) যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন বলতেন, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন (জাগিয়ে তুলেছেন) এবং তার নিকটেই পুনরুত্থান হবে'।[৭] তিনি আমাদেরকে নিম্নোক্ত দো'আ বলতে বলেছেন, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى عَافَانِىْ فِىْ جَسَدِى وَرَدَّ عَلَىَّ رُوْحِى وَأَذِنَ لِىْ بِذِكْرِهِ- 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাকে দৈহিক সুস্থতা দান করেছেন, আমার রূহকে আমার মাঝে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে তার যিকর করার আদেশ দিয়েছেন'।[৮]

২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন বলতেন, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِىَ لَهُ وَلاَ مُئْوِىَ- 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদেরকে খেতে দিয়েছেন, আমাদেরকে পান করতে দিয়েছেন, আমাদের অভাব পূরণ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। কত মানুষ তো এমন আছে যাদের কোন অভাব পূরণকারী নেই এবং আশ্রয়দাতাও নেই'।[৯]

৩. আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে থেকে যখন তাঁর খাবারের খাঞ্চা তুলে নেওয়া হ'ত তখন তিনি বলতেন, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ كَفَانَا وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِىٍّ، وَلاَ مَكْفُوْرٍ وَقَالَ مَرَّةً اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبَّنَا، غَيْرَ مَكْفِىٍّ،

হওয়া ইত্যাদি। অর্জিত গুণ যেমন জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করা, চরিত্র সুন্দর করা, আল্লাহ্র পথে নিষ্ঠা ও ইখলাছ বজায় রাখা, ইবাদত করা, অর্থবিত্ত, পদপজিশনের মালিক হওয়া, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা, দান করা, পরোপকার করা ইত্যাদি।-অনুবাদক।

৫. *তাফসীর ইবনে কাছীর ১/৪৩।*

৬. *ইবনু কুতায়বা, আদাবুল কাতিব, পৃ. ৩১।*

৭. *বুখারী হা/৬৩১২।*

৮. *তিরমিযী হা/৩৪০১, হাদীছ হাসান।*

৯. *মুসলিম হা/২৭১৫; মিশকাত হা/২৩৮৬।*

–وَلاَ مُوَدَّعٍ، وَلاَ مُسْتَغْنًى رَبَّنَا ‘সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদেরকে যথেষ্ট খাইয়েছেন, আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করেছেন, না এর থেকে বেশী প্রয়োজন আছে, না অকৃতজ্ঞতার কোন কারণ আছে’। তিনি একবার বলেন, ‘হে আমাদের প্রতিপালক। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। এর থেকে না বেশী প্রয়োজন, না এ (খাদ্য-পানীয়) পরিত্যাগযোগ্য, না এর থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা যায়- হে আমাদের রব!’[১০]

৪. সাইয়িদুল ইস্তিগফার নামক দো‘আয় এসেছে, أَبُوْءُ لَكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِى– ‘হে আল্লাহ! আমাকে আপনি যে নে‘মত দিয়েছেন তা আমি স্বীকার করছি এবং আপনার নিকট আমার গুনাহও স্বীকার করছি’।[১১]

৫. তাহাজ্জুদ ছালাতের দো‘আর একাংশে বলা হয়েছে, اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ‘হে আল্লাহ! আপনারই সকল প্রশংসা। আপনি আকাশমণ্ডলী, মর্তলোক এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর আলো’।[১২] اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّه كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً– ‘আল্লাহ সবার চেয়ে অনেক অনেক বড়। অনেক অনেক প্রশংসা আল্লাহ্র। আমি সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি’।[১৩]

৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে (আমার) বিছানা থেকে নিখোঁজ পেলাম। আমি তাঁকে খোঁজ করতে লাগলাম। হঠাৎই মসজিদের মধ্যে তাঁর দু’পায়ের তলায় আমার হাত গিয়ে ঠেকল। পা দু’টো ছিল সিজদারত অবস্থায় খাড়া। আর তিনি মুখে বলছিলেন, اللَّهُمَّ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ– ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার ক্রোধ থেকে আপনার সন্তুষ্টির এবং আপনার শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার তত প্রশংসা করতে পারি না, যত প্রশংসা আপনি নিজেকে নিজে করেছেন’।[১৪]

৭. পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের শেষে শোকর : মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (একদিন) তার হাত ধরে বলেছিলেন, يَا مُعَاذُ وَاللهِ إِنِّى لأُحِبُّكَ... لاَ تَدَعَنَّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُوْلُ اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ– ‘হে মু‘আয! আল্লাহ্র কসম, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ভালবাসি...। তুমি প্রত্যেক ফরয ছালাত অন্তে এ দো‘আ বলা কখনই ত্যাগ করো না, ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার যিকর, আপনার শোকর এবং আপনার সুন্দর পরিপাটিভাবে ইবাদত করতে সাহায্য করুন’।[১৫]

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শোকর :

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শোকর নেক আমল বা সৎ কাজ দ্বারা হ’তে পারে। যার বয়স চল্লিশ ছুঁয়েছে কুরআন তাকে উপদেশ দিয়েছে এই বলে, حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ– ‘এমনি করে যখন সে যৌবনে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যেন আপনি আমার ও আমার মাতাপিতার উপর যে অনুগ্রহ করেছেন আমি তার শোকর আদায় করতে পারি। তাছাড়াও এমন সব সৎ কাজ বা আমল করতে পারি যাতে আপনি রাযী-খুশী হয়ে যান’ *(আহক্বাফ ৪৬/১৫)*। এই বয়স্ক লোকটি আল্লাহ্র দেওয়া নে‘মতের শুকরিয়া আদায়ের সামর্থ্য প্রার্থনার পরক্ষণে তার কাছে নেক আমলের ক্ষমতা লাভের আবেদনও জানিয়েছে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুকরিয়া আদায়ের আরেকটি উপায় মানবদেহের প্রতিটি গ্রন্থির বদলে ছাদাক্বা করা। আবু যার (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ‘প্রতি ভোরবেলায় তোমাদের যেকোন জনের প্রত্যেক গ্রন্থির উপর ছাদাক্বা প্রদান আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়’। গ্রন্থির সংখ্যা তিন শত ষাট। এতগুলো গ্রন্থির পক্ষ থেকে কিভাবে শোকর আদায় সম্ভব? উত্তরে তিনি বললেন, فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ– ‘প্রতিবার ‘সুবহানাল্লাহ’ উচ্চারণে একটি ছাদাক্বা, প্রতিবার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ উচ্চারণে একটি ছাদাক্বা, প্রতিবার লা ‘ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলায় একটি ছাদাক্বা, প্রতিবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলায় একটি ছাদাক্বা, কোন একটি সৎ কাজের আদেশ দানে একটি ছাদাক্বা এবং কোন একটি অসৎ কাজ থেকে নিষেধে একটি ছাদাক্বা হবে’।[১৬]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, كُلُّ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ صَدَقَةٌ، وَعَوْنُ الرَّجُلِ أَخَاهُ صَدَقَةٌ؛ وَالشَّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ يَسْقِيْهَا

---

১০. *বুখারী হা/৫৪৫৯।*
১১. *বুখারী হা/৬৩০৬; মিশকাত হা/২৩৩৫।*
১২. *বুখারী হা/৬৩১৭।*
১৩. *আবুদাঊদ হা/৭৬৪, হাকেম হাদীছটিকে ছহীহ ও আলবানী যঈফ বলেছেন।*
১৪. *মুসলিম হা/৪৮৬; মিশকাত হা/৮৯৩।*
১৫. *আবুদাঊদ হা/১৫২২, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত হা/৯৪৯।*
১৬. *মুসলিম হা/৭২০; মিশকাত হা/১৩১১।*

صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ– ‘প্রতিটি ভাল কথায় একটি ছাদাক্বা, ব্যক্তির নিজ (আপন কিংবা দ্বীন সম্পর্কিত) ভাইকে সাহায্য করা একটি ছাদাক্বা, কাউকে একবার পানি পান করানো একটি ছাদাক্বা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কোন জিনিস সরানো একটি ছাদাক্বা।[১৭]

এরূপ ছাদাক্বার সংখ্যা অনেক। হাফেয ইবনু রজব ইমাম নববীর ‘আল-আরবাঈন’ বা চল্লিশ হাদীছের উপর ‘জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম’ নামে যে ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন তাতে তিনি এগুলো সংকলন করেছেন।

দৈহিক শ্রমদানও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোকরের মধ্যে পড়ে। যেমন বাদশাহ যুলকারনাইন প্রাচীর বানানোর কৌশল সম্বন্ধে অজ্ঞ একটি মানবগোষ্ঠীর জন্য নিজ পরিশ্রমে প্রাচীর বানিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তারা তাদের শত্রু ইয়াজূজ-মা’জূজের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছিল। শোকরের সিজদাও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোকরের আওতাভুক্ত।

আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُوْرٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ– ‘নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট যখন কোন খুশির খবর আসত, তখন তিনি আল্লাহ্র সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্তে সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন’।[১৮]

আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট যখন মুরতাদ ভণ্ডনবী মুসায়লামা আল-কাযযাবের নিহত হওয়ার খবর পৌঁছে, তখন তিনি আল্লাহ্র ওয়াস্তে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিলেন। এই বদমাশ (ভণ্ডনবী) আরবের বহু লোককে তার দলে ভিড়িয়েছিল। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তৎকালে খুবই ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল।[১৯]

আবু মূসা আল-হামাযানী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ، فَقَالَ: الْتَمِسُوْا ذَا الثُّدَيَّةِ، فَالْتَمَسُوْهُ فَجَعَلُوْا لاَ يَجِدُوْنَهُ، فَجَعَلَ يَعْرَقُ جَبِيْنُ عَلِيٍّ، وَيَقُوْلُ: وَاللهِ مَا كَذَبْتُ وَلاَ كُذِّبْتُ فَالْتَمِسُوْهُ قَالَ : فَوَجَدْنَاهُ فِيْ سَاقِيَةٍ أَوْ جَدْوَلٍ تَحْتَ قَتْلَى، فَأُتِيَ بِهِ عَلِيٌّ فَخَرَّ سَاجِدًا–

‘আমি খারেজীদের বিরুদ্ধে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে আলী (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম। যুদ্ধে আলী (রাঃ) জয় লাভের পর সৈনিকদের বললেন, তোমরা বড় স্তনওয়ালা পুরুষ লোকটিকে খুঁজে বের কর। তারা খুব খোঁজল কিন্তু পেল না। তখন আলী (রাঃ)-এর ললাট দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল, আর তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তো মিথ্যা বলিনি আর আমাকেও মিথ্যা বলা হয়নি। তোমরা তাকে ভাল করে খোঁজ কর। পরে আমরা তাকে খোঁজতে খোঁজতে একটা নালার মধ্যে অনেক লাশের নিচে পেলাম। আলী (রাঃ)-এর কাছে তাকে নেওয়া হ’লে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন’।[২০] কেননা নবী করীম (ছাঃ) তাকে আগাম জানিয়েছিলেন যে, একজন বড় স্তনওয়ালা লোক খারেজীদের সাথে থাকবে।

কা‘ব ইবনু মালিক (রাঃ) যখন শুনতে পেয়েছিলেন যে, আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করেছেন, তখন তিনি আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতায় সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিলেন।[২১]

জনৈক পূর্বসূরী নেককার লোকের মা আছর ছালাতের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ সংবাদ শুনে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিলেন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি সিজদাতেই পড়েছিলেন।[২২]

তবে সিজদায়ে শোকর প্রতিটি নে‘মতের প্রেক্ষিতে প্রদান বিধেয় নয়। এ সিজদা কেবল গুরুত্বপূর্ণ কোন নতুন নে‘মত লাভের জন্য প্রদেয়। আবু নছর আল-আরগাবানী বলেন, শোকরের সিজদা হঠাৎ কোন (বড়) নে‘মত পেলে কিংবা কোন বড় বিপদ কেটে গেলে প্রদান করা সুন্নাত। চিরাচরিত নে‘মতের জন্য তা প্রদান করা সুন্নাত নয়।[২৩]

যায়েদ বিন জুদ‘আন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হাসান আল-বছরীর নিকট ছিলাম। তিনি তখন আবু খালীফাহ আল-আবাদী নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবু সাঈদ! (হাসান বছরীর উপনাম) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মারা গেছে। এ কথা শুনে হাসান সিজদায় পতিত হন।[২৪]

ছালাতে শোকর আদায়ের তিনটি উপকরণই মওজূদ রয়েছে : আমরা যে ছালাত আদায় করি তাতে শোকর আদায়ের পূর্বে বর্ণিত তিনটি উপকরণই মওজূদ রয়েছে। ছালাত কলবের মাধ্যমে শোকর। কেননা ছালাতে রয়েছে ইখলাছ ও বিনয়। ছালাত জিহ্বা দ্বারা শোকর, কেননা তাতে রয়েছে কুরআন তিলাওয়াত এবং দয়াময় আল্লাহ্র যিকর-আযকার। ছালাত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোকর। কেননা ছালাতে রুকূ, সিজদা, সালাম ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল রয়েছে। সুতরাং যথানিয়মে ছালাত আদায় মহান আল্লাহ তা‘আলার শোকর আদায়ের একটি বড় পন্থা।

তিন শোকরের অর্থ :

তিনটি জিনিস জানা-বুঝার উপর শোকরের অর্থ নির্ভর করে। সেই তিনটি জিনিস নিচে দেওয়া হ’ল-

১. নে‘মতের পরিচয় : কী নে‘মত বান্দা পেয়েছে তা মস্তিষ্কে সব সময় ধারণ করা। মনে গেঁথে রাখা এবং তা স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করা। একজন মুসলিম তো তার নে‘মতের পরিচয় জানার মাধ্যমে অনুগ্রহকারী মহান আল্লাহ্র পরিচয় পেয়ে থাকে। এভাবে যখন সে নে‘মতদাতার পরিচয় পায় তখন

১৭. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪২২, হাদীছ ছহীহ।*
১৮. *আবুদাঊদ হা/২৭৭৪, হাদীছ ছহীহ।*
১৯. *শামসুল হক আযীমাবাদী, ‘আওনুল মা‘বূদ ৭/৩২৮।*
২০. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫৯৬২।*
২১. *মুসলিম হা/২৭৬৯; ইবনু মাজাহ হা/১৩৯৩।*
২২. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৫/১৬০।*
২৩. *আল-বা‘ইছু ‘আলা ইনকারিল বিদঈ, পৃঃ ৬১।*
২৪. *খারাইতী, ফাযীলাতুশ শুকর, পৃঃ ৬৬।*

তাকে মন থেকে ভালবাসতে থাকে। আর যখন সে ভালবাসে তখন সে তার সান্নিধ্য পেতে এবং শোকর আদায়ে সচেষ্ট হবে এটা খুবই স্বাভাবিক। আর এভাবেই তা হয়ে যায় ইবাদত। কেননা ইবাদত হ'ল নে'মতদাতার শোকরের পথ ও পদ্ধতি। আর নে'মতদাতা তো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। সুতরাং আল্লাহ্র শোকর মানেই আল্লাহ্র ইবাদত।

২. নে'মতকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ : বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা যে নে'মতই দেন না কেন তাতে তাকে রাযী-খুশি থাকতে হবে। আল্লাহ প্রদত্ত কোন নে'মতকেই সে নগণ্য ও তুচ্ছ ভাববে না।

৩. নে'মতদাতার প্রশংসা করা : নে'মতদাতার প্রশংসা দু'ভাগে বিভক্ত। (ক) আম বা সাধারণভাবে তাকে দানশীল, অনুগ্রহকারী, সৎ, পরোপকারী, প্রচুর দাতা ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা (খ) খাছ বা বান্দা নিজে যে যে অনুগ্রহ লাভ করেছে তা জনগণের মাঝে তুলে ধরা। আল্লাহ বলেছেন, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ 'অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহের কথা বর্ণনা কর' *(যোহা ৯৩/১১)*।

এখানে নে'মত বর্ণনার যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাতে দু'টি কথা রয়েছে। প্রথম কথা : প্রিয় পাঠক! আপনার প্রাপ্ত নে'মতকে আপনি আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদতে ব্যবহার করবেন। দ্বিতীয় কথা : আল্লাহ আপনাকে যেসব নে'মত দিয়েছেন তা স্মরণ করবেন এবং গুনে গুনে দেখবেন। আপনি বলবেন, আমাকে আল্লাহ এ নে'মত দিয়েছেন, সে নে'মত দিয়েছেন ... ইত্যাদি।

এজন্য জনৈক মুফাসসির উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমার প্রভুর যে করুণা (তোমার উপর) তা তুমি বর্ণনা কর, অর্থাৎ এ সূরায় আল্লাহ তোমাকে যেসব অনুগ্রহের কথা বলেছেন তা স্মরণ করে তুমি শোকর আদায় করো। যেমন তিনি তোমাকে ইয়াতীম পেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, সৎপথের সন্ধান থেকে দূরে থাকার পর সৎপথ প্রদান করেছেন এবং দরিদ্র থেকে ধনাঢ্য করেছেন।

আবু রাজা আল-আত্তারিদী (রহঃ) বলেন, ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) আমাদের মাঝে আগমন করলেন। তার গায়ে ছিল নকশাদার একটি রেশমী চাদর। এ পোশাকে আমরা তাকে আগেও কখনো দেখিনি, পরেও কখনো দেখিনি। পোশাকটা ছিল বেশ দামী। তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ– 'যাকে আল্লাহ কোন নে'মত দান করেছেন। সে যেন কোন না কোনভাবে তার চিহ্ন প্রকাশ করে। কেননা বান্দার দেহে আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের চিহ্নের প্রকাশকে আল্লাহ ভালবাসেন।[২৫] নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيْلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيْرَ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ– 'অল্প পেয়ে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, বেশীতেও সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। যে মানুষের (উপকার পেয়ে তার প্রতি) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। আল্লাহ্র নে'মতের আলোচনা করা কৃতজ্ঞতা এবং আলোচনা না করা অকৃতজ্ঞতা। জামা'আতবদ্ধ জীবন রহমত, আর বিচ্ছিন্ন জীবন আযাব।[২৬]

নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেছেন, كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَالْبَسُوْا فِيْ غَيْرِ مَخِيْلَةٍ وَلاَ سَرَفَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ– 'তোমরা খাও, পান করো, দান করো, কাপড় পরো অহংকার ও অপচয় ছাড়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বান্দার দেহে তার প্রদত্ত নে'মতের চিহ্ন দেখতে ভালবাসেন'।[২৭] হাসান বাছরী বলেছেন, أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَذِهِ النِّعْمَةِ فَإِنَّ ذِكْرَهَا شُكْرٌ– 'এসব নে'মতের আলোচনা তোমরা বেশী বেশী করে কর। কেননা নে'মতের আলোচনা এক প্রকার কৃতজ্ঞতা।[২৮]

কবি আল-হুবাইশী বলেন,

نُحدث بالنعماء شكرا لربنا

على مَا حبا من كل خير وَمَا وهب

نقُول بِهَذَا لَا لفخر ونخوة

وَلَكِن لشكر الله فالشكر قد وَجب–

'নে'মতের বর্ণনা যা আমরা করি,
সে তো মোদের রবের শোকর মানবে তুমি।
সর্বপ্রকার কল্যাণ যা দিচ্ছেন তিনি,
আমরা তো তার প্রকাশ মাঝে শোকর মানি।
নয় তা কোন অহংকার, নয় গর্ব কোন,
বরং সে তো রবের শোকর, ওয়াজিব জেনো।[২৯]

২৫. *আহমাদ হা/১৯৯৪৮; হাদীছ ছহীহ; মিশকাত হা/৪৩৭৯।*

২৬. *আহমাদ হা/১৮৪৭২, হাদীছ হাসান।*
২৭. *আহমাদ হা/৬৭০৮, শু'আইব আরনাঊত্ব এটিকে হাসান বলেছেন।*
২৮. *শু'আবুল ঈমান হা/৪৪২১।*
২৯. *নাশরু ত্বাইয়িত তা'রীফ, পৃঃ ১৫৪।*

Contents

আল্লাহ্র নে'মত প্রকাশকারীদের শ্রেণীবিভাগ :

প্রাপ্ত নে'মত প্রকাশের দিক থেকে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

১. নে'মতের শোকর আদায়কারী এবং সেজন্য আল্লাহ্র প্রশংসাকারী।
২. নে'মত অস্বীকারকারী এবং গোপনকারী।
৩. এমন ভাব প্রকাশকারী যে সে ঐ নে'মত লাভের যোগ্য, অথচ সে তার যোগ্য নয়।

কিছু গোবরগণেশ লোক আছে যারা মনে করে আল্লাহ্র নে'মত প্রকাশের অর্থ দামী কাপড় কেনা, বিলাসবহুল গাড়িতে চড়া, দামী ও উপাদেয় খাদ্য খাওয়া ইত্যাদি। অথচ এগুলোর সবই যথার্থই ভুল। কেননা আল্লাহ্র নে'মত প্রকাশ করার অর্থ আল্লাহ আমাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছেন তার প্রকাশ ঘটান। যদি তিনি আমাদেরকে অঢেল সম্পদ দিয়ে থাকেন তাহ'লে আমরা এমন পোষাক কিনব ও পরব যাতে আল্লাহ প্রদত্ত প্রাচুর্য প্রকাশ পায়। আর যদি আল্লাহ আমাদেরকে এমন পরিমাণ জীবিকা দেন যাতে আমাদের ও পরিবারের খাওয়া-পরা চলে যায়, প্রাচুর্যতা না থাকে তাহ'লে নিজেদের উপযুক্ত যা তাই কিনব। সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা নিজেদের উপর চাপিয়ে নেব না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ 'যাকে যা দেওয়া হয়নি সে তা পাওয়ার ভান করলে সে মিথ্যার দুই প্রস্থ বস্ত্র পরিধানকারীর তুল্য হবে'।[৩০] আবুল আহওয়াছ (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَشِفُ الْهَيْئَةِ فَقَالَ هَلْ لَكَ مَالٌ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ : مِنْ أَىِّ الْمَالِ؟ قَالَ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ مِنَ الإِبِلِ وَالرَّقِيْقِ وَالْخَيْلِ وَالْغَنَمِ. فَقَالَ : إِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيُرَ عَلَيْكَ– '(একবার) আমি উষ্কখুষ্ক চেহারা ছুরতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এলাম। আমার অবস্থা দেখে তিনি বললেন, তোমার কি অর্থ-সম্পদ কিছু আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কী ধরনের সম্পদ? আমি বললাম, উষ্ট্রপাল, দাস-দাসী, অশ্বদল, ছাগপাল ইত্যাদি জাতীয় সবই আছে। তিনি বললেন, যখন আল্লাহ তোমাকে এত সম্পদ দিয়েছেন তখন তার কিছু চিহ্ন তো তোমার মাঝে দেখা যাওয়া উচিত'।[৩১] হাদীছটিতে তিনি আল্লাহ্র নে'মত বর্ণনা ও প্রকাশ করতে তখনই বলেছেন, যখন আল্লাহ তাকে ধন-সম্পদ প্রদান করবেন।

নে'মত কখন গোপন করা যাবে :

আল্লাহ্র দেওয়া নে'মতের কথা প্রচারের যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা নেক্কার বান্দাদের নিকট প্রকাশ করা ভাল। হিংসুটেদের সামনে যদি তা প্রকাশের প্রয়োজন পড়ে তারপর নে'মতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা গোপন রাখে তবে তা অন্যায় ও অকৃতজ্ঞতা বলে গণ্য হবে না। সে তখন মূলতঃ কৃপণতা করে নে'মতের আলোচনা গোপন করছে না আবার আল্লাহ্র অধিকারও ক্ষুণ্ন করছে না। সে একটা ক্ষতি রোধ করার স্বার্থেই বরং এমনটা করছে। সে ক্ষতি হ'ল হিংসুটের হিংসা, চক্রান্ত ও ক্ষতিসাধনের অপচেষ্টা। আর ক্ষতি রোধ শরী'আতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।[৩২]

শোকরের পদ্ধতি :

পাঁচটি জিনিস নিশ্চিত না করা পর্যন্ত বান্দা আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত নে'মতের শোকর পুরোপুরি আদায় করতে পারে না।

১. তার নিকট নত হওয়া। কৃতজ্ঞ বান্দা তার উপকারকারী বিশ্বপ্রতিপালকের প্রতি নত হয়ে থাকবে। আল্লামা বায়যাভী (রহঃ) বলেন, العمدة في شكرها استعمالها فيما خلقت لأجله، والإذعان لمانحها 'নে'মতের শুকরিয়ার উত্তম পদ্ধতি হ'ল যেজন্য নে'মতকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে সে কাজে লাগানো এবং নে'মত দাতার প্রতি অনুগত থাকা'।[৩৩]

২. আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসা। আল্লাহ যেহেতু দাতা তাই বান্দা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আল্লাহকে ভালবাসবে।

৩. আল্লাহ্র দেওয়া নে'মত স্বীকার ও যাহির করা।

৪. নে'মত প্রদানের জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা।

৫. তিনি যাতে নাখোশ হন তেমন ক্ষেত্রে নে'মতকে ব্যবহার না করে বরং তিনি যাতে খুশি হন তেমন ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা। মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব বলেন, الشُّكْرُ: تَقْوَى اللهِ، وَالْعَمَلُ بِطَاعَتِه 'শোকর হ'ল, আল্লাহকে ভয় করা এবং তার আনুগত্য মূলে আমল করা'।[৩৪]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'শোকর মূলতঃ নে'মতদাতার দানকে বিনয়, নম্রতা ও ভালবাসার সাথে গ্রহণ ও স্বীকার করা। সুতরাং যে নে'মত কী তাই চিনল না বরং অজ্ঞ থেকে গেল সে নে'মতের শুকরিয়া আদায় করেনি। আর যে নে'মত চিনলেও তা প্রকাশ করেনি সেও শুকরিয়া আদায় করেনি।

যে নে'মত ও নে'মতদাতাকে চিনল কিন্তু নে'মতদাতার নে'মতকে অস্বীকারকারীর মতই অস্বীকার করল, সে তখন নে'মতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর পর্যায়ভুক্ত হবে। আর যে নে'মত ও নে'মতদাতাকে চিনল, স্বীকার করল, অস্বীকার করল না, কিন্তু তার নিকট নত হ'ল না, তাকে ভালবাসল না, তার প্রতি রাযী-খুশী থাকল না সেও তার শুকরিয়া আদায় করল না।

যে নে'মত চিনল, নে'মতদাতাকে চিনল, নে'মত স্বীকার করল, নে'মতদাতার নিকট নত থাকল, তাকে ভালবাসল, তার প্রতি রাযী-খুশী থাকল এবং নে'মতকে তার আনুগত্য ও

---

৩০. *বুখারী হা/৫২১৯; মুসলিম হা/২১২৯; মিশকাত হা/৩২৪৭।*
৩১. *আহমাদ হা/১৫৯২৯, সনদ ছহীহ।*
৩২. *لاضرر ولاضرار অর্থাৎ ইসলামে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং অন্যের ক্ষতি সাধন করার কোন সুযোগ নেই (ইবনু মাজাহ হা/২৩৪১)।-অনুবাদক।*
৩৩. *তাফসীরুল বায়যাভী, পৃঃ ১৬৪।*
৩৪. *তাফসীরে ত্বাবারী ১০/৩৫৪ পৃঃ।*

ভালবাসামূলক কাজে ব্যবহার করল সেই প্রকৃতপক্ষে তার শোকর আদায়কারী'।[৩৫]

আল্লাহ্র প্রতি শোকরের স্তরভেদ :

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই যে, নে'মত যখন ছোট-বড় হয় তখন নে'মতের মাত্রা অনুসারে শোকরের মধ্যে তারতম্য হবে কি না? হ্যাঁ, বান্দার শোকর আদায়ের মধ্যেও মাত্রা অনুসারে তারতম্য হবে। অতএব নে'মত যতই জোরদার হবে বান্দাও তত জোরালভাবে আল্লাহ্র শোকর আদায় করবে।

নে'মতের প্রতিদান :

আল্লাহ্র প্রতি বান্দার শোকর আদায় নে'মতের প্রতিদান হিসাবে নয়। কেননা নে'মতের প্রতিদান দেওয়া অসম্ভব। আর আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগারের নিকট বান্দাদের পক্ষ থেকে কোন কিছু পৌঁছায়ও না। যেমন আল্লাহ বলেছেন, لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا 'ওগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছে না' *(হজ্জ ২২/৩৭)*।

বর্ণিত আছে যে, দাঊদ (আঃ) একবার বলেছিলেন, يارب، كَيْفَ أَشْكُرُكَ وَشُكْرِيْ لَكَ نِعْمَةٌ مِنْكَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: اَلْآنَ شَكَرْتَنِي يَا دَاوُدُ، أَيْ: حِينَ اعْتَرَفْتَ بِالتَّقْصِيرِ عَنْ أَدَاءِ شُكْرِ النِّعَمِ– 'হে আমার রব! আমি কিভাবে আপনার শোকর আদায় করব! আমি যে আপনার শোকর আদায় করছি সেও তো আপনার নে'মত! তখন আল্লাহ বললেন, দাঊদ, এবারই তুমি আমার শোকর আদায় করলে। অর্থাৎ নে'মতদাতার শোকর আদায়ে তুমি যে অক্ষমতা স্বীকার করছ এটাই তোমার শোকরের স্বীকৃতি'।[৩৬]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র যার কোন একটি নে'মতের শোকর আদায়, আরেকটি নতুন নে'মত ছাড়া সম্ভব নয়। যেই নে'মত দ্বারা পূর্বের নে'মতের শোকর করা যায়।[৩৭]

আসলেও সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি নে'মতের মোকাবেলায় আমাদেরকে প্রতিদান দিতে বাধ্য করেননি; বরং আমাদের এ বিষয়ে ক্ষমা করেছেন এবং আমাদের দুর্বলতার জন্য দয়া করেছেন। তিনি আমাদের অঢেল নে'মত দিয়েছেন। অথচ তার মোকাবেলায় অল্প শোকর কবুল করেছেন। সুলায়মান তায়মী (রহঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ أَنْعَمَ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى قَدْرِهِ، وَكَلَّفَهُمُ الشُّكْرَ عَلَى قَدْرِهِمْ– 'আল্লাহ তার শান অনুযায়ী বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, আর বান্দাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে শোকর আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছেন'।[৩৮]

শোকরের বিধান :

প্রত্যেক মুসলিমের উপর শোকর আদায় করা অন্যতম ফরয কাজ। তার দায়িত্বই হল শোকরকে জানা, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তার নিজের মধ্যে শোকরের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। শোকর ফরয হওয়া প্রসঙ্গে নানা প্রকার দলীল-প্রমাণ রয়েছে। নিচে কিছু প্রমাণ তুলে ধরা হ'ল:

সরাসরি শোকর করার আদেশ :

আল্লাহ তা'আলা বলছেন, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ 'অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৫২)*।

এ আয়াতে সরাসরি এবং সুস্পষ্ট ভাষায় শোকর আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে- আর আদেশ ফরয বা অপরিহার্যতা নির্দেশ করে। আল্লাহ আরো বলেছেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ– '(আল্লাহ বলেন,) আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই' *(লোকমান ৩১/১৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, يَا رَسُولَ اللهِ أَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ فَقَالَ : لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الآخِرَةِ– 'আমরা কোন সম্পদ গ্রহণ করব? তিনি বললেন, তোমাদের যে কেউ যেন, একটি শোকরকারী হৃদয়, একটি যিকরকারী জিহ্বা এবং আখিরাতের কাজে সাহায্যকারী একজন স্ত্রীকে গ্রহণ করে'।[৩৯]

শোকর ত্যাগের নিন্দা :

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ 'যাতে তারা তার ফল থেকে ভক্ষণ করতে পারে। অথচ তাদের হাত এটি তৈরী করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?' *(ইয়াসীন ৩৬/৩৫)*। আল্লামা বায়যাভী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন, أمر بالشكر من حيث أنه إنكار لتركه 'এখানে শোকর বর্জনের নিষেধাজ্ঞা দ্বারা প্রকারান্তরে শোকরের আদেশ দেওয়া হয়েছে'।[৪০]

নবীদের শোকর করতে আদেশ দান :

এমন নয় যে, শোকর করার আদেশ শুধু এই উম্মতকে দেওয়া হয়েছে, বরং আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতকেও শোকর

৩৫. *ইবনুল ক্বাইয়িম, তুরীকুল হিজরাতাইন ১/১৬৮।*
৩৬. *তাফসীর ইবনু কাছীর ২/৭১১।*
৩৭. *ঐ।*
৩৮. *ইবনু আবিদ দুনয়া, আশ-শোকর, পৃঃ ৮।*
৩৯. *ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৬, আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।*
৪০. *তাফসীরে বায়যাভী, পৃঃ ৪৩৩।*

আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা নবীদেরও শোকর করতে আদেশ দিয়েছিলেন বলে কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেছেন, قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ– 'আল্লাহ বললেন, হে মূসা! আমি আমার রিসালাত ও বাক্যালাপের মাধ্যমে তোমাকে লোকদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি। অতএব যা তোমাকে দেই তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও' *(আ'রাফ ৭/১৪৪)*।

ইবাদাতকে শোকরের সাথে যুক্তকরণ :

আল্লাহ তা'আলার বাণী থেকে বুঝা যায় যে, ইবাদত-বন্দেগী শোকরের সাথে জড়িত তথা শোকরের উপর দণ্ডায়মান। সুতরাং যে শোকরকারী সে আল্লাহ্র ইবাদতকারী। আর যে শোকরকারী নয় সে আল্লাহ্র ইবাদতকারী নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর। আর আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই দাসত্ব করে থাক' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*।

সৃষ্টি ও হুকুমের চূড়ান্ত লক্ষ্য আল্লাহ্র শোকর :

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তার সৃষ্টি ও তার আদেশ-নিষেধের চূড়ান্ত লক্ষ্য শোকর। শোকর যে সৃষ্টির চূড়ান্ত লক্ষ্য তা নিম্নের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ– 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করে এনেছেন এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না। আর তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর' *(নাহল ১৬/৭৮)*।

এখানে আল্লাহ বলেছেন, তিনি যে মানবজাতিকে তাদের মায়েদের পেট থেকে বের করেছেন এবং তাদের জন্য চোখ, কান ও হৃৎপিণ্ড সৃষ্টি করেছেন তা এই উদ্দেশ্যে যে, তারা তার শোকর আদায় করবে। আবার হুকুম বা আদেশ-নিষেধেরও চূড়ান্ত লক্ষ্য যে শোকর তা ফুটে উঠেছে নিচের আয়াতে, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ– 'আর আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন বদরের যুদ্ধে। যেদিন তোমরা দুর্বল ছিলে। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হ'তে পার' *(আলে ইমরান ৩/১২৩)*। এখানে মুসলমানরা যাতে শোকর আদায় করতে পারে সেজন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাক্বওয়া অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং শোকর সৃষ্টি ও হুকুমের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তিনি সৃষ্টি করেছেন যাতে তার শোকর আদায় করা হয় এবং তিনি হুকুম দিয়েছেন- যাতে তা প্রতিপালনের মাধ্যমে তার শোকর আদায় করা হয়।

নিন্দা জানাতে কুফর (অস্বীকার ও অকৃতজ্ঞতা) শব্দের ব্যবহার :

কুরআনের বেশ কয়েকটি স্থানে আল্লাহ তা'আলা তার নে'মত অস্বীকার তথা কুফরকে নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ 'তাহ'লে কি তারা মিথ্যার উপর (অর্থাৎ শিরকের উপর) ঈমান আনবে এবং আল্লাহ্র নে'মতকে (অর্থাৎ তাওহীদকে) অস্বীকার করবে?' *(আনকাবূত ২৯/৬৭)*।

উক্ত নিন্দাবাদ থেকে এ কথাই প্রতিফলিত হয় যে, তার বিপরীত কাজ করা অপরিহার্য। আর কুফর বা অকৃতজ্ঞতার বিপরীত তো শোকর বা কৃতজ্ঞতা। এ কথা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শোকর আদায় করা ফরয।

মানুষকে কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ ভাগে বিভাজন :

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এক ভাগ কৃতজ্ঞ, অন্য ভাগ অকৃতজ্ঞ। এখানে তৃতীয় কোন ভাগ নেই। আল্লাহ বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا 'আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হবে কিংবা অকৃতজ্ঞ হবে' *(দাহর ৭৬/৩)*।

আল্লাহ তা'আলা এ বার্তাও দিয়েছেন যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃত্যুতে মানুষ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবে- একদল পশ্চাৎমুখী কাফির এবং অন্যদল শোকরকারী মুমিন যারা আল্লাহ্র ফায়ছালায় খুশী। তিনি ঐসব কাফিরের নিন্দা করেছেন এবং শোকরকারীদের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ 'আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো নন। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল বিগত হয়েছেন। এক্ষণে যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তাহ'লে তোমরা কি পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ যদি কেউ পশ্চাদপসরণ করে, সে আল্লাহ্র কোনই ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ সত্বর তার কৃতজ্ঞ বান্দাদের পুরস্কৃত করবেন' *(আলে ইমরান ৩/১৪৪)*।

উক্ত বিভাজন থেকে শোকরের ফরয হওয়া স্পষ্ট হয়ে গেছে। কেননা অকৃতজ্ঞতা হারাম ও নিষিদ্ধ। আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত এই অকৃতজ্ঞতা। মানুষের জন্য তিনি তা মোটেও পসন্দ করেন না। তিনি বলেছেন, إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ 'যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি তার বান্দাদের অকৃতজ্ঞতায় খুশী হন না। কিন্তু যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তাহ'লে তোমাদের শুকরিয়ার জন্য তিনি তোমাদের উপর খুশী হবেন' *(যুমার ৩৯/৭)*।

(চলবে)

Contents

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

*-মুহাম্মাদ শাহাদত হোসাইন**

ভূমিকা :

নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজনে ও রাত-দিনের পালাক্রমে আগমন ও প্রস্থানে বহু নিদর্শন আছে ঐসব বুদ্ধিমানের জন্য যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (এবং তা লক্ষ্য করে বলে ওঠে) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আপনি অনর্থক কাজ থেকে পবিত্র *(আলে ইমরান ৩/১৯০-১৯১)*।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আসমান-যমীন, আগুন-পানি, মাটি, বাতাস ইত্যাদি ছাড়াও লাখ লাখ মাখলূক। দুনিয়াতে যা কিছু আমরা মানুষের আবিষ্কার বলে মনে করি সেগুলিও মূলতঃ আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি। কারণ তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। তিনি ছাড়া আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। তিনিই কালের স্রষ্টা, কালের সব নবাবিষ্কারও তাঁরই সৃষ্টির সহায়তায় সৃষ্ট। আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا 'তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। সুতরাং বর্তমান বিশ্বে যত সব আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট।

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, মানুষ জগতের যা কিছু দ্বারা উপকার লাভ করে তা সবই আল্লাহ তা'আলার দান। এর প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের নিদর্শন। এতদসত্ত্বেও তার সঙ্গে কুফরী কর্মপন্থা অবলম্বন করা কত বড়ই না অকৃতজ্ঞতা!

এখন প্রযুক্তির যুগ। প্রযুক্তির কল্যাণে গোটা বিশ্বই এখন একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। মুহূর্তের মাঝে এক দেশের খবর চলে আসে অন্য দেশে। হাযার হাযার মাইল দূরে অবস্থানরত মানুষের সাথে কথা বলা যায় অনায়াসে। পৃথিবীর এই তাবৎ আবিষ্কার, প্রযুক্তির এই সব উন্নয়ন সবই ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নে'মত। যার শুকরিয়া আদায় করা প্রতিটি বান্দার জন্য আবশ্যক। কেননা আল্লাহ বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দেয়। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ'লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*।

* *সহকারী প্রকৌশলী, বসুন্ধরা গ্রুপ, মংলা, বাগেরহাট।*

শুকরিয়ার সর্বনিম্ন স্তর হ'ল, আল্লাহ্র নে'মতকে সঠিক স্থানে ও সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং আল্লাহ্র নাফরমানিতে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা।

এমন কোন প্রযুক্তি পণ্য বা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নেই, যেটা ইসলামের খেদমতে ব্যবহারযোগ্য নয়। তবে স্মর্তব্য যে, প্রতিটি জিনিসকে ভালো কাজেও ব্যবহার করা যায়, আবার মন্দ কাজেও ব্যবহার করা যায়। দোষ কিন্তু জিনিসের বা প্রযুক্তির নয়। বরং এখানে ব্যবহারকারী মূলতঃ দায়ী। যেমন টেলিভিশনের মাধ্যমে মন্দ ছবিও দেখ যায়, আবার সারাদিন ইসলামিক অনুষ্ঠানও দেখা যায়। লক্ষণীয় যে, প্রযুক্তিকে আমরা কোন কাজে ব্যবহার করছি সেটাই বিবেচ্য বিষয়। আমরা যদি প্রযুক্তিকে ইসলাম প্রচারের কাজে লাগাই তাহ'লে সব ধরনের প্রযুক্তিই কল্যাণের মাধ্যম হবে। আর যদি এই কথা বলে পিছিয়ে থাকি যে, এগুলো ব্যবহার করা হারাম। তাহ'লে এগুলোর সুফল থেকে জাতি বঞ্চিত হবে। সব নবী-রাসূলই তাদের যামানায় তৎকালীন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন এবং নিজস্ব ধর্মের প্রচার-প্রসার করেছেন। তাঁরা প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করেছেন। আমরাও যদি প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করি তাহ'লে তা হবে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি :

ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ-

'তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। অতঃপর শুক্রবিন্দু হতে, অতঃপর জমাট রক্ত হতে, অতঃপর তোমাদেরকে বের করে দেন শিশুরূপে। অতঃপর তোমরা পৌঁছে যাও যৌবনে। অতঃপর বার্ধক্যে। তোমাদের কারু কারু এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং কেউ কেউ নির্ধারিত আয়ুষ্কাল পর্যন্ত পৌঁছে যাও। যাতে তোমরা অনুধাবন কর।' *(গাফির/মুমিন ৪০/৬৭)*।

এই আয়াতটির মধ্যে যে বিপুল পরিমাণের বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং চিন্তার খোরাক আছে তা যদি বাদও দেই, শুধু আয়াতের সমাপ্তিটি 'যাতে তোমরা অনুধাবন কর' এটুকু লক্ষ্য করি, তাহ'লে দেখতে পাব যে, কিভাবে মানুষ মাত্র একফোঁটা তরল পানি থেকে পূর্ণাঙ্গ শিশু হয়ে বের হয়ে একসময় বড় হয়ে শক্ত-সমর্থ মানুষে পরিণত হয়, তারপর একদিন বৃদ্ধ হয়ে মারা যায়। ঠিক একইভাবে বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করাটাও মানুষ হবার একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ।

এই আয়াতের মমার্থ উপলব্ধি করে, যুগে যুগে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ জ্ঞানের চর্চা করেন এবং সেই মধ্যযুগে জ্ঞানের আলো সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে ইউরোপ ছিল অজপাড়াগাঁ। আর মুসলিম স্পেন ছিল প্রযুক্তির

ব্যবহারে শীর্ষে। মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবক। যেমন রসায়ন, চিকিৎসা, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির উদ্ভাবক ছিলেন মুসলিম বিজ্ঞানীগণই। রসায়ন বিজ্ঞানের জনক জাবির বিন হাইয়ান, চিকিৎসা বিজ্ঞানে আল-রাযী ও ইবনে সীনা, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানে আল-ফারগানী, সমাজবিজ্ঞানে ইবনে খালদূন প্রমুখের নাম জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আকল বা বিচার-বুদ্ধি ও ফিকর বা চিন্তা-চেতনার গুরুত্ব অত্যধিক। এ সম্পর্কে আল-কুরআনের নির্দেশনা এসেছে যে, أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُوْنَ– 'তারা কি তাদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন সত্য সহকারে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য? কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে অবিশ্বাসী' *(রূম ৩০/৮)*।

মানুষ যদি আল্লাহ্র সৃষ্টির এই নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা করে তাহ'লে বুঝতে পারবে যে, গোটা বিশ্ব সৃষ্টি এমনিতেই হয়নি। এর পিছনে এক বিরাট উদ্দেশ্য আছে এবং সবকিছুই একটি চরম পরিণতির দিকে যাচ্ছে। একসময় তাকে আল্লাহ্র সামনে হাযির হয়ে জবাব দিতেই হবে। যা মানুষকে আল্লাহমুখী করে। এজন্যই আল্লাহ কুরআনে ৪৯ বার 'আকল' ও ১৮ বার 'ফিকর' উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখতে সারাবিশ্ব পরিভ্রমণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ– 'বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পরবর্তী সৃষ্টি করবেন' *(আনকাবূত ২৯/২০)*।

বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রধান উপায় হ'ল পড়া। ইসলামের প্রথম নির্দেশ হ'ল 'পড়'। এমনকি সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতেই মানবসৃষ্টির উপাদান 'আলাক্ব'-এর মাঝেই বিজ্ঞানের অনেক মর্ম লুকিয়ে আছে। ইসলাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে কখনই নিরুৎসাহিত করে না। বরং এর সঠিক ও সুন্দর ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। মদীনায় নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবনে এরকম অনেক প্রযুক্তিগত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধে যে পারসিক কৌশল ব্যবহার করা হয় তা ছিল আরবদের কাছে অপ্রচলিত প্রযুক্তি। এমনিভাবে অন্য যুদ্ধগুলোতেও সামরিক দিক দিয়ে অনেক উন্নত রণকৌশলের প্রয়োগ দেখা যায়। ইসলামী সমাজের বিভিন্ন নীতিমালা যে কতটা বিজ্ঞানসম্মত তা আজ সুপ্রমাণিত। মহানবী (ছাঃ)-এর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূলনীতি ছিল সর্বাধুনিক ও সর্বকালীন।

তবে প্রতিটি জিনিসেরই ভালো-খারাপ দিক রয়েছে। মানুষ চাইলে তাকে যে কোন পথে ব্যবহার করতে পারে। প্রযুক্তিও তার ব্যতিক্রম নয়। এটিকে যেমন ইসলামের খেদমতে ব্যবহার করা সম্ভব। তেমনি খারাপ পথেও তা ব্যবহার করা যায়। লক্ষণীয় যে, আমরা প্রযুক্তিকে কোন কাজে ব্যবহার করছি সেটাই বিবেচ্য বিষয়। আমরা যদি প্রযুক্তিকে ইসলাম প্রচারের কাজে লাগাই তাহ'লে সব ধরনের প্রযুক্তিই কল্যাণের মাধ্যম হবে।

প্রযুক্তির অপব্যবহার :

মানবতার কল্যাণে বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে মানুষের জীবনযাপনকে সহজ ও সাবলীল করেছে। ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। তবে বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল, ইসলাম চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে সঠিক ব্যবহার ও এর সুফল আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তির অপব্যবহারে অনেকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে। এর কবল থেকে পরিত্রাণের আশাও অকল্পনীয় বৈ কি। প্রযুক্তির এই নে'মতগুলো আজ আযাবে পরিণত হচ্ছে। এ বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হ'ল।-

মোবাইল : প্রযুক্তির অন্যতম উপাদান হ'ল মোবাইল যা মানুষের মাঝে যোগাযোগের ক্ষেত্রে দূরত্বকে জয় করেছে। কিন্তু মোবাইলের মাধ্যমে এখন কথা বলার চেয়ে অপসংস্কৃতির প্রচার, নগ্নতাকে উসকে দেয়া, ব্লাকমেইলিং, অশ্লীল কার্যকলাপ যেন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে যে স্মার্ট ফোন ব্যক্তিকে স্মার্ট করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারত, তা আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম উপকরণ।

মোবাইল সিম কোম্পানীগুলোর লোভনীয় অফার ও এসবের অপব্যবহার তরুণ সমাজকে ভয়াবহ বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা ভুলেই যাচ্ছে পরকালে এসব কথা ও কাজের হিসাব হবে এবং এসবের রেকর্ড থাকবে। আল্লাহ বলেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ– 'মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে' *(ক্বাফ ৫০/১৮)*।

ফেইসবুক : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো সামাজিক যোগাযোগের চেয়ে নারী-পুরুষের অবৈধ যোগাযোগ, নারী-পুরুষের অর্ধনগ্ন ছবি বা ভিডিও প্রকাশের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। যা আমাদের সামাজিক অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করছে। অথচ অশ্লীলতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ– 'যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(নূর ২৪/১৯)*।

ইন্টারনেট প্রযুক্তি : এটা বিশ্বকে একই নেটওয়ার্কের মধ্যে এনেছে। এটাও অপব্যবহারের শিকার। ফলে এই প্রযুক্তির কুফলও অধিক। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কিশোররাও সহজেই পর্ণোগ্রাফীতে নিমজ্জিত হচ্ছে। এর খারাপ প্রভাব পড়ছে

কিশোরদের মন-মগজে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন অশ্লীল অডিও, ভিডিও প্রচারের ফলে অশ্লীলতার ব্যাপক ছড়াছড়ি হচ্ছে। ফলে নারীর শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, ইভটিজিং, এসিড সন্ত্রাস, হত্যা-গুম ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাই প্রযুক্তির অবদানকে খুব কম মানুষই সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছে। আগে এসব ঈমান বিধ্বংসী বিষয়গুলো বিরল ছিল। কিন্তু ইন্টারনেটের কল্যাণে তা হাতের মুঠোয় এসেছে। কিছুদিন আগের এক জরিপে জানা যায়, বিপুল সংখ্যক স্কুল শিক্ষার্থীরা পর্ণোগ্রাফীর সাথে জড়িত। এছাড়া স্মার্ট ফোনের ওয়াইফাই শেয়ারিং (shareit, anyshare etc.) ও ব্লুটুথের (Bluetooth) মাধ্যমে এক মোবাইল থেকে অন্য মোবাইলে সহজেই তা ছড়িয়ে যাচ্ছে। পরিবারের প্রধানদের যথাযথ মনিটরিং-এর অভাবে এগুলো আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রেডিও : পরিবারের বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে বহু বছর থেকে রেডিও ও টেলিভিশন স্থান দখল করে রেখেছে। মাঝে রেডিওর অবস্থান নড়বড়ে হয়ে গেলেও এফ.এম রেডিও-এর মাধ্যমে এটির গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। বর্তমানে এই মাধ্যমে ইসলামিক কোন কিছুই প্রচার হয় না। এটা অনৈসলামী কার্যকলাপের অন্যতম হাতিয়ার। কোন প্রকার তার বা সেট ছাড়া মোবাইলে চালু করা যায় বলে সমাজে এর প্রভাব অনেক বেশী। এগুলোর মাধ্যমে আমাদের ভাষারও বিকৃতি হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে।

টেলিভিশন : বাড়ীর চারদেয়ালের মধ্যে বিনোদনের মাধ্যম টেলিভিশন আজকাল 'শয়তানের বাক্সে' পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশের মহিলারা এখন জাতীয় ও বিজাতীয় সিরিয়ালে আসক্ত। ফলে অপসংস্কৃতির সয়লাব সর্বত্র পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এসব সিরিয়ালের ফলে নারীরা বিজাতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, পূজা-পার্বণ, ভাষা প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হচ্ছে। পরিবারের নারী সদস্যদের দেখে দেখে শিশুরাও এতে আকর্ষিত হচ্ছে। এই মাধ্যমে ভালো কোন ইসলামিক চ্যানেল না থাকায় এগুলোর প্রভাব আরো বেশী ত্বরান্বিত হচ্ছে। অধুনা খ্যাতিমান দাঈ ডা. যাকির নায়েক পিসটিভি চালু করার মাধ্যমে এটার বিপক্ষে একটি সুস্থ-ধারা প্রচলনের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিছুদিন চলার পর অনৈসলামী শক্তির প্রভাবে সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। এই চ্যানেল ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করছিল।

প্রিন্ট মিডিয়া : পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ক্রোড়পত্র প্রভৃতিতেও ইসলামী কোন কিছু তেমন প্রচার হয় না বললেই চলে। প্রতি সপ্তাহে ছোট কলামে ভিতরের লেখা পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায়। এছাড়া পত্রিকা খুললেই অর্ধনগ্ন নারী-পুরুষের ছবিতে এতটাই পূর্ণ থাকে যে, এখন সংবাদপত্র পড়ার জো নেই। বাজার-ঘাট, রাস্তার আশেপাশে বিলবোর্ডও সাইনবোর্ডেও অনৈসলামিক বিষয়গুলোর প্রাধান্য চোখে পড়ে।

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের গুরুত্ব :

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র। এর অবদানকে যেমন অস্বীকার করা যাবে না, তেমনি এটার অপব্যবহারের কথা বলে এটাকে পরিত্যাগ করারও কোন উপায় নেই। বরং আমাদেরকে এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বস্তুতঃ প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহারই আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে।

সব নবী-রাসূলই তাদের যুগে তৎকালীন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছিলেন এবং মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার বিধান প্রচার-প্রসার করেছেন। উম্মতকে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শিখিয়েছেন। মহান আল্লাহ্‌র বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন। মূসা (আঃ)-এর সময় জাদুর প্রভাব ছিল অধিক। মূসা (আঃ) সে যুগের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ প্রদত্ত মুজেযা ব্যবহার করে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। ফলে অসংখ্য জাদুকর আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছিল। ঈসা (আঃ)-এর সময়ে চিকিৎসাবিদ্যার প্রচলন ছিল বেশী। তিনি তাই আল্লাহ প্রদত্ত চিকিৎসাবিদ্যার ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছেন। মৃতকে আল্লাহ্‌র হুকুমে জীবিত করে দেখানোর মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ করেছেন *(মায়েদাহ ৫/১১০)*।

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ সারা জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এ ধরণীতে এসে মুশরিক, ইহুদী সহ সবাইকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। দাওয়াত দানে তিনি তৎকালীন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন। ছাফা পাহাড়ে উঠে তিনি মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। সে যুগে সাহিত্যের প্রভাব ছিল বেশী। তিনি উচ্চাঙ্গের আরবী সাহিত্যের ব্যবহার করেও মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

একটি দেশ উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার প্রধান চালিকাশক্তি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আবিষ্কারে ও ব্যবহারে অগ্রসরতা। যে জাতি যত বেশী উন্নত সে জাতি তত বেশী শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শী। ইসলাম প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান চর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছে। প্রয়োজনে বিদেশ থেকে প্রযুক্তি শিক্ষালাভ করা যেতে পারে। কিন্তু স্বনির্ভর হওয়ার শক্তি পঙ্গু করে পরজাতির মুখাপেক্ষী থাকা গ্রহণযোগ্য নয়। উন্নয়নের একমাত্র সোপান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্বনির্ভর হওয়া প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য আবশ্যক।

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের উপায় ও মাধ্যম :

বিজ্ঞানের উন্নতির এই যুগে দাওয়াতের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প সময়ে, অল্প কষ্টে অসংখ্য মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া যায়। আধুনিক মাধ্যমগুলোতে ইসলামের ছহীহ আক্বীদার মানুষ কম আসায় এক্ষেত্রে সুযোগ নিচ্ছে বিভিন্ন ভ্রান্ত দল ও গোষ্ঠী। তাদের থেকে তরুণ প্রজন্মকে বাঁচাতে আধুনিক মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে সঠিক ইসলামকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যমকে কিভাবে সঠিক পথে পরিচালনা করা যায় এবং কিভাবে ইসলাম প্রচারে ব্যবহার করা যায় তা নিচে উল্লেখ করা হ'ল।-

টেলিভিশন মিডিয়া : ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার একক হ'ল পরিবার। সেই পরিবারের অন্যতম বিনোদন মাধ্যম হ'ল টেলিভিশন। এ মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের গুরুত্ব অপরিসীম।

এই মাধ্যমের অপব্যবহারগুলো সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার পাশাপাশি একে ইসলাম প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। ইসলামী বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিভিন্ন চ্যানেলে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করতে ইসলামী নেতৃবৃন্দের একজোট হয়ে কাজ করলে তা সহজ হবে।

রেডিও : হাতের কাছে সর্বক্ষণ সহজলভ্য মোবাইলের কল্যাণে অধুনা এই মাধ্যমের ব্যাপ্তি বেড়েছে। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, এটি এমন একটি মাধ্যম যেটাতে ইসলামী কোন চ্যানেল নেই। অথচ অন্যান্য মিডিয়ার তুলনায় এটার খরচ কম হ'লেও এর ব্যাপ্তি বা প্রভাব অনেক বেশী। অত্যন্ত কম খরচে অল্প সীমানায় (range) সম্প্রচার করতে চাইলে কমিউনিটি রেডিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ব্যাপারে মুসলিমদের ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক উদ্যোগই পারে এ মাধ্যম ব্যবহার করে ইসলাম প্রচার করতে।

প্রিন্ট মিডিয়া : সমাজের পরিবর্তনে ও সমাজে ভালো কিছু প্রচলনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ভূমিকা রাখতে পারে প্রিন্ট মিডিয়া। উপমহাদেশের মুসলিম সাংবাদিকতার জনক মওলানা আকরম খাঁ হ'লেও তাঁর উত্তরসূরীরা এই মাধ্যমে প্রায় অনুপস্থিত। এ মাধ্যমে এখন বামপন্থী ও সেক্যুলারদের প্রাধান্য। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখে এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক প্রকাশনা নেই বললেই চলে। এই সুযোগে দেশে বামপন্থী ও সেক্যুলার মতবাদ মানুষের মন-মগজে প্রবেশ করছে। আমাদের মুসলিম শিশুদের মাঝেও এই চিন্তা-ভাবনা প্রবেশ করছে। এর ফলে আমরা শঙ্কিত যে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম মুসলিম থাকবে কি-না! তাই মিডিয়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে ইসলামের কাজে লাগাতে চাই সমন্বিত উদ্যোগ। বিত্তবান মুসলিমদের এগিয়ে আসার পাশাপাশি মেধাবীদেরও এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে ইসলামের কাজে লাগাতে হবে। সেই সাথে শিশুদের ইসলামমুখী করতে শিশুতোষ পত্রিকা প্রকাশ করাতে হবে এবং তা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে।

কম্পিউটার : বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার এমন এক প্রযুক্তির নাম পৃথিবীর সবকিছুতেই যার ছোঁয়া অপরিহার্য। এর অবদান অনস্বীকার্য। পৃথিবীর সব যন্ত্রই বর্তমানে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত তথা কম্পিউটারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্যে পরিচালিত। লেখাপড়া, সাহিত্যচর্চা, সাহিত্য-কলা সবকিছুতেই কম্পিউটার প্রসারিত করেছে তার সাহায্যের হাত। উন্নত বিশ্বে কৃষি, বাণিজ্য, চাকরি থেকে নিয়ে হেন কোন পেশা নেই যাতে কম্পিউটারের সাহায্য নেয়া হয় না। এই মাধ্যমকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অনেক সহজে ও সফলতার সাহায্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। কম্পিউটারের মাধ্যমে আজ কুরআন, হাদীছ, বিভিন্ন ইসলামী রেফারেন্স গ্রন্থ পড়া ও সংরক্ষণ করা, ভিডিও দেখা, অডিও শোনা প্রভৃতি অনেক সহজতর হয়েছে। আগে কুরআনের আয়াত বা হাদীছের ইবারত সংগ্রহ করা অনেক কঠিন ছিল। আজ তা অনেক সহজতর হয়েছে। কুরআন-হাদীছ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সফটওয়্যার রয়েছে। এগুলোতে সহজেই একটি সূরা থেকে অন্য সূরাতে গমন করা যায়। বিভিন্ন আয়াত বের করা যায় বিভিন্ন শব্দ দিয়েও আয়াত বের করা যায়। হাদীছের ক্ষেত্রেও এরকম সফটওয়্যার বিদ্যমান। বাংলা ভাষায়ও কুরআন-হাদীছের অনেক ওয়েব, সফটওয়্যার, অ্যাপ বিদ্যমান। এগুলোর যথাযথ প্রচার ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসা আমাদের কর্তব্য।

কুরআন, হাদীছ ও ইসলামী রেফারেন্স-এর ক্ষেত্রে 'মাকতাবা শামেলা' সফটওয়্যার অসাধারণ। এতে বিভিন্ন বিষয়ের হাযার হাযার গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা মওজুদ রয়েছে। আধুনিক যুগে ইসলামী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এর ব্যবহার জানা আবশ্যক।

ওয়েব মিডিয়া : ওয়েব মিডিয়ায় মুসলমানদের অবস্থান খুব দুর্বল। বিশেষ করে নৈতিকতার চর্চা এখানে খুবই নগণ্য। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যায়, অমুসলিম ও ইহুদীদের সাইট মুসলমানদের সাইটের তুলনায় ১২০০ গুণ বেশী। অশ্লীলতা ও নীল ছবির সয়লাব এত বেশী যে অল্প কিছু মুসলিম সাইটের অবস্থান সে তুলনায় অপ্রতুল। বাংলা ভাষায়ও ইসলামের উপর ওয়েবসাইটের সংখ্যা অতি নগণ্য। যেগুলো রয়েছে তার মানও অনেক কম। অনেক ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট হয় না। ওয়েব মিডিয়ার অন্যতম উপাদান অনলাইন নিউজ-এর ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারাসম্পন্ন পোর্টাল এর অত্যধিক অভাব পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ইসলাম বিষয়ে বিভিন্ন ব্লগ, ওয়েবসাইট প্রভৃতিরও সংখ্যা অনেক কম। এগুলোর প্রচার-প্রসারে আরো অনেক ওয়েবসাইট, ব্লগ গঠনে এগিয়ে আসার পাশাপাশি নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে।

অনলাইন মিডিয়ায় বিভিন্ন বইয়ের পিডিএফ, মোবি, ইপাব প্রভৃতি প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগত বাড়ছে। যেহেতু অনৈসলামী শক্তি বিভিন্ন সময়ে ওয়েবে ইসলাম প্রচারকারী সাইটকে বন্ধ করে দেয়ার অপপ্রয়াস চালায়, সেক্ষেত্রে সবসময় এগুলোর ব্যাকআপ রেখে কাজ করা আবশ্যক। ওয়েবে শুধু আর্টিকেল প্রকাশই নয়, ইসলামী নীতিমালার বিষয়গুলোর উপর অডিও, ভিডিও, প্রেজেন্টেশন প্রভৃতি প্রকাশ ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর উইকিপিডিয়া একটি মুক্ত গ্রন্থাগার। ইসলামী বিষয়ের উপর আর্টিকেলগুলো এই সাইটে সবচেয়ে অবহেলিত। তরুণ সমাজের উচিত এটিকে সমৃদ্ধকরণে এগিয়ে আসা।

ই-মেইল : ই-মেইলের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের কাছে ইসলামের বাণী মুহূর্তেই পৌঁছানো যায়। যত বড় লেখাই হোক না কেন তা লিখে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া যায়। ই-মেইল এ গ্রুপ সৃষ্টি করার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রুপ মেসেজ আদান-প্রদান করা যায়। জিমেইলের ফাইল হোস্টিং সার্ভিস গুগল ড্রাইভের মাধ্যমে ফাইল সংরক্ষণ করা যায়। এমনকি বিভিন্ন ডকুমেন্টকে Ocr করে word ফরম্যাটে রূপ দেয়া যায়।

ফেসবুক সহ অন্যান্য স্যোশাল মিডিয়া : স্যোশাল মিডিয়াগুলো যদিও ওয়েব মিডিয়ার অন্তর্ভুক্ত, তবুও এর গুরুত্ব ও পরিব্যাপ্তি অনেক হওয়ায় তার আলাদা আলোচনা

গুরুত্বের দাবী রাখে। বর্তমানে শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত এ মিডিয়া আসক্ত। এ মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার অনেক সহজ এবং অনেক দ্রুত গতিতে তা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এ মিডিয়ার সঠিক ব্যবহারের উদাহরণ অপব্যবহারের তুলনায় অনেক কম। ফেসবুকে লেখা, ছবি, ভিডিও, নোট (বড় লেখা) প্রকাশ করে দ্বীনে হকের দাওয়াতের কাজ করা যায়। এক্ষেত্রে দাওয়াতের পাশাপাশি অনৈসলামী মতবাদকে খণ্ডনও করা যায়। তবে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সৌজন্য, শালীনতা, মাধুর্যতা বজায় রাখা আবশ্যক। সবসময় বিরোধিতামূলক বা খণ্ডনমূলক প্রচার নয়, বরং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দাওয়াত দেওয়া অনেক বেশী কার্যকর। দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইসলামী মূলনীতি অনুসরণ করে সঠিক তথ্য-প্রমাণসহ আলোচনা দাওয়াতকে বেগবান করবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া যেমন টুইটার, বেশতো, উম্মাহল্যান্ড, লিংকডইন, গুগল প্লাস, ইন্সট্রাগ্রামেও ইসলাম বিষয় লেখা, ছবি পোস্ট করা সময়ের দাবী।

ইউটিউব : মানব মনে দাগ কাটার ক্ষেত্রে দেখা ও শোনার প্রভাব বেশী। এজন্যই মাল্টিমিডিয়ার প্রয়োগ অনেক বেশী প্রয়োজন। ভিডিও প্রকাশ করে তা প্রচার করলে দাওয়াতের প্রসার অনেক বৃদ্ধি পায়। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত, তাফসীর, বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, ইসলামী হামদ, না'ত প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এসব রেকর্ড করে ইউটিউব, ডেইলীমোশন, ভিমিও প্রভৃতি সাইটে আপলোড করে প্রচার করা যেতে পারে। বড় বড় ভিডিওর তুলনায় ছোট ছোট প্রশ্নোত্তর বা ভিডিওর প্রভাব অনেক বেশী। শিশুদের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য অনুমোদনযোগ্য কার্টুনও প্রকাশ করা যেতে পারে। এছাড়া শিশুদের জন্য ছড়া, বিভিন্ন ইসলামী গল্প কথকের মাধ্যমে ভিডিও করে প্রকাশ করলে তা শিশুদের মনোজগতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

মোবাইল : আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক নব আবিষ্কার হ'ল মোবাইল ফোন। ধনী-দরিদ্র, রিক্সাচালক-ভ্যানচালক, নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোর সকলের হাতেই এখন মোবাইল। মোবাইল ফোন যেন আজকাল জীবনের একটি আবশ্যিক অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এটা মানুষের জীবনকে করেছে গতিময়। আগের যামানায় যে কাজে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হ'ত, বর্তমানে তা মুহূর্তের মধ্যেই হয়ে যায়। এদিকে লক্ষ্য করলে মোবাইল অত্যন্ত যরূরী একটি জিনিস। কিন্তু এর অপব্যবহারও কম নয়! মোবাইল এখন শুধু দূর-আলাপনী যন্ত্রই নয়, এটি এখন মিনি কম্পিউটারের রূপ ধারণ করেছে। ফলে এর বহুমুখী ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মোবাইল সঠিকভাবে ব্যবহার করে এটিকে দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা যায়। বিশেষ করে স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে ইসলামের অনেক বিষয় জানা, মেনে চলা সুবিধাজনক।

বর্তমানে অনেক সহজেই কুরআন-হাদীছের বাণীগুলো পড়া ও সার্চ দেয়ার সুযোগ রয়েছে। কুরআন ও হাদীছের এই সংকলনগুলো বাংলায় সহজলভ্য। এখন সহজেই ছালাতের সময়সূচী, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত প্রভৃতি জানা যায়। স্মার্টফোনের মাধ্যমে ইসলামী লেকচার, গান, টিউটোরিয়াল-এর অডিও-ভিডিও শোনা ও দেখা যায়। একটি মাত্র ছোট্ট মেমোরীতে অসংখ্য বক্তব্য ধারণ করা যায়। সেই সাথে অতি সহজেই তা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে প্রচার করা যায়। অ্যান্ড্রয়েড ফোনের অ্যাপগুলোর মাধ্যমে ইসলাম চর্চা অনেক সহজ হয়েছে। ইসলাম বিষয়ক অ্যাপগুলোতে কুরআনের বিভিন্ন অনুবাদ, হাদীছের গ্রন্থ, ফাতাওয়ার কিতাব, ছালাতের সময়সূচী, দৈনন্দিন জীবনের দো'আ, তাফসীর, মাসআলা-মাসায়েল প্রভৃতি বিষয় রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষায় হিসনুল মুসলিম অ্যাপ, হাদীসবিডি অ্যাপ, আই হাদীস, বাংলা কুরআন প্রো প্রভৃতি অন্যতম। এসবের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানার্জন করা সহজ হয়েছে। বিভিন্ন কাজের ফাঁকে, ভ্রমণে ও অবসর সময়ে এক ক্লিকেই এসব পড়া যায়। শুধু পড়াই নয়, অডিও ডাউনলোডের মাধ্যমে বিখ্যাত ক্বারীদের তেলাওয়াত শুনা এখন অনেক সহজ হয়েছে। অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মাধ্যমে পিডিএফ, ইপাব, মোবি প্রভৃতি বিভিন্ন ফরম্যাটের পিডিএফ পড়া যায়। ইসলামের অসংখ্য বিষয়ে বর্তমানে পিডিএফ বিদ্যমান। হাতের কাছেই এসব রয়েছে, অথচ এসব উপকারী বিষয়কে পরিত্যাগ করে আমরা শয়তানী ওয়াসওয়াসায় পড়ে অনৈসলামিক বিষয়ে আগ্রহী হচ্ছি। ইসলামী বিষয়গুলো অন্যের মাঝে প্রচলনের জন্যে আমাদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। এসব ধর্মীয় বই, অডিও, ভিডিও লেকচারগুলো অন্যের মাঝে বিভিন্ন মাধ্যমে (shareit, bluetooth, anyshare) প্রচার করা যায়। এসব সিডি বা ডিভিডিতে কপি করেও প্রচার করা যায়।

নিজেরাও বিভিন্ন দুর্লভ বইগুলো camscanner অ্যাপ দিয়ে মোবাইলের ক্যামেরাকে কাজে লাগিয়ে স্ক্যান করে পিডিএফ আকারে সংরক্ষণ করতে পারি। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের প্রচলন অনেক বেশী। উন্নত বিশ্বে বা আমাদের দেশের বিত্তবানরা আইফোন বা আইপ্যাড ব্যবহার করেন। কিন্তু এই অপারেটিং সিস্টেমে ইসলামিক অ্যাপ-এর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। প্রযুক্তিবিদদের এই মাধ্যমে এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করা প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় ইসলামিক অ্যাপগুলোর অধিকাংশই তৈরী হচ্ছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে। এসব বিষয় সাংগঠনিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হ'লে এর গতিময়তা বৃদ্ধি পাবে। আলেম সমাজের এসব ক্ষুদে উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করার পাশাপাশি সামষ্টিকভাবে কাজ করার উদ্যোগ নিতে হবে। বিত্তবানদেরও এসব উদ্যোক্তাদের আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা নিজের ঈমানী দায়িত্ব মনে করা উচিত। আইফোনে বই পড়ার অন্যতম ফরম্যাট ইপাব (Epub)। এই ফরম্যাটে কোন বাংলা ইসলামী বই নেই। যা দুঃখজনক। এই ফরম্যাট নিয়ে কাজ করার জন্য তরুণ সমাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপন : বর্তমানে সব কিছুর বিজ্ঞাপনেই নারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে। কোন কোন বিজ্ঞাপনে অশ্লীল ছবিও ব্যবহার করা হয়। রাস্তায় বা বাজারে এসব বিলবোর্ডের ব্যবহার আমাদের ইসলামী সংস্কৃতির বিরোধী। এর বিরুদ্ধে আমাদের তেমন

পদক্ষেপ নেই।

এক্ষেত্রে ইসলামী কথা সম্বলিত বিলবোর্ড ভাড়া করে বা নিজের বাসাবাড়ীতে অল্প খরচেই স্থাপন করা যেতে পারে। প্রিন্ট মিডিয়াতেও বিজ্ঞাপন হিসাবে ইসলামী মূলনীতির কথাগুলো প্রকাশ করা যেতে পারে। রাস্তার পাশে বা মোড়ে মোড়ে ইসলামের সুমহান বাণী সম্বলিত বিজ্ঞাপন স্থাপন করলে তা দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখতে পারে। সারাদেশে অসংখ্য মাদরাসা রাস্তার পাশে বিদ্যমান। এগুলোর পাশের রাস্তার দু'পাশে বিভিন্ন ইসলামী বাণীর ব্যানার, বিলবোর্ড স্থাপন করা যেতে পারে। 'মুসলিম ও কুফরীর মাঝে পার্থক্য হ'ল ছালাত',[১] 'একটি আয়াত হ'লেও আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর',[২] 'মুমিনদের মধ্যেই সেই উত্তম যে স্ত্রীর কাছে উত্তম'[৩] প্রভৃতি বাণী সম্বলিত বিলবোর্ড রাস্তায় স্থাপন করা যায়। এছাড়া রাস্তায় রাস্তায় সফরের দো'আ ও সফরকে উৎসাহিত করার আয়াতগুলো বিলবোর্ডে লেখা যেতে পারে। অশ্লীলতার পরিণাম সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীছগুলো উল্লেখ করে বাজারে বিলবোর্ড স্থাপন করা যায়। এছাড়া স্টীকার, লিফলেট প্রভৃতি মসজিদের দেয়ালে, বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে প্রভৃতিতে স্থাপন করে দ্বীনী দাওয়াত প্রচার করা যেতে পারে।

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে আলেমদের ভূমিকা :

তথ্য ও প্রযুক্তি মানুষের জীবন ও তার উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। মানুষের জীবন প্রবাহকে বেগবান করেছে। আর ইসলাম মানুষের জন্য যে কোন কল্যাণকর জিনিসের সঠিক ব্যবহার অনুমোদন করে। তাই তথ্য ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে ইসলামের কোন আপত্তি নেই। তথ্য ও প্রযুক্তির ভুল ব্যবহার হচ্ছে। কোন জিনিসের ভুল ব্যবহার হ'লে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। বরং ভুল ব্যবহার বন্ধ করতে হয়। এক্ষেত্রে আমাদের আলেম সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের দায়িত্ব মানুষকে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শেখানো। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি অর্থাৎ ইন্টারনেট ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে তার জবাব আলেমদের পক্ষ থেকেই আসা উচিত। ইসলামের নামে অসংখ্য নতুন নতুন ফিৎনা, বিভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রচার করার দায়িত্ব আলেম সমাজের উপরই বর্তায়। সাপ্তাহিক জুম'আর খুৎবায় প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে কি করণীয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা যরূরী। প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তি যতটা তৎপর, অধিকতর ঈমানের অধিকারী আলেম সমাজ তার চেয়ে বেশী তৎপর হবেন এটা আমাদের একান্ত কামনা। ইসলামের সঠিক দিক বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরার জন্য ইন্টারনেট, টিভি, ইলেক্ট্রনিক ও অন্যান্য মিডিয়া ব্যবহার করা নাজায়েয বলে ঘোষণা করা 'মাথা ব্যথা হ'লে মাথা কেটে ফেলার' নামান্তর।

প্রযুক্তির সহজ ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে ইসলাম বিরোধীরা অনলাইনে নির্জলা মিথ্যা ছড়িয়ে দিচ্ছে। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতাকে উসকে দিচ্ছে। নাস্তিকতার প্রচার ও ধর্মে অযথা অবিশ্বাস তৈরি করছে। আধুনিক জাহেলিয়াতের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ইসলামের প্রকৃত বার্তা মানুষের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব আলেম সমাজের। মানবজীবনের জন্য অতীব যরূরী আমলগুলো তথ্যসূত্রসহ তুলে ধরার মাধ্যমে ইসলামের বাস্তব অনুশীলনের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা যেতে পারে।

আরবের আলেমরা ফেসবুক ব্যবহার করে ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। লাখ লাখ মানুষ তাদের পেইজে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রবন্ধগুলো পাঠ করছে। এক্ষেত্রে আমাদের আলেমরা ফেসবুককে দাওয়াতের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা পালন করতে পারেন। কুরআনের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলো যে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা প্রচারে আলেমদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের আলেম সমাজেরই দায়িত্ব প্রযুক্তির এই দিকহারা জাহাজের পাল টেনে ধরার। সেই সাথে মানুষকে তার সঠিক ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া। ইসলামের খেদমতে প্রযুক্তিকে কিভাবে আরও শক্তিশালী করা যায় তা নিয়ে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যরূরী। কারণ এখন মানুষ প্রযুক্তিনির্ভর। অফিস-আদালত, বই-পুস্তক, দোকান-পাঠ সবই এখন হাতের মুঠোয়। কিন্তু প্রযুক্তির এই উৎকর্ষতা যেন আমাদের ধ্বংসের কারণ না হয়। আল্লাহ্র এই অমূল্য নে'মতগুলো যাতে তাঁর নাফরমানীতে ব্যবহার না হয়, সে ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এই প্রযুক্তিকে আল্লাহ্র নির্দেশ মত ব্যবহারের উপযোগী করা আলেমদেরই দায়িত্ব।

আল্লাহ বলেন, إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً– 'আমি পৃথিবীর সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে' *(কাহফ ১৮/৭)*।

উপসংহার :

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দাওয়াতের পদ্ধতি এক দিকে যুগোপযোগী ও উন্নতমানের হওয়া দরকার। অন্য দিকে সমকালীন বাতিল শক্তির মোকাবেলা করার মত যোগ্যতা, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগের সক্ষমতাও থাকা প্রয়োজন। সর্বসাধারণের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে উপরোক্ত মাধ্যমগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার। তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতার এই যুগে দাঈ ইলাল্লাহ তথা আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারীদের জন্য তাওহীদের দাওয়াত বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার অপার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কুরআন-সুন্নাহ্র শিক্ষা মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে হবে। ইসলামের অপার সৌন্দর্য সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরতে হবে। জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সর্বত্র পৌঁছে দিতে হবে কুরআনের আলো। আর সে প্রচেষ্টায় সবারই অংশগ্রহণ প্রয়োজন। ইসলামের দাওয়াত বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

১. *মুসলিম হা/৮২; মিশকাত হা/৫৬৯।*
২. *বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮।*
৩. *তিরমিযী হা/৩৮৯৫; মিশকাত হা/৩২৫২, হাদীছ ছহীহ।*

Contents

নফল ছিয়াম সমূহ

-আত-তাহরীক ডেস্ক

নফল ইবাদতের মধ্যে নফল ছিয়াম অতি গুরুত্বপূর্ণ। বছরের বিভিন্ন সময়ে নফল ছিয়াম রাখা যায়। বিভিন্ন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে একেকটির ফযীলতও একেক ধরনের। নিম্নে নফল ছিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

ছিয়ামের ফযীলত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে একটি ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন হ'তে ৭০ বছরের পথ দূরে রাখবেন'।[১] অন্য বর্ণনায় ১০০ বছরের পথ দূরে রাখবেন বলা হয়েছে।[২]

১. শা'বান মাসের ছিয়াম :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের ফরয ছিয়ামের পর শা'বান মাসেই একটানা নফল ছিয়াম পালন করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِىْ شَعْبَانَ-

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে পুরো মাস ছিয়াম রাখতে দেখিনি। আর শা'বান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে এত অধিক ছিয়াম রাখতে দেখিনি'।[৩]

তিনি আরো বলেন, لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَصُوْمُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শা'বান মাসের চেয়ে অধিক ছিয়াম কোন মাসে পালন করতেন না। তিনি পুরো শা'বান মাসই ছিয়াম পালন করতেন'।[৪]

উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ- 'নবী করীম (ছাঃ)-কে শা'বান ও রামাযান ব্যতীত একাধারে দুই মাস ছিয়াম পালন করতে দেখিনি'।[৫]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِىْ شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِىْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُهُ إِلاَّ قَلِيْلاً بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ- 'শা'বান মাসের মত আর কোন মাসে এত অধিক নফল ছিয়াম রাখতে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখিনি। এ মাসের কিছু ব্যতীত বরং পুরো মাসই তিনি ছিয়াম রাখতেন'।[৬]

শা'বান মাসের কয়েকদিন ব্যতীত ছিয়াম পালন করা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ ছিল। উম্মতের জন্য তিনি প্রথম অর্ধাংশ পসন্দ করেছেন। তিনি বলেন, إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَصَوْمَ حَتَّى يَجِئَ رَمَضَانُ. 'শা'বান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে রামাযান না আসা পর্যন্ত আর কোন ছিয়াম নেই'।[৭] তবে কেউ ছিয়াম রাখতে অভ্যস্ত হ'লে সে রাখতে পারে।

২. শাওয়াল মাসের ছিয়াম :

শাওয়াল মাসে ৬টি ছিয়াম রাখা অতি গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ- 'যে রামাযানের ছিয়াম রেখেছে এবং পরে শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম রেখেছে, সে যেন সারা বছর ছিয়াম রাখল'।[৮]

৩. যিলহজ্জ ও আরাফার ছিয়াম :

নফল ছিয়ামের মধ্যে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক ও আরাফার দিনের ছিয়ামের মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। যিলহজ্জের প্রথম দশকের ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِىْ الْعَشْرَ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ، قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَالِكَ بِشَيْءٍ-

'আল্লাহ্র নিকট যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের নেক আমলের চেয়ে অধিক পসন্দনীয় নেক আমল আর নেই। ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? তিনি বললেন, না, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান, মাল নিয়ে বের হয়ে ফিরে আসেনি (তার সৎকাজ এর চেয়েও বেশী মর্যাদাপূর্ণ)'।[৯] আরাফার দিনের ছিয়াম প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّىْ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ. 'আরাফার দিনের ছিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, তিনি এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছর ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন'।[১০]

---

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৫৫, ৪/২৫৩।*
২. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৭, ২৫৬৫।*
৩. *বুখারী, হা/১৯৬৯; নাসাঈ হা/২৩৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৩৮।*
৪. *বুখারী, হা/১৯৭০।*
৫. *তিরমিযী হা/৬৩৬, সনদ ছহীহ।*
৬. *তিরমিযী হা/৬৩৭, সনদ হাসান ছহীহ।*
৭. *ইবনু মাজাহ, হা/১৬৫১, সনদ ছহীহ; তিরমিযী হা/৭৩৮।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৯; তিরমিযী হা/৭৫৯, ইবনু মাজাহ হা/১৭১৫।*
৯. *ইবনু মাজাহ, হা/১৭২৭; তিরমিযী হা/৭৫৭, সনদ ছহীহ।*
১০. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৬; তিরমিযী হা/৭৪৯, সনদ ছহীহ; ইবনু মাজাহ হা/১৭৩০।*

উল্লেখ্য, আরাফার দিনে আরাফায় অবস্থানকারী হাজীগণ ছিয়াম পালন করবেন না। এছাড়া অন্যান্য সকল মুসলমান নফল ছিয়ামের মধ্যে সর্বাধিক নেকী সম্পন্ন এই ছিয়াম পালন করে অশেষ নেকী অর্জনে সচেষ্ট হবেন।

৪. আশূরার ছিয়াম :

আশূরার ছিয়াম তথা মুহাররমের ১০ তারিখের ছিয়ামও অধিক ফযীলতপূর্ণ। ইহুদীরাও এইদিন ছিয়াম পালন করত। ফেরাঊনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ এ ছিয়াম রাখা হয়। কারবালার প্রান্তরে হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতকে কেন্দ্র করে এ ছিয়াম পালন করলে শুধু কষ্ট করাই সার হবে। কারণ তার অর্ধ শতাব্দী পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় এসে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম পালন করতে দেখে এর কারণ জানতে চাইলে তারা বলল, هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوْسَى– 'এই দিন উত্তম দিন। এই দিনে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুদের কবল থেকে মুক্তি দান করেছিলেন, ফলে মূসা (আঃ) এই দিনে ছিয়াম পালন করেছেন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوْسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ 'আমি তোমাদের চেয়ে মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হক্বদার। অতঃপর তিনি এ দিনে ছিয়াম পালন করেন এবং ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন'।[১১]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِىْ شَهْرَ رَمَضَانَ– 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আশূরার ছিয়ামের ন্যায় অন্য কোন ছিয়ামকে এবং এই মাস অর্থাৎ রামাযান মাসের ন্যায় অন্য কোন মাসকে প্রাধান্য দিতে দেখিনি'।[১২]

২য় হিজরী সনে রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয করা হ'লে রাসূল (ছাঃ) এই নির্দেশ শিথিল করে দেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রথমে আশূরার ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। পরে যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয করা হয় তখন আশূরার ছিয়াম ছেড়ে দেয়া হ'ল। যার ইচ্ছা সে পালন করত, যার ইচ্ছা সে ছেড়ে দিত।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُوْدَ وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا– 'তোমরা আশূরার ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের বিপরীত কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন অথবা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'।[১৪]

সুতরাং আশূরার ছিয়াম মুহাররমের ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ তারিখে রাখা যায়। তবে ৯, ১০ তারিখে রাখাই সর্বোত্তম।[১৫]

এ ছিয়ামের ফযীলত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ– 'আশূরার ছিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহ্র নিকটে আশা রাখি যে, উহা বিগত এক বছরের পাপ মোচন করে দিবে'।[১৬]

৫. প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম :

প্রতি মাসে তিনদিন ছিয়াম রাখা রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মিত ও পসন্দনীয় আমল। তিনদিন ছিয়াম রাখার বিনিময়ে পুরো মাস ছিয়াম রাখার সমান নেকী পাওয়া যায়। আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَذَالِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقَ ذَالِكَ فِىْ كِتَابِهِ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا اَلْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ–

'যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখে তা যেন সারা বছর ছিয়াম রাখার সমান। এর সমর্থনে আল্লাহ তাঁর কিতাবে নাযিল করেন, 'যদি কেউ একটি ভাল কাজ করে তার প্রতিদান হ'ল এর দশগুণ' *(আন'আম ৬/১৬০)*। সুতরাং এক দিন দশদিনের সমান।[১৭]

চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে এই ছিয়াম রাখা সুন্নাত। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবূ যার (রাঃ)-কে বলেন, হে আবূ যার! তুমি প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখতে চাইলে তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রাখ'।[১৮]

৬. সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম :

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়ামের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِىْ وَأَنَا صَائِمٌ– 'প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার আমলনামা সমূহ আল্লাহ্র নিকটে পেশ করা হয়। আমি পসন্দ করি যে, ছিয়াম অবস্থায় আমার আমলনামা আল্লাহ্র নিকটে পেশ করা হোক'।[১৯]

৭. দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়াম :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়ামকে সর্বোত্তম বলেছেন। তিনি বলেন, لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَطْرَ الدَّهْرِ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا– 'দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়াম

১১. *বুখারী হা/২০০৪।*
১২. *বুখারী হা/২০০৬।*
১৩. *বুখারী হা/২০০২, ২/৩৭৬ পৃঃ।*
১৪. *বায়হাক্বী ৪/২৮৭ পৃঃ।*
১৫. *আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় (হা.ফা.বা.), পৃঃ ৩, টীকা-৮ দ্রঃ।*
১৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৬, ৪/২৫১।*
১৭. *তিরমিযী হা/৭৬২, ইবনু মাজাহ, হা/১৭০৮, সনদ ছহীহ।*
১৮. *তিরমিযী হা/৭৬১, সনদ হাসান ছহীহ।*
১৯. *তিরমিযী হা/৭৪৭, সনদ ছহীহ।*

সর্বোত্তম। তা হচ্ছে অর্ধেক বছর। (সুতরাং) একদিন ছিয়াম পালন কর ও একদিন ছেড়ে দাও' *(বুখারী হা/১৯৮০)*।

নিষিদ্ধ ছিয়াম :

কিছু কিছু দিনে ছিয়াম পালনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হ'ল-

(১) ছওমে বিছাল (বিরতিহীন ছিয়াম) : ছাওমে বিছাল হচ্ছে ইফতার ও সাহারী গ্রহণ ব্যতীত দিনের পর দিন ছিয়াম পালন করা। এটি নিষিদ্ধ *(বুখারী হা/১৯৬৫)*।

(২) সারা বছরের ছিয়াম : সারা বছর ছিয়াম পালন করা নিষিদ্ধ। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) সারা বছর ছিয়াম পালন করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়ামের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এর চেয়ে উত্তম ছিয়াম আর নেই'।[২০] অন্যত্র এসেছে, مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلاَصَامَ 'যে ব্যক্তি সারা বছর ছিয়াম রাখে, সে মূলতঃ ছিয়ামই রাখে না'।[২১]

(৩) শনিবারের ছিয়াম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের উপর ফরযকৃত ছিয়াম ব্যতীত কেউ যেন শনিবারে ছিয়াম না রাখে। আঙ্গুরের লতার বাকল বা গাছের ডাল ছাড়া অন্য কিছু যদি না পায় তবে সে যেন (ভঙ্গ করার জন্য) তাই চিবিয়ে নেয়।[২২]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, ومعنى كَرَاهَته فِيْ هَذَا أَنْ يَّخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْت بِصِيَامٍ، لِأَنَّ اليَهُوْدَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْت– 'এই ছিয়াম মাকরূহ হওয়ার কারণ হচ্ছে, কেবল শনিবারকে (নফল) ছিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করা। কারণ ইহুদীরা শনিবারকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকে' *(ঐ, পৃঃ ১৮৪)*।

(৪) শুক্রবারের ছিয়াম : জুয়াইরিয়া (রাঃ) বলেন, তিনি ছিয়ামরত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি গতকাল ছিয়াম পালন করেছিলে? তিনি বললেন, না। আবার জিজ্ঞেস করলেন, আগামী দিন কি ছিয়াম পালনের ইচ্ছা রাখ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে ছিয়াম ভেঙ্গে ফেল'।[২৩] বৃহস্পতিবার অথবা শনিবার ছিয়াম রাখার নিয়ত না থাকলে শুধু শুক্রবার ছিয়াম রাখতে রাসূল (ছাঃ) অত্র হাদীছে নিষেধ করেছেন।

(৫) দুই ঈদের দিনের ছিয়াম : ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এই দুই দিন ছিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। (ঈদুল ফিতরের দিন) যেদিন তোমরা ছিয়াম ছাড়। আরেকদিন, যেদিন তোমরা কুরবানীর গোশত খাও। অর্থাৎ ঈদুল আযহার দিন *(বুখারী, হা/১৯৯০, ১৯৯১, ১৯৯৩, ১৯৯৫)*।

(৬) আইয়ামে তাশরীক-এর ছিয়াম : যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখকে আইয়্যামে তাশরীক বলা হয়। ঈদুল আযহার দিনের পরের এই দিনগুলোতে আরবরা গোশত শুকাত বলে এই দিনগুলোকে আইয়্যামে তাশরীক বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আইয়ামে তাশরীক হ'ল পানাহার ও আল্লাহ্র যিকরের দিন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫২)*।

নফল ছিয়ামের নিয়ত, নফল ছিয়াম ভাঙ্গা ও তার ক্বাযা :

'নিয়ত' অর্থ সংকল্প। যা মুখে উচ্চারণ করতে হয় না। মনে মনে সংকল্প করাই যথেষ্ট। নফল ছিয়ামের নিয়ত সাহারীর পূর্বে করা শর্ত নয়। পরেও নিয়ত করা যায়। কোন ওযর ব্যতীত নফল ছিয়াম ভাঙ্গা যায়। পরে তার কোন কাযা করারও আবশ্যকতা নেই *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৭৬)*।

পরিশেষে নফল ইবাদত আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম। তাই বেশী বেশী নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা আমাদের জন্য যরূরী। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে নফল ইবাদত করার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

জমিসহ বাড়ী বিক্রয়

১। ঢাকার বাসাবোতে (কালিবাড়ী সংলগ্ন) ৫ তলা ফাউণ্ডেশন বিশিষ্ট ভবনের তৃতীয় তলা সম্পূর্ণ ও চতুর্থ তলার কলাম পর্যন্ত নির্মিত অবস্থায় চার কাঠা জমির উপর চার ফ্ল্যাট বিশিষ্ট একটি বাড়ী বিক্রয় হবে।

২। ঢাকা সাভারে আশুলিয়া থানার কুমকুমারী বাজার সংলগ্ন ১১ শতাংশ জায়গায় টিনশেড ১৩টি ঘর ও ২টি দোকান সহ জায়গাটি বিক্রয় হবে। মূল্য আলোচনা সাপেক্ষ।

প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন-
০১৮৪২-০১২৩০৭

মূর্তি পুনঃস্থাপন নয়, চিরতরে সরিয়ে দিন!

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ঢাকার সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে স্থাপিত মূর্তি অপসারণের পর অন্যত্র পুনঃস্থাপনের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, দেশের ইসলামী জনতার দাবীর প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের সামনে থেকে দেবী মূর্তি হটিয়ে তাকে পুনরায় রামাযানের প্রথম রাতে পার্শ্ববর্তী অ্যানেক্স ভবনে পুনঃস্থাপন তাওহীদ বিশ্বাসের সাথে বিদ্রূপ করার শামিল। এটি কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব অনতিবিলম্বে ভাস্কর্যের নামে উক্ত দেবী মূর্তি সহ ঢাকার রাস্তা সমূহ হ'তে সকল মূর্তি হটিয়ে দিন।

তিনি বলেন, আমরা সরকারের এই দ্বৈত ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অনতিবিলম্বে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আহ্বান জানাচ্ছি *(দৈনিক ইনকিলাব, ১লা জুন ২০১৭, ৪র্থ পৃষ্ঠা ৮ম কলামে প্রকাশিত)*।

২০. *বুখারী হা/১৯৭৬*।
২১. *নাসাঈ হা/২৩৭৩*।
২২. *তিরমিযী হা/৭৪৪, সনদ ছহীহ*।
২৩. *বুখারী, হা/১৯৮৬*।

মানব জীবনে সূদের ক্ষতিকর প্রভাব

*আবু আব্দুল্লাহ**

ভূমিকা :

ইসলামে সূদ হারাম। কুরআন ও হাদীছ দ্বারা এটা প্রমাণিত। এই বিষয়টি জানার পরেও মানুষ সূদ খায়। সূদী লেনদেন করে। দুনিয়া ও আখিরাতে এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এ সম্পর্কেই আলোচ্য নিবন্ধে আলোচনা করা হ'ল।-

সূদের পরিচয় ও প্রকার :

'রিবা' অর্থ সূদ। 'রিবা' শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত, বর্ধিত। মূলধনের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাকে সূদ বলে। মোটকথা বাকীতে কিংবা নগদে সমজাতীয় পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে মূল পণ্যের অতিরিক্ত যা কিছু গ্রহণ করা হয়, তাকে ইসলামী শরী'আতে সূদ বলা হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيْهِ سَوَاءٌ– 'স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ, রৌপ্যের বদলে রৌপ্য, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর, লবণের বদলে লবণ সমান সমান হাতে হাতে নিবে। অতঃপর যে ব্যক্তি তাতে বেশী দিল বা বেশী চাইল, সে সূদে পতিত হ'ল। গ্রহীতা ও দাতা উভয়ে সমান'।[১]

সূদ দুই প্রকার। যথা- রিবা আল-ফাযল ও রিবা আন-নাসীআহ। নগদে বেশী নিলে সেটা হবে রিবা আল-ফাযল। আর বাকীতে বেশী নিলে সেটা হবে রিবা আন-নাসীআহ। দু'টিই সূদ এবং দু'টিই নিষিদ্ধ। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلرِّبَا فِى النَّسِيْئَةِ 'সূদ হ'ল বাকীতে'।[২] তবে নগদে হ'লে সেটা সূদ হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন,لاَ رِبًا فِيْمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ 'হাতে হাতে নগদ লেনদেনে কোন সূদ নেই'।[৩] আবার বিনিময়ের ক্ষেত্রে পণ্যের ভিন্নতা থাকলেও সেটা সূদ হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. 'যখন দ্রব্য ভিন্ন হবে, তখন তোমরা যেভাবে খুশী ক্রয়-বিক্রয় কর, যখন তা হাতে হাতে নগদে হবে'।[৪]

একই জাতীয় পণ্য বিনিময়ে কম-বেশী যেহেতু বৈধ নয়, সেহেতু কেউ নিজের কাছে থাকা নিম্ন মানের জিনিস পরিবর্তন করে উন্নত মানের জিনিস নিতে চাইলে কি করবে এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বার এলাকায় এক ব্যক্তিকে চাকুরী দিলেন। ঐ ব্যক্তি সেখান থেকে বেশ ভালো খেজুর নিয়ে আসল। রাসূল (ছাঃ) তা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, খায়বারের সব খেজুরই কি এমন ভালো হয়? ঐ ব্যক্তি বলল, জি না, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা এক ছা' এরূপ খেজুর দুই ছা' (খারাপ) খেজুরের বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকি। অথবা ভালো দুই ছা' খারাপ তিন ছা'র বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকি। এ কথা শুনে তিনি বললেন, এভাবে বিনিময় করো না। বরং খারাপ খেজুর (দুই বা তিন ছা') মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে ঐ মুদ্রা দিয়ে ভালো খেজুর কিনে নাও'।[৫]

সূদ হারাম হওয়ার দলীল :

ইসলামী শরী'আতে সূদ সম্পূর্ণরূপে হারাম। কুরআন ও হাদীছে এ সম্পর্কেও বিভিন্ন দলীল উপস্থাপিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সূদ খেয়ো না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তাতে তোমরা অবশ্যই সফলকাম হবে' *(আলে ইমরান ৩/১৩০)*। তিনি আরো বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ– 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের পাওনা যা বাকী রয়েছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যিকারের মুমিন হয়ে থাক' *(বাক্বারাহ ২/২৭৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, دِرْهَمُ رِبا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً 'সূদের একটি মাত্র দিরহাম যদি কেউ জেনেশুনে ভক্ষণ করে তাহ'লে তা হবে ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চাইতেও জঘন্য'।[৬] তিনি আরো বলেন, اَلرِّبَا سَبْعُوْنَ حُوْبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ 'সূদের পাপের ৭০টি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হচ্ছে কোন ব্যক্তির নিজ মাতাকে বিবাহ করা'।[৭] অর্থাৎ তার সাথে ব্যভিচার করা।

সূদের নাম পরিবর্তন করে মুনাফা, Interest প্রভৃতি যাই রাখা হোক না কেন সেটা জায়েয হয়ে যাবে না। অনুরূপভাবে সূদ গ্রহণের পদ্ধতি পরিবর্তন করলেও তা বৈধ হয়ে যাবে না। বরং সূদ যেটা, সেটা সূদই থাকবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রচলিত সূদী প্রথার অধিকাংশই জাহেলী যুগে চালু ছিল।

ইহুদীরা সূদ ও হারাম ভক্ষণের কারণে অভিশপ্ত *(নিসা ৪/১৬১; মায়েদাহ ৫/৬২)*। আর তারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ করত। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের অধিকারী ইহুদীরা সূদ খাওয়ার বিভিন্ন কৌশল ও পন্থা অবলম্বন করত। এ বিষয়ে তারা দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিল। যেমন বর্তমানেও সূদী অর্থ ব্যবস্থা ইহুদীদের মাধ্যমে সর্বত্র বিরাজিত। সূদের যত পথ ও পন্থা আছে এগুলো তাদের উদ্ভাবিত। পৃথিবীর অর্থ ব্যবস্থা তাদের হাতের মুঠোয়। মুসলিম দেশগুলোকেও তাদের ষড়যন্ত্রের জালে আটকে ফেলার ও কবযায় ফেলার চেষ্টায় তৎপর।

---

* *নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. মুসলিম হা/১৫৮৪, মিশকাত হা/২৮০৯।
২. মুসলিম হা/১৫৯৬; মিশকাত হা/২৮২৪, 'সূদ' অনুচ্ছেদ।
৩. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৮২৪।
৪. মুসলিম হা/১৫৮৭।
৫. মুসলিম হা/১৫৯৪, 'সমপরিমাণ খাদ্য বিনিময় সংক্রান্ত' অধ্যায়।
৬. বুখারী হা/২৭৬৬;মুসলিম হা/৮৯।
৭. ইবনু মাজাহ হা/২২৭৪; মিশকাত হা/২৮২৬, ছহীহুল জামে' হা/৩৫৪১।

জাহেলী যুগে সূদের প্রকৃতি :

জাহেলী যুগে আরবের লোকেরা বিভিন্নভাবে সূদ খেত। তাদের সূদ খাওয়ার পদ্ধতি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. ঋণের উপরে সূদ : কোন লোক অন্যের নিকটে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণ দিয়ে মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে গ্রহীতা জিনিস ফেরৎ দিতে না পারলে দাতা মেয়াদ বৃদ্ধি করে দিয়ে অতিরিক্ত আদায় করত। কখনও গ্রহীতা বলতো যে, তুমি মেয়াদ বাড়িয়ে দাও আমি তোমাকে মূলের চেয়ে বেশী দিব।

২. করযে হাসানার উপরে সূদ : কেউ অপরকে এ শর্তে করয দিত যে, মেয়াদ বৃদ্ধি পেলে বেশী দিতে হবে। যেমন একমাস পর ১০ টাকা এবং দুই মাস পরে ১৫ টাকা বেশী দিতে হবে। আর মূলধন ঠিকই থাকবে। সূদের উপরোক্ত উভয় পদ্ধতি 'রিয়া নাসীআহ' নামে খ্যাত। যার ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বাকীতেই সূদ'।[৮]

৩. রিবা আল-ফাযল : একই বস্তুর বিনিময়ে বেশী গ্রহণ করাকে 'রিবা আল-ফযল' বা অধিক গ্রহণের সূদ বলা হয়। যা নিম্নের হাদীছে স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ– 'স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় বস্তু সমান সমান ও হাতে হাতে হ'তে হবে। অবশ্য যখন উভয় শ্রেণী বা জাত বিভিন্ন হবে তখন তোমরা তা যেভাবে (কম-বেশী করে) ইচ্ছা বিক্রয় কর। তবে শর্ত হ'ল, তা যেন হাতে হাতে নগদে হয়'।[৯]

জাহেলী যুগে যেমন সূদের প্রসার ঘটেছিল বর্তমানেও তেমনি সূদ ব্যপকতা লাভ করেছে। এর ভয়াবহতা থেকে জাতিকে সতর্ক করা যরূরী।

মানবজীবনে সূদের ক্ষতিকর দিক সমূহ :

সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য সূদ একটি মারাত্মক অভিশাপ। সূদের কারণে পারস্পরিক সহানুভূতি দূর হয়ে জন্ম নেয় সীমাহীন অর্থলিপ্সা ও স্বার্থপরতা। অতিরিক্ত লোভ-লালসার কারণে সূদী কারবারীরা মানুষের জান-মাল ও ইয্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। সূদের কারণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ জনগণ। সূদের ইহকালীন ক্ষতি যেমন রয়েছে তেমনি পরকালীন ক্ষতিও রয়েছে। সুতরাং সূদের ক্ষতিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- পার্থিব জীবনের ক্ষতি ও পরকালীন জীবনের ক্ষতি।

পার্থিব জীবনের ক্ষতি :

১. দুনিয়াবী জীবনে নিঃস্বতা : সূদের মাধ্যমে বাহ্যত প্রবৃদ্ধি দেখা গেলেও তার পরিণাম নিঃস্বতা। আল্লাহ বলেন, يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ 'আল্লাহ সূদকে সংকুচিত করেন ও ছাদাক্বাকে প্রবৃদ্ধি দান করেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلَى قُلٍّ 'সূদ যতই বৃদ্ধি পাক, এর পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা'।[১০]

২. সূদী লেনদেনে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী : সূদ খেতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন। তারপরেও সূদ খেলে তা হবে তাঁদের অবাধ্যতা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতার শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ– 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমাসমূহ লংঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(নিসা ৪/১৪)*।

৩. সূদ খাওয়া আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধের শামিল : সূদ খাওয়াকে আল্লাহ তাঁর বিরুদ্ধে ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শামিল বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ، فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের বাকী পাওনা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও'। 'কিন্তু যদি তোমরা তা না কর, তাহ'লে তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর। অতঃপর যদি তোমরা তওবা কর, তাহ'লে তোমরা (সূদ ব্যতীত) কেবল আসলটুকু পাবে। তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৮-৭৯)*।

৪. সূদ খাওয়া অভিশাপের কারণ : সূদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের উপরে রাসূল (ছাঃ) অভিশাপ করেছেন। জাবের (রাঃ) বলেন, لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ ভক্ষণকারী, সূদদাতা, সূদের লেখক ও সাক্ষীদ্বয়কে অভিসম্পাত করেছেন'।[১১]

৫. সূদ খাওয়া ধ্বংস ও বিনাশ হওয়ার কারণ : হাদীছে বর্ণিত ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলির অন্যতম হচ্ছে সূদ খাওয়া। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ. قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ 'সাতটি

৮. *মুসলিম হা/১৫৯৬; মিশকাত হা/২৮২৪, 'সূদ' অনুচ্ছেদ।*
৯. *মুসলিম হা/৪১৪৭; মিশকাত হা/২৮০৮।*
১০. *আহমাদ হা/৩৭৫৪, ইবনু মাজাহ হা/২২৭৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৫১৮; মিশকাত হা/২৮২৭।*
১১ *মুসলিম হা/ ৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩।*

ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন, (১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা (২) যাদু (৩) আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরী'আত সম্মত কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা (৪) সূদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল স্বভাবা সতী-সাধ্বী মুমিনাদের অপবাদ দেয়া'।[১২]

পরকালীন জীবনের ক্ষতি :

১. সূদ আল্লাহ্র আযাবকে অবধারিত করে : সূদ খেলে আল্লাহ্র আযাব বা শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ 'যখন কোন জনপদে ব্যভিচার ও সূদ ব্যাপকতা লাভ করে তখন সেখানকার বাসিন্দারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্র আযাব বৈধ (অবধারিত) করে নেয়'।[১৩]

২. কবরে আযাব হবে : বারযাখী জীবনে বা কবরে সূদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া হবে, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। রাসূল (ছাঃ)-কে ফেরেশতাদ্বয় বললেন, 'আর ঐ ব্যক্তি যাকে (রক্তের) নহরে দেখেছেন, সে হ'ল সুদখোর'।[১৪]

৩. সূদখোর ব্যক্তি কিয়ামতের দিন শয়তানের আছর করা রোগীর ন্যায় দাঁড়াবে : আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ– 'যারা সূদ খায় তারা (ক্বিয়ামতের দিন) শয়তানের স্পর্শে আবিষ্ট রোগীর মত দণ্ডায়মান হবে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, ব্যবসা তো সূদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন। অতএব যার নিকট তার পালনকর্তার পক্ষ হ'তে উপদেশ পৌঁছে যায়, অতঃপর সে বিরত হয়, তার জন্য রয়েছে ক্ষমা, যা সে পূর্বে করেছে। আর তার (তওবা কবুলের) বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি পুনরায় (সূদী কাজে) ফিরে আসবে, সে হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

৪. সূদখোরের ইবাদত কবুল হয় না : ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য উপার্জন হালাল হওয়া যরূরী। সূদখোরের উপার্জন যেহেতু হালাল নয়, তাই তার ইবাদতও কবুল হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا 'আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত কিছু কুবুল করেন না'।[১৫]

১২. *বুখারী হা/৫৭৬৪, ৬৮৫৭; মুসলিম হা/৮৯; মিশকাত হা/৫২।*
১৩. *হাকেম হা/২২৬১; ত্বাবারাণী হা/৪৬০; ছহীহুল জামে' হা/৬৭৯।*
১৪. *বুখারী, হা/১৩৮৬, ১০৭৫।*
১৫. *মুসলিম হা/১০১৫; তিরমিযী হা/২৯৮৯; মিশকাত হা/২৭৬০।*

৪. সূদখোরের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম : সূদখোর পরকালীন জীবনে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّهُ لاَ يَرْبُوْ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ 'অবৈধ খাদ্যে যে গোশত বৃদ্ধি পায় জাহান্নামই তার জন্য উত্তম বাসস্থান'।[১৬]

উপসংহার :

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, সূদের পার্থিব ও পরকালীন ক্ষতি থেকে সর্বতোভাবে বেঁচে থাকতে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এজন্য আল্লাহ্র কাছেও দো'আ করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সূদ খাওয়া থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন- আমীন!

১৬. *তিরমিযী হা/৬১৪, সনদ হাসান।*

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

অদ্য ১২.০৬.২০১৭ইং সোমবার দৈনিক প্রথম আলো, কালের কণ্ঠ ও যুগান্তর সহ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে 'জঙ্গি অর্থায়নের অভিযোগে গার্মেন্টস মালিক গ্রেপ্তার' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের একটি অংশে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। যেখানে র‍্যাব-এর আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক মুফতি মাহমুদ খানের উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে যে, 'ইমরান আহমেদ তার অফিস, গার্মেন্ট, ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে ডা. আসাদুল্লাহ গালিব, জসিম উদ্দিন রাহমানি, জুনুন সিকদার ও আইএস লোগো সংবলিত জঙ্গিবাদী বই সংরক্ষণ করেন। এসব বই থেকে উগ্র মতাদর্শ প্রচার করতেন তিনি'।

এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হ'ল, প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এ দেশের শান্তিপ্রিয় দ্বীনী সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর এবং দেশের একজন প্রথিতযশা আলেম। তিনি কুরআন, হাদীছ, তাফসীর, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর কোন লেখনীর সাথে জঙ্গীবাদের ন্যূনতম কোন সম্পর্ক নেই। বরং জঙ্গীতৎপরতার বিরুদ্ধে তাঁর দলীলভিত্তিক ও যুক্তিপূর্ণ বই ***ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, জিহাদ ও ক্বিতাল, চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব*** প্রভৃতি বই জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এসব বই স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি, পুলিশ মহাপরিদর্শক ও মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট সরাসরি পৌঁছানো হয়েছে।

এক্ষণে তাঁর এসব জঙ্গী বিরোধী বই বিপথগামী কারু নিকটে পাওয়া গেলে কোন রকম বাছ-বিচার ছাড়াই তাকে জঙ্গী বই বলে আখ্যায়িত করা নিতান্তই অন্যায়। এভাবে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে লেখা বইকে জঙ্গীবাদের পক্ষের বই বলে ঢালাওভাবে প্রচারের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে প্রশাসনকে আরো দায়িত্বসচেতনতার পরিচয় দিয়ে সঠিক তথ্য উপস্থাপনের অনুরোধ জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য যে, জঙ্গীরা এইসব বই রাখে প্রতিবাদ করার জন্য। যেমন ইতিমধ্যে তারা **'যুগে যুগে শয়তানের হামলা'** নামে ২২৪ পৃষ্ঠার বই লিখে প্রচার করছে মূলতঃ প্রফেসর মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর জঙ্গীবাদ বিরোধী কিছু বইয়ের প্রতিবাদে। অতএব বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের প্রতি আবেদন রইল।

খলীফা হারূনুর রশীদের নিকটে প্রেরিত ইমাম মালেক (রহঃ)-এর ঐতিহাসিক চিঠি

*অনুবাদ : ইহসান ইলাহী যহীর**

সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য, ছালাত ও সালাম বর্ষিত হৌক সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীবৃন্দের উপর।

পর সমাচার এই যে, আমি আপনার নিকট এমন একটি পত্র লিখছি, যাতে হেদায়াত বা উপদেশমূলক তেমন কোন কথা লিখতে পারিনি। তাই এর দ্বারা আপনি মনে করবেন না যে, একমাত্র এতেই হেদায়াত রয়েছে।

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য, যেহেতু এটা রাসূল (ছাঃ) থেকে অনুসৃত শিষ্টাচার স্বরূপ। সুতরাং এ পত্রটিকে আপনি আপনার জ্ঞান দ্বারা অনুধাবন করবেন, বারবার এটি পাঠ করবেন এবং এর প্রতি মনোযোগী হবেন। অতঃপর হৃদয় দিয়ে তা অনুধাবন করবেন। আর এ পত্রটি পাঠ করার সময় আপনি যেন অমনোযোগী না হন। কেননা এতে আছে দুনিয়াবী কল্যাণ ও পরকালে আল্লাহ্র উত্তম প্রতিদান। মহান আল্লাহ্র নিকট আমার ও আপনার জন্য তাওফীক কামনা করছি।

আপনি আপনার নফসকে মৃত্যুর যন্ত্রণা ও তার বিপদাপদের কথা স্মরণ করিয়ে দিন। আর স্মরণ করুন সেদিনের কথা, মৃত্যুর পর যেদিন আপনি আপনার প্রভুর সম্মুখে হাশরের ময়দানে দণ্ডায়মান হবেন। অতঃপর হিসাব নেয়া হবে এবং হিসাব-নিকাশের পর আপনার চিরস্থায়ী ঠিকানা নির্ধারিত হবে। যে কাজের মাধ্যমে ঐ দিনের দুর্বিষহ অবস্থা আপনার জন্য সহজ হবে তার জন্য আপনি প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আপনি যদি আল্লাহ্র লা'নতপ্রাপ্তদেরকে এবং তাদের প্রতি আপতিত আযাবের ভয়াবহতা, তাদের প্রতি আল্লাহ্র কঠিন প্রতিশোধ দেখতেন এবং কুৎসিত চেহারা, দীর্ঘ চিন্তা ও জাহান্নামের নিম্নস্তরে উপুড় হয়ে তাদের ওলটপালট সহ জাহান্নামে তাদের আর্তচিৎকার ও হাহাকার যদি আপনি শুনতেন তাহ'লে পরকালের ভয়াবহতা সম্পর্কে বুঝতে পারতেন। সেদিন তারা কোনকিছু শুনতে পাবে না এবং দেখতেও পাবে না। তারা শুধু আফসোস ও ধ্বংস কামনা করবে। ঐসকল দুঃখ-কষ্টের চেয়ে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় কষ্টকর বিষয় হ'ল, মহান আল্লাহ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন। তাদের সকল আশা-আকাংখা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। দীর্ঘ দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তার পর আল্লাহ তাদেরকে এই কথার মাধ্যমে জওয়াব দিবেন যে, قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ 'আল্লাহ বলবেন, এখানেই তোমরা ধিকৃত অবস্থায় পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না' *(মুমিনূন ২৩/১০৮)*।

দুনিয়ার এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নেই যার মাধ্যমে আপনি জাহান্নামের শাস্তি ও তার ভয়াবহতা থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তা চাইবেন না। যদি দুনিয়ার সকল মানুষের যাবতীয় ধন-সম্পদকে আপনার নাজাতের জন্য পেশ করেন তবে তা নিতান্তই তুচ্ছ বলে গণ্য হবে।

যদি আপনি আল্লাহ্র আনুগত্যকারী ব্যক্তিদের ও তাদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ, আল্লাহ্র নৈকট্যের সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকট তাদের মর্যাদা, উজ্জ্বল নূরানী চেহারা ও দেহ, স্থায়ী নে'মতের কারণে তাদের আনন্দ, আল্লাহ্র নিকট তাদের ভাল অবস্থান ও তাদের প্রতি আল্লাহ্র সুদৃষ্টি যদি আপনি দেখতেন, তাহ'লে দুনিয়ার বিষয়গুলো আপনার কাছে ছোট মনে হ'ত। অবশ্যই আপনার দৃষ্টিতে ঐ বড় বিষয়টিও নগণ্য মনে হ'ত, যে বড় বিষয়ের বিনিময়ে আল্লাহ্র নিকটে আপনি ছোট বিষয় কামনা করছেন। আর অবশ্যই আপনার দৃষ্টিতে ঐ বড় বিষয়টিও ছোট মনে হ'ত, যে বড় বিষয়ের বিনিময়ে দুনিয়াতে আপনি ছোট কিছু কামনা করছেন। অতএব বিভ্রান্ত না হয়ে আপনার প্রবৃত্তিকে সতর্ক করুন এবং বিপদ আসার পূর্বেই আপনি আন্তরিকভাবে তৎপর হৌন। তাহ'লে মৃত্যুকালীন যে বিপদ আসবে তাকে আপনি ভয় পাবেন না। আপনি আপনার প্রবৃত্তির সাথে ধীর-স্থিরভাবে বিতর্ক করুন, তাহ'লে আল্লাহ্র রহমতে আপনার নফসের জন্য যা উপকারী তা করতে বা যা ক্ষতিকর তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবেন। মহান আল্লাহ্র হিসাব গ্রহণের পূর্বেই কুচক্রসমূহকে আপনার আত্মা থেকে বিরত রাখুন, নতুবা আপনি তার থেকে অপসন্দনীয় বিষয় সমূহ প্রতিরোধ করতে এবং উপকারী কাজ করতে সক্ষম হবেন না। আর তখন আপনি আপনার নফসের জন্য কোন দলীল ও ওযর পেশ করতে পারবেন না। ফলে তার ক্ষতিকারিতা আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।

আপনার ইবাদতের জন্য দিন ও রাতের একটি অংশ নির্ধারণ করুন। আপনি দিন-রাতে ১২ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবেন এবং প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা সহ আপনার পসন্দ অনুযায়ী কুরআন তেলাওয়াত করবেন। ইচ্ছা করলে এগুলো এক সালামে আদায় করতে পারেন, অথবা পৃথক সালামে ছালাতগুলো আদায় করবেন। কেননা আমার নিকট রাসূল (ছাঃ) এর হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, مَنْ صَلَّى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِىَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ– 'যে ব্যক্তি দিনে-রাতে ১২ রাক'আত (নফল) ছালাত আদায় করবে, মহান আল্লাহ জান্নাতে এর বিনিময়ে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করবেন'।[১] আপনি রাত্রি বেলায় কুরআনের কিছু অংশ দ্বারা ৮ রাক'আত তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করবেন। প্রতি রাক'আতে এর হকগুলো আদায় করবেন। রুকূ-সিজদার হক আদায়ের জন্য যা যা প্রয়োজন, তা যথাযথভাবে আদায় করবেন। রাতের ছালাত অবশ্যই দুই দুই রাক'আত করে আদায় করবেন। কেননা আমার নিকট নবী (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, নিশ্চয় তিনি রাতে ৮ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। এছাড়া ৩ রাক'আত বিতর ছালাত আদায় করতেন। প্রত্যেক ২ রাক'আত পর তিনি সালাম ফিরাতেন'।[২]

* এম.এ (অধ্যয়নরত), আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. *মুসলিম হা/৭২৮; আবুদাঊদ হা/১২৫০।*
২. *বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৬-৩৮; মিশকাত হা/১১৮৮।*

প্রতি মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ তিন দিন নফল ছিয়াম পালন করবেন। কেননা নবী করীম (ছাঃ) থেকে আমার নিকট হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন, ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ 'এটা সারা বছর ছিয়াম রাখার সমতুল্য'।[৩]

যখন একবছর পূর্ণ হবে, তখন আপনারা পবিত্র মাল থেকে যাকাত আদায় করবেন। যাকাত ফরয হওয়ার পর আর কাল-বিলম্ব করবেন না। আল্লাহ যাকে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন, তাকেই প্রদান করবেন।

আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ– 'ছাদাক্বাসমূহ কেবল (আট শ্রেণীর) লোকের জন্য। ফকীর, অভাবগ্রস্ত, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্র রাস্তায় এবং মুসাফিরদের জন্য (যাদের পাথেয় হারিয়ে যায় বা শেষ হয়ে যায়)। এটি আল্লাহ্র পক্ষ হতে নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৯/৬০)*।

আপনার পূত-পবিত্র সম্পদ দ্বারা পবিত্র হজ্জব্রত পালন করবেন। কেননা আল্লাহ পবিত্র মাল ভিন্ন কবুল করেন না।[৪] আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى– 'আর তোমরা (মিনায়) গণিত দিনগুলিতে আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যে ব্যক্তি ব্যস্ততা বশে দু'দিনেই (মক্কায়) ফিরে আসে, তার জন্য কোন গোনাহ নেই। আর যে ব্যক্তি দেরী করে, তারও কোন গোনাহ নেই যে ব্যক্তি সংযম অবলম্বন করে' *(বাক্বারাহ ২/২০৩)*। উভয় অবস্থাতেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

আপনি আল্লাহ্র আনুগত্যের আদেশ করবেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালবাসবেন। আল্লাহ্র অবাধ্যতা থেকে সর্বদা দূরে থাকবেন। তাঁর উদ্দেশ্যেই কাউকে ঘৃণা করবেন।

আল্লাহ যাদেরকে আপনার অধীনস্ত করে দিয়েছেন, তাদের প্রতি সদাচরণ করুন[৫] এবং তাদের উপর আপনার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

যাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দান এবং যার সকল কাজের দেখাশুনা করা আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য, আপনি তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিন। কেননা রাসূল (ছাঃ) থেকে আমার নিকট হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি ফযল ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বলেছেন, لاَ تَرْفَعِ الْعَصَا عَنْ أَهْلِكَ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ– 'তোমার পরিবার থেকে শিষ্টাচারের লাঠিকে উঠিয়ে নিও না, তাদেরকে আল্লাহ্র ভয় দেখাও'।[৬] মানুষের নিকট আত্মসমর্পণ করবেন না। বরং তাদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।

আপনি মানুষকে ছোট মনে করবেন না। তাদের জন্য আপনার অনুগ্রহের ডানা বিছিয়ে দিন। কেননা নবী করীম (ছাঃ) থেকে আমার নিকট হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র নবী নূহ (আঃ) মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্রকে অছিয়ত করে বলেন, আমি একটি অছিয়তের মাধ্যমে তোমাকে দু'টি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি ও দু'টি বিষয়ে নিষেধ করে যাচ্ছি। নির্দেশ হ'ল তুমি বলবে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'*। কেননা আসমান ও যমীনের সবকিছু যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং এটিকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয়, তাহ'লে এটিই ভারী সাব্যস্ত হবে। সাত আসমান ও সাত যমীন যদি একটি জটিল গ্রন্থির রূপ ধারণ করে তবে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* ও *'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'* তা ভেঙ্গে দিবে। কেননা এটি সকল বস্তুর তাসবীহ ও ছালাত এবং এর মাধ্যমেই সকল সৃষ্টিকে রূযী দেওয়া হয়।

আর আমি তোমাকে নিষেধ করে যাচ্ছি দু'টি বস্তু থেকে : শিরক ও অহংকার। বলা হ'ল বা বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! শিরক তো আমরা বুঝলাম। কিন্তু অহংকার কী? আমাদের কারো যদি সুন্দর পোষাক থাকে আর সে তা পরিধান করে। তবে এতে কী অহংকার হবে? তিনি বললেন, না। সে বলল, তাহলে আমাদের কোন ব্যক্তির যদি এক জোড়া সুন্দর জুতা থাকে এবং এর দু'টি সুন্দর ফিতা থাকে। তা কী অহংকারের আওতায় পড়বে? তিনি বললেন, না। সে বলল, তাহলে আমাদের কোন ব্যক্তির যদি একটি বাহন জন্তু থাকে যার উপর সে আরোহণ করে। তাতে কী অহংকার হবে? তিনি বললেন, না। সে বলল, তাহলে আমাদের কারো বন্ধু-বান্ধব রয়েছে যাদের সাথে সে ওঠা-বসা করে? এতে কী অহংকার হবে? তিনি বললেন, না। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তাহলে অহংকার কী? তিনি বললেন, অহংকার হ'ল, سفه الحق و غمص الناس সত্যকে দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে হেয় জ্ঞান করা'।[৭] গর্ব ও অহংকার থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা মহান আল্লাহ এই দু'টি বস্তুকে ভালবাসেন না। জনৈক বিদ্বান থেকে আমার নিকট একটি হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি (ছাঃ) বলেন, يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِى صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ... 'ক্বিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে ক্ষুদ্র পিপড়ার ন্যায় মানুষের রূপে সমবেত করা হবে। তাদেরকে চারদিক হতে অপমান ও লাঞ্ছনা ছেয়ে ফেলবে।..'[৮] যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, তার কাছে আপনার কোন বিষয়কেই নিরাপদ মনে করবেন না। কেননা আমার নিকট

৩. *বুখারী হা/১৯৭৫; মুসলিম হা/১১৫৯।*
৪. *মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০।*
৫. *বুখারী হা/৩০।*
৬. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৮।*
৭. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৪৮; আহমাদ হা/৬৫৮৩; ছহীহাহ হা/১৩৪।*
৮. *তিরমিযী হা/২৪৯২, মিশকাত হা/৫১১২।*

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বাণী পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ 'যে কোন কাজের ব্যাপারে আপনি মুত্তাক্বীদের সাথে পরামর্শ করবেন'।[৯] অসৎ সঙ্গী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের থেকে আপনি সতর্ক থাকবেন। কেননা নবী করীম (ছাঃ) থেকে আমার নিকট হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, مَا مِنْ نَبِيٍّ وَلاَ خَلِيفَةٍ أَوْ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنْ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً وَمَنْ وُقِيَ شَرَّ بِطَانَةِ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ– 'নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিটি নবী ও খলীফাকেই দু'জন করে সাথী দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তন্মধ্যে একজন তাঁকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং অন্যজন তাঁর সর্বনাশ করতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করে না। সুতরাং যে ব্যক্তি মন্দ সাথীর কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে পারল, সে নিরাপদ থাকল'।[১০] সুতরাং মুত্তাক্বী ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবেন এবং মেহমানকে সম্মান করবেন। কেননা মেহমানকে সম্মান করা আপনার নৈতিক দায়িত্ব।

সৎ কাজের মাধ্যমে আপনারা প্রতিবেশীর হক আদায় করবেন। তাদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন। কেননা নবী করীম (ছাঃ) থেকে আমার নিকট হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান প্রদর্শন করে'।[১১]

ভাল কথা বলবেন, অন্যথা চুপ থাকবেন। কেননা নবী করীম (ছাঃ) থেকে আমার নিকট হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে'।[১২] অতিরিক্ত কথা-বার্তা থেকে আপনি বিরত থাকবেন। কেননা নবী (ছাঃ) অতিরিক্ত কথা বলা থেকে সতর্ক করেছেন।[১৩]

বন্ধুকে সম্মান করুন এবং আপনার সাথে বন্ধুত্বের কারণে তাকে তার বিনিময় প্রদান করুন। কেননা আমার কাছে নবী (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ– 'যে ব্যক্তি তোমাদের কোন উপকার করল, তোমরা তাকে উত্তম বিনিময় প্রদান কর। সক্ষম না হ'লে অন্ত তঃপক্ষে তার জন্য দো'আ কর। যাতে সে বুঝতে পারে যে, তোমরা তাকে উপযুক্ত উপঢৌকন প্রদান করেছ'।[১৪]

আপনি অবশ্যই অপরের সাথে রাগ করা থেকে বিরত থাকবেন। এ মর্মে আমার কাছে হাদীছ পৌঁছেছে যে, জনৈক ব্যক্তি আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অল্পকথায় আমাকে অছিয়ত করুন। যাতে আমি তা স্মরণে রাখতে পারি। তিনি বললেন, لاَ تَغْضَبْ 'তুমি রাগ করো না'।[১৫]

যেকোন ভাল কাজের নির্দেশ দানের পূর্বেই আপনি নিজে তার প্রতি আমল করবেন এবং কোন অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করার পূর্বেই নিজে তা পরিত্যাগ করবেন। সকল অসার কাজকে পরিহার করুন। কেননা আমার নিকট নবী (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, নিশ্চয় তিনি বলেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ 'কোন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হ'ল, অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা'।[১৬]

আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে আপনি সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। যে আপনার প্রতি যুলুম করেছে তাকে ক্ষমা করুন এবং যে ব্যক্তি আপনাকে বঞ্চিত করেছে তাকে প্রদান করুন।

আপনি অতিরিক্ত হাসি-তামাশা থেকে বিরত থাকুন। কেননা এটা বোকামীর দিকে আহ্বান করে ও চেহারার উজ্জ্বলতা ও মুমিনের দীপ্তিকে নষ্ট করে। এ মর্মে আমার নিকট হাদীছ পৌঁছেছে যে, كَانَ ضَحِكُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم– إِلاَّ تَبَسُّمًا– 'নবী (ছাঃ) মুচকি হাসতেন'।[১৭]

আপনার ব্যক্তিত্বকে নিন্দনীয় করবে, এমন বিষয়ে রসিকতা করবেন না। কেননা আমার নিকট নবী (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন,إِنِّي لَأَمْزَحُ، وَلاَ أَقُولُ إِلاَّ حَقًّا 'আমি রসিকতা করি। তবে সত্য বৈ বলি না'।[১৮]

যাকে আপনি নিষেধ করেছেন, আপনি তার বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। সংক্ষেপে কথা বলুন। কেননা আমার নিকট নবী (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, নিশ্চয় তিনি বলেন 'একমাত্র এ জিহ্বার অনিষ্টের কারণেই মানুষদেরকে অধোমুখী করে জাহান্নামের হুতাশনে নিক্ষেপ করা হবে'।[১৯]

অহংকারবশতঃ আপনি মানুষকে অবজ্ঞা করবেন না। তাদের জন্য আপনার বিনয়ের বাহুকে অবনমিত রাখবেন। কেননা আমার নিকট রাসূল (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, নিশ্চয় তিনি বলেন, حُرِّمَ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍ مِنَ النَّاسِ 'প্রত্যেক নম্র-ভদ্র, সহজ-সরল, বিপদে মানুষের পাশে

৯. *বায়হাক্বী, শো'আব হা/৯৪৪২।*
১০. *আহমাদ হা/৭৮৭৪; তিরমিযী হা/২৩৬৯।*
১১. *বুখারী হা/৬০১৯; মুসলিম হা/৪৭; মিশকাত হা/৪২৪৩।*
১২. *বুখারী হা/৬৪৭৫; মুসলিম হা/৪৭; মিশকাত হা/৪২৪৩।*
১৩. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৩০৮।*
১৪. *নাসাঈ হা/২৫৬৭; আবুদাঊদ হা/৫১০৯; মিশকাত হা/১৯৪৩।*
১৫. *আহমাদ হা/১৬০০৬; বুখারী হা/৬১১৬; মিশকাত হা/৫১০৪।*
১৬. *তিরমিযী হা/২৩১৮; মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৩৫২; মিশকাত হা/৪৮৩৯।*
১৭. *তিরমিযী হা/৩৬৪২; মিশকাত হা/৫৭৯৬।*
১৮. *মাজ'উয যাওয়ায়েদ হা/১৩১০৬; ছহীহুল জামে' হা/২৪৯৪।*
১৯. *আহমাদ হা/২২১১৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪১২।*

দাঁড়ানো ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম করা হয়েছে।[২০]

প্রকাশ্যে যে আমলগুলো করা আপনার জন্য শোভনীয় নয় তা গোপনে করার জন্য রেখে দিন। আপনি এমন সব কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকুন, যাতে আপনার দুনিয়া ও দ্বীনদারীর ব্যাপারে অপবাদ আরোপ করার ভয় করেন।

আপনার যাবতীয় প্রয়োজনের কথা মানুষের নিকট পেশ করা কমিয়ে দিন। কেননা এটা হ'ল হীনকর ও অপমানজনক কাজ। আমার নিকট নবী (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, নিশ্চয় তিনি জনৈক ব্যক্তিকে বলেন, لاَ تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا 'তুমি মানুষের নিকট থেকে কিছুই চেয়ো না'।[২১]

আপনার বাড়ী অথবা মসজিদ যেন আপনার মজলিস হয়। আপনি যরূরী প্রয়োজন ব্যতীত বাড়ী থেকে বের হবেন না। কেননা আমার নিকট নবী (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন, ست مجالس المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها في مسجد جماعة وعند مريض أو في جنازة أو في بيته أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره أو في مشهد جهاد 'ছয় শ্রেণীর বৈঠকে মুমিন আল্লাহ্র যিম্মাদারীতে থাকে। (১) মসজিদে জামা'আতের মজলিসে (২) রোগীর সেবায় (৩) জানাযায় (৪) নিজ গৃহে (৫) ন্যায়নিষ্ঠ শাসকের নিকটে, যে তাকে সদুপদেশ দেয় ও সম্মান করে (৬) জিহাদের ময়দানে।[২২]

আপনি আপনার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করুন। কেননা এটা আপনার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি[২৩] ও আপনার পরিবারের ভালবাসা অর্জনের কারণ, সম্পদ বৃদ্ধির উপায় এবং আপনার দীর্ঘায়ু লাভ করার পন্থা। কেননা আমার নিকটে বিজ্ঞ কতিপয় ছাহাবীর হাদীছ পৌঁছেছে যে, নিশ্চয়ই রাসূল (ছাঃ) উক্ত কথাগুলো বলেছেন।[২৪]

সাধারণ মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলুন। মানুষকে গালি দেওয়া ও তাদের গীবত করা থেকে বিরত থাকুন। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করবে? তোমরা তা অপসন্দই করে থাক। আর তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

অশ্লীলতা থেকে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ফাসেক ব্যক্তিদের মজলিসে বসা ও নীচু স্বভাবের মানুষের সাথে কথা বলা থেকে সতর্ক থাকবেন। নিশ্চয়ই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ 'মানুষ তার বন্ধুর রীতির উপর হয়ে থাকে। অতএব দেখ সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে'।[২৫]

আপনি ইয়াতীমদের প্রতি দয়া-অনুকম্পা ও সম্মান প্রদর্শন করুন। কেননা আমার নিকট নবী (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, নিশ্চয় তিনি বলেন, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক, তার বা অন্যের, জান্নাতে পাশাপাশি থাকব এই দু'টি আঙ্গুলের মত। এসময় তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলী দু'টি পাশাপাশি রেখে ইশারা করেন।[২৬]

আপনি মুসাফিরের হককে যথাযথভাবে আদায় করুন এবং এ বিষয়ে আল্লাহ্র অছিয়তকে হেফাযত করুন। কেননা আমার নিকট একথা পৌঁছেছে যে, সর্বপ্রথম যিনি মেহমানদের মেহমানদারী করেন, তিনি হলেন ইবরাহীম (আঃ)।[২৭]

মাযলূমকে সাধ্যমত সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করুন। যালেমের হাত চেপে ধরে যুলুম থেকে তাকে বাধা প্রদান করুন। কেননা আমার নিকট নবী (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, নিশ্চয় তিনি বলেন, مَنْ مَشَى مع مظلومٍ حتى يُثَبِّتَ له حقَّه ثَبَّتَ اللهُ قدمَه يومَ تَزولُ الأقدامُ 'যে ব্যক্তি মাযলূমের অধিকার আদায়ের নিমিত্তে তার সাথে চলবে, ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাকে দৃঢ়পদ রাখবেন, যেদিন পদসমূহ পিছলে যাবে'।[২৮]

আপনি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সত্যকে পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকুন। কেননা আমার নিকট আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নিশ্চয় তিনি বলেন, إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْنَتَيْنِ: طُولَ الْأَمَلِ، وَاتِّبَاعَ الْهَوَى، فَإِنَّ طُولَ الْأَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ، وَإِنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَى يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ– 'আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিসের ভয় করি। এক. দীর্ঘ আকাংখা, দুই. কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ। কেননা দীর্ঘ আকাংখা পরকালকে ভুলিয়ে দেয়। আর কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে সত্য পথ থেকে বিরত রাখে'।[২৯]

আপনি স্বউদ্যোগী হয়ে মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার করুন এবং অপরের সম্পদ বুঝিয়ে দিতে টালবাহানা করবেন না।

---

২০. *আহমাদ হা/৩৯৩৮, মিশকাত হা/৫০৮৪, ছহীহুল জামে' হা/৩১৩৫।*
২১. *ইবনু মাজাহ হা/১৮৩৭, মিশকাত হা/১৮৫৪।*
২২. *মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/২০৩৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২৮।*
২৩. *মুসলিম হা/২৫৫৫।*
২৪. *মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭৮১০; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৬৮।*
২৫. *আহমাদ হা/৮০১৫; তিরমিযী হা/২৩৭৮; আবুদাঊদ হা/৪৮৩৩; মিশকাত হা/৫০১৯; ছহীহাহ হা/৯২৭।*
২৬. *বুখারী হা/৫৩০৪, ৬০০৫; আবুদাঊদ হা/৫১৫০ মিশকাত হা/৪৯৫২।*
২৭. *বায়হাক্বী, শো'আব হা/৮৬৪১, ছহীহুল জামে' হা/৪৪৫১, সনদ হাসান।*
২৮. *ছহীহ আত-তারগীব ২/৩৫৮, হাসান লিগায়রিহি।*
২৯. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫৬৩৬; ফৎহুল বারী ১১/২৩৬।*

আল্লাহ্র হারামকৃত বিষয় থেকে আপনি আপনার দৃষ্টিকে সংযত রাখুন। কেননা আমার নিকট রাসূল (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, নিশ্চয় তিনি আলী (রাঃ)-কে বলেন, لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ– 'চোখের উপর চোখ পড়ে গেলে তুমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকো না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার, দ্বিতীয় দৃষ্টি তোমার নয় (বরং শয়তানের)'।[৩০]

আপনি হারাম ভক্ষণ ও হারাম পোষাক পরিধান থেকে বেঁচে থাকুন। কেননা এগুলোর স্বাদ শেষ হয়ে যাবে এবং মন্দ পরিণতি বাকী থাকবে। আর আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের তাই নির্দেশ দিয়েছেন, যা তাঁর রাসূলগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ– 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হ'তে আহার কর এবং সৎকর্ম কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, সব বিষয়ে আমি অবগত' *(মুমিনূন ২৩/৫১)*। আর আমার নিকট নবী (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, নিশ্চয় তিনি বলেন, مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِيَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করার মাধ্যমে কোন লোকমা ভক্ষণ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তিকে ঐ পরিমাণ লোকমা জাহান্নাম হ'তে ভক্ষণ করাবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করার মাধ্যমে (অপমানের) পোষাক পরিধান করবে, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের বস্ত্র পরিধান করাবেন। আর যে নিজেকে শ্রুতি ও রিয়ার স্থানে উপনীত করবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে এ ধরনের অপমানজনক স্থানে দাঁড় করাবেন'।[৩১]

যে ব্যক্তি আপনার নিকট ওযর পেশ করেছে এবং আপনার অপসন্দনীয় বিষয় থেকে ফিরে এসেছে আপনি তার ওযর গ্রহণ করুন। আপনি যাদের সাথে মিশেন, তাদের চাইতে আপনার হাত (দাতার হাত) উপরে রাখবেন। কেননা আমার নিকট নবী (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, নিশ্চয় তিনি বলেন, الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى 'দাতার হাত গ্রহীতার হাত অপেক্ষা উত্তম'।[৩২] *(সূত্র : আহমাদ যাকী ছাফওয়াত, জামহারাতু রাসাইলিল 'আরাব ৪/৪০৩-৪০৯)*।

(চলবে)

৩০. *তিরমিযী হা/২৭৭৭; আবুদাঊদ হা/২১৪৯; হাকেম হা/২৭৮৮; মিশকাত হা/৩১১০।*

৩১. *আবুদাঊদ হা/৪৮৮১; মিশকাত হা/৫০৪৭।*

৩২. *বুখারী হা/১৪২৯; মুসলিম হা/১০৩৩; মিশকাত হা/১৮৪৩।*

জামে মসজিদ সম্প্রসারণের কাজে সাহায্যের আবেদন

সম্মানিত সুধী!

আসসালামু 'আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

খুলনা শহরের খান জাহান আলী রোডে ১৯৬০ সালে ৩ শতক জমির উপর নির্মিত **'খুলনা সিটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ'** খুলনার প্রাচীন মসজিদগুলির অন্যতম। বর্তমানে উক্ত মসজিদে মুছল্লীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। বিধায় মসজিদের পশ্চিম দিক সংলগ্ন বাড়ীসহ ৫ শতক বিক্রিতব্য জমি ক্রয় করা অত্যন্ত যরূরী। যার মূল্য ১,২০,০০,০০০/- (এক কোটি বিশ লক্ষ) টাকা। এত টাকা যোগাড় করা মসজিদ কর্তৃপক্ষের জন্য অতীব দুরূহ ব্যাপার। তাই দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাধ্যমত দান করার জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

আরয গুযার

খুলনা সিটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমিটি
৩৬৯, খান জাহান আলী রোড, খুলনা
মোবাইল- ০১৭১১-০১৫৮৭৮; ০১৭১১-৪২৩৬৩৬।

টাকা পাঠানোর হিসাব নং :

খুলনা সিটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, হিসাব নং ৩৫৩, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, খুলনা শাখা, খুলনা।

চট্টগ্রামে নির্মাণাধীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দান করুন!

সম্মানিত সুধী!

আসসালামু 'আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক পরিচালিত নির্মাণাধীন ৫তলা বিশিষ্ট **'বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স'** চট্টগ্রামে বিশুদ্ধ দ্বীন প্রচারের এক অনন্য কেন্দ্র। বাণিজ্যিক রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত মানুষ হকের তালাশে এখানে ছুটে আসে। পাঁচ ওয়াক্ত নিয়মিত ছালাত সহ জুম'আর ছালাতে মুছল্লীর সংখ্যা দিন দিন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিমধ্যে সমাপ্ত হওয়া ৩ তলায় স্থান সংকুলান না হওয়ায় নির্মাণকার্য পুরোপুরি শেষ করা একান্ত যরূরী হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। অতএব উক্ত নির্মাণকাজে আপনাদের আর্থিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

মসজিদের ঠিকানা

বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স
রহম আলী সওদাগার গলি (মুন বেকারী গলি),
হোসেন আহমাদ পাড়া, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭৩৫-৩৩৭৯৭৬; ০১৮২২-৮১৯২৮৪।

টাকা পাঠানোর হিসাব নং :

বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, হিসাব নং ৩১৬৪৭, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, বন্দরটিলা শাখা, চট্টগ্রাম।

একটি হারানো পৃষ্ঠার কাহিনী!

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাক্কিক আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) স্বীয় গবেষণাস্থল দামেশকের মাকতাবাতুয যাহেরিয়ায় সংরক্ষিত ইলমে হাদীছ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে পরবর্তীদের জ্ঞাতার্থে বহুদিনের পরিশ্রমে একটি গ্রন্থতালিকা বা নির্ঘণ্ট তৈরী করেন। যা পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية المنتخب من مخطوطات الحديث নামে প্রকাশিত হয়।

এরপূর্বে নির্ঘণ্ট রচনায় শায়খ আলবানীর বিশেষ কোন দক্ষতা ছিল না। এছাড়া হাদীছ শাস্ত্রে নিরন্তর গবেষণায় লিপ্ত থাকায় এক্ষেত্রে কিছু করার মত বিস্তর সময়ও তাঁর ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কাউকে দিয়ে কিছু করাতে চাইলে তার জন্য কারণ সৃষ্টি করে দেন। উক্ত নির্ঘণ্টটি রচনার পিছনেও মোড় পরিবর্তনকারী এক অনন্য সাধারণ প্রেক্ষাপট রয়েছে। কাহিনীটি নিম্নরূপ-

১৯৪৮ সালের কথা। গবেষণায় মগ্ন থাকা অবস্থায় তিনি চোখের অসুখে পড়েন। তা এতটা বৃদ্ধি পায় যে, ডাক্তার তাকে পড়াশুনা, লেখালেখি এবং ঘড়ি মেরামতের কাজ থেকে বিরত থেকে ছয়মাসের জন্য বিশ্রামে যাওয়ার পরামর্শ দেন। প্রথমদিকে তিনি পরামর্শ মেনে চললেও সপ্তাহ দুই পার হ'তেই এই অবসর তাঁর জন্য বিরক্তিকর হয়ে উঠল। কর্মপাগল আলবানী কিছু একটা করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এসময় মাকতাবা যাহেরিয়ায় সংরক্ষিত হাফেয ইবনু আবীদ্দুনয়া রচিত 'যাম্মুল মালাহী' গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির কথা তাঁর স্মরণ হয়। যা তখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। তাই তিনি এই অবসরে জনৈক ব্যক্তিকে দিয়ে এর একটি অনুলিপি লিখে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর লেখা শেষে মূলকপির সাথে তা পুনরায় মিলানোর সময় আসল। ততদিনে তিনি সুস্থতা অনেকটা ফিরে পেয়েছেন। ফলে তিনি মূলকপির সাথে মিলিয়ে দেখা এর মধ্যস্থিত হাদীছসমূহ তাহকীক ও তাখরীজ করতে শুরু করেন। স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে বেশ ধীরে ধীরে কাজ করছিলেন। কিন্তু বইটির মাঝামাঝিতে পৌঁছানোর পর অনুলিপিকার তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, এর মধ্যে একটি পৃষ্ঠা হারিয়ে গেছে।

মূল পুস্তিকাটি আরো কয়েকটি বইয়ের সাথে বাঁধাই করা ছিল। এরূপ কয়েকটি পুস্তিকার সমন্বয়ে বাঁধাইকৃত বহুসংখ্যক বড় বড় পাণ্ডুলিপি 'মাজামী' শিরোনামে লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ছিল। তাই তিনি হারানো পৃষ্ঠাটি অন্য কোন বাঁধাইয়ের মধ্যে ভুলবশতঃ যুক্ত হয়ে গেছে ধারণা করে বিপুল আগ্রহে তা খুঁজতে শুরু করেন। খুঁজতে খুঁজতে আরো অনেক বিরল গ্রন্থ তাঁর নযরে পড়ে। অনেক প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও হাফেযগণের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিসমূহ তাঁর গোচরীভূত হয়। এভাবে তিনি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ১৫২টি পাণ্ডুলিপি সংকলন তন্ন তন্ন করে খোঁজা শেষ করেন। এর মধ্যে কিছু প্রয়োজনীয় বইয়ের নামও তিনি লিখে রাখেন। কিন্তু এত পরিশ্রমের পরেও তিনি হারানো পৃষ্ঠাটি উদ্ধার করতে পারেননি। এবার তাঁর মনে হয় যে, সম্ভবতঃ পৃষ্ঠাটি হাদীছ সংক্রান্ত বইসমূহের সাথে ভুলবশতঃ বাঁধাই করা হয়েছে। তাই তিনি এবার সেগুলির মধ্যে খুঁজতে শুরু করেন। কিন্তু না, সেখানেও পেলেন না। নাছোড়বান্দা আলবানী এবার মাকতাবা যাহেরিয়ায় সংরক্ষিত সমস্ত পাণ্ডুলিপি খুজে দেখার সংকল্প করেন। দিনে পর দিন পরিশ্রম করে সেখানে সংরক্ষিত প্রায় ১০ হাযার পাণ্ডুলিপি তিনি দেখে ফেলেন। কিন্তু তারপরেও তা খুঁজে পাওয়া যায়নি। এবারও তিনি প্রয়োজনীয় বইসমূহের নাম লিখে রাখেন। এরপর তিনি লাইব্রেরীতে স্তুপ করে রাখা নামবিহীন অপরিচিত বইয়ের হাযারো ছিন্ন পত্রের মাঝে গভীর মনোযোগে অনুসন্ধান করতে শুরু করেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে তিনি নিরাশ হয়ে পড়েন।

না পাওয়ার বেদনার মধ্য দিয়েও আলবানী অনুধাবন করতে পারেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই নিরন্তর অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তাঁর জন্য জ্ঞানের এক বৃহৎ দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি খুঁজে পেয়েছেন এমন সব বিরল গ্রন্থের অস্তিত্ব, যা এতদিন আড়ালে ছিল। তাঁর ভাষায়, 'মাকতাবা যাহেরিয়া আমাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া বিভিন্ন উপকারী ইলম সমৃদ্ধ গ্রন্থ ও পুস্তিকাসমূহের ভাণ্ডার। যার মধ্যে রয়েছে এমন অনেক অপ্রকাশিত ও বিরল পাণ্ডুলিপি, বিশ্বের অন্য কোন লাইব্রেরীতে যা নেই'।

তাই এবার তিনি নতুন পরিকল্পনা নিয়ে নামেন। দ্বিতীয়বারের মত লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত সমস্ত পাণ্ডুলিপি পাঠ করতে শুরু করেন। আগেরবার কিছু নির্বাচিত বইয়ের নাম লিখলেও এবার তিনি ইলমে হাদীছের সাথে সংশ্লিষ্ট যত গ্রন্থ তার উপকারে আসতে পারে, এরূপ প্রচলিত-অপ্রচলিত সকল বইয়ের নাম লিখে নেন। এমনকি কোন বইয়ের একটি পাতা বা অপরিচিত অংশবিশেষ পেলে তাও টুকে নেন। এভাবে তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত করতে না করতেই নতুন একটি পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে। এবার সিদ্ধান্ত নেন হাদীছ সংশ্লিষ্ট সমস্ত গ্রন্থ গভীরভাবে অধ্যায়ন করার। শুরু হয় তার গবেষণার তৃতীয় ও শেষ পর্যায়। প্রতিটি পাতা মনোযোগ সহকারে অধ্যায়ন করতে শুরু করেন। একাজের সময় স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে আলবানী বলেন, 'এসময় আমার এমনও দিন আসতো, যেদিন আমি লাইব্রেরীর উপরের শেলফে সাজিয়ে রাখা বইসমূহ পাঠ করার জন্য মই নিয়ে এসে তার উপর চড়তে বাধ্য হতাম এবং সেখানে দাড়িয়েই দ্রুততার সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা পাঠ করে যেতাম। অতঃপর সেখানে কোন অংশ গভীরভাবে অধ্যায়ন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হ'লে, লাইব্রেরীতে নিযুক্ত কর্মচারীকে তা নামিয়ে টেবিলে রাখার জন্য বলতাম'।

এভাবে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তিনি প্রভূত ইলমী ফায়েদা অর্জন করেন। যত হাদীছ সংগ্রহ করেন সবগুলি খাতায় লিখে নেন। এভাবে প্রায় চারশত পৃষ্ঠার একেকটি খণ্ডে মোট ৪০টি খণ্ডে তার এই কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। যার প্রত্যেক পাতায় একটি করে হাদীছ সংকলন করেছেন। তার সাথে উল্লেখ করেছেন সনদসহ হাদীছগ্রন্থের নাম ও তার বিভিন্ন সূত্রের বর্ণনা। সকল হাদীছ তিনি সাজিয়েছেন আরবী অক্ষরের ধারাবাহিকতায়। তিনি বলেন, পরবর্তী সকল গ্রন্থ রচনা ও হাদীছ গবেষণায় তিনি এই বিশালাকার নোটটি সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। যার ফলে সুবিস্তৃতভাবে হাদীছ তাহক্বীকের যে বিশাল দায়িত্ব সূচারুরূপে তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন, তা সম্ভব হয়ে ওঠে। এভাবে একটি হারানো পৃষ্ঠার অসিলায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইলমে হাদীছের এক বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার তার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ফালিল্লাহিল হামদ। *(নাছিরুদ্দীন আলবানী লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য, ফিহরিসু মাখতূতাতি দারিল কুতুবিয যাহেরিইয়াহ, পৃ. ৮-১২)*।

সংকলনে : আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
পিএইচ.ডি. গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

Contents

চিকিৎসা জগৎ

গরমে হিট স্ট্রোক থেকে বাঁচতে করণীয়

গরমের উৎপাতে দিশেহারা অবস্থা। নানা রকম অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। বিশেষ করে যাদের প্রচণ্ড গরমে খোলা মাঠে চলাফেরা বা কায়িক পরিশ্রম করতে হয়, তাদের জন্য অন্যতম ভয়াবহ বিপদের নাম হিট স্ট্রোক।

চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ায় শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে শরীরের তাপমাত্রা ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে গেলে তাকে হিট স্ট্রোক বলে।

স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ত দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। কোন কারণে শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে ত্বকের রক্তনালী প্রসারিত হয় এবং অতিরিক্ত তাপ পরিবেশে ছড়িয়ে দেয়। প্রয়োজনে ঘামের মাধ্যমেও শরীরের তাপ কমে যায়। কিন্তু প্রচণ্ড গরম ও আদ্র পরিবেশে অনেকক্ষণ থাকলে বা পরিশ্রম করলে তাপ নিয়ন্ত্রণ আর সম্ভব হয় না। এতে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বিপদসীমা ছাড়িয়ে যায় এবং হিট স্ট্রোক দেখা দেয়।

লক্ষণ : তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহে নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রাথমিকভাবে শরীরের মাংসপেশী ব্যথা করে, দুর্বল লাগে এবং প্রচণ্ড পিপাসা হয়। এর পরের ধাপে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, মাথাব্যথা, ঝিমঝিম করা, বমিভাব, অসংলগ্ন আচরণ ইত্যাদি দেখা দেয়। এ দু'ক্ষেত্রেই শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ ঠিক থাকে এবং শরীর প্রচণ্ড ঘামতে থাকে। এ অবস্থায় দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া না হ'লে হিট স্ট্রোক হতে পারে।

এর লক্ষণগুলো হ'ল : শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে যায়। ঘাম বন্ধ হয়ে যায়। ত্বক লালাভ হয়ে যায়। নিঃশ্বাস দ্রুত হয়। নাড়ির স্পন্দন ক্ষীণ ও দ্রুত হয়। রক্তচাপ কমে যায়। খিঁচুনি, ঝিমঝিম, অস্বাভাবিক ব্যবহার, হ্যালুসিনেশন, অসংলগ্নতা ইত্যাদি। প্রস্রাবের পরিমাণ কমে। রোগী শকেও চলে যায়।

প্রতিরোধ : গরমের দিনে কিছু সতর্কতা মেনে চললে হিট স্ট্রোকের বিপদ থেকে বেঁচে থাকা যায়। যেমন : হালকা, ঢিলেঢালা কাপড় পরতে হবে। কাপড় সাদা বা হালকা রংয়ের হতে হবে। সুতি কাপড় হলে ভালো। যথাসম্ভব ঘরের ভেতর বা ছায়াযুক্ত স্থানে থাকতে হবে। বাইরে যেতে হ'লে মাথার জন্য চওড়া কিনারাযুক্ত টুপি, ক্যাপ বা ছাতা ব্যবহার করতে হবে। প্রচুর পানি ও অন্যান্য তরল পান করতে হবে। মনে রাখতে হবে, গরমে ঘামের সঙ্গে পানি ও লবণ দুই-ই বের হয়ে যায়। তাই পানির সঙ্গে সঙ্গে লবণযুক্ত পানীয় যেমন খাবার স্যালাইন, ফলের রস ইত্যাদিও পান করতে হবে। পানি অবশ্যই ফোটানো হতে হবে। এছাড়া নিম্নে বর্ণিত পানীয় সমূহ পান করলে হিট স্ট্রোকের ঝুকি হ্রাস পায়-

কাঁচা আমের শরবত : গরমে কাঁচা আমের জুস খুবই উপকারী। এটা শরীর ঠাণ্ডা রাখে এবং হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়।

'বাটারমিল্ক' বা মাঠা : আয়ুর্বেদবিদ্যায় বলা হয় প্রতিদিন এক গ্লাস মাঠা খাওয়া শরীরের জন্য উপকারী। এটা প্রোবায়োটিক্সয়ের ভালো উৎস এবং গরমে পানি স্বল্পতা দূর করতে সাহায্য করে। তাই গরমের অস্বস্তি থেকে বাঁচতে প্রতিদিনের খাবার তালিকায় মাঠা যুক্ত করুন।

তেঁতুলের শরবত : সুস্বাদু এই শরবত সবাই খুব পসন্দ করে। তাছাড়া গরমে এই শরবত খাওয়া সবচেয়ে বেশী উপযোগী। ভিটামিন এবং ইলেক্ট্রোলাইট সম্পন্ন তেঁতুল গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখার পাশাপাশি পেটের নানান ধরনের সমস্যা সমাধান করে।

পেঁয়াজের রস : 'হিট স্ট্রোক' থেকে বাঁচার অন্যতম ভালো উপায় হল পেঁয়াজের রস। অনেকেই এর ঝাঁজালো স্বাদ পসন্দ করে না। তবে এর রস ঔষধি গুণাগুণ সম্পন্ন। পেঁয়াজের রস গরম থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে।

ধনিয়া ও পুদিনার শরবত : এই প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি শরবত গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখে। যা শরীরের দূষিত পদার্থ বের করে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত পানীয়। খালি পেটে পান করলে তা শরীরের জন্য বেশী ভালো।

অ্যালোভেরার শরবত : রোদপোড়া থেকে বাঁচতে অ্যালোভেরার শরবত অনন্য। এটা হজমে সাহায্য করে, বুক জ্বালাপোড়া কমায় এবং পেটের নানারকম সমস্যা দূর করে। গরমে প্রতিদিন এক গ্লাস অ্যালোভেরার শরবত পান করলে 'স্ট্রোক'য়ের ঝুঁকি কমে আসে।

ডাবের পানি : এর গুণাগুণ সম্পর্কে প্রায় সবারই জানা। দুপুরের গরম থেকে মুক্তি পেতে ডাবের পানি পান করুন, সতেজ অনুভব করবেন। এটা তাৎক্ষণিকভাবে তৃষ্ণা মেটায় ও দীর্ঘক্ষণ আর্দ্রতা বজায় রাখে।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

ধানে ব্লাষ্ট : প্রতিষেধকের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম

*মুহাম্মাদ মুমিনুল ইসলাম**

ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য। সম্প্রতি এই অতি প্রয়োজনীয় ফসলটি ব্লাষ্ট নামক ছত্রাকজনিত রোগে আক্রান্ত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্র এবং অন্যান্য কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো এই রোগ প্রতিরোধে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। মিডিয়াতেও এ নিয়ে প্রচুর প্রচার-প্রচারণা চলছে। গবেষকগণ ছত্রাকজনিত এই রোগের যে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে মানসম্মত বীজের অভাব, জমি তৈরীতে প্রচুর রাসায়নিক সারের ব্যবহার এবং বিশেষ করে বীজ রোপণ থেকে ধান কাটা পর্যন্ত অত্যধিক ইউরিয়া বা নাইট্রোজেনের প্রয়োগকে দায়ী করেছেন। পাশাপাশি আগাছানাশক, কীটনাশকের প্রভাব তো রয়েছেই। দীর্ঘ দিনের কেমিকেল ব্যবহারের বিরূপ প্রভাব ব্লাষ্ট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যা আমাদের হাতের ফসল। এর জন্য আমরাই দায়ী। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সদাচরণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচরণকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*।

রাসায়নিক সার, আগাছানাশক ও কীটনাশক নির্ভরশীল ধান পরবর্তী বছর বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ধান বীজে যেন পোকা আক্রমণ করতে না পারে এজন্য এক ধরনের বিষ ব্যবহার করা হয়। বীজে ব্যবহৃত কেমিকেল ধানের বোঁটার উন্মুক্ত অংশে জমে ফাংগাস সৃষ্টির সম্ভাবনাও আছে। দেখা যাচ্ছে বিষযুক্ত বীজ দিয়ে ধান চাষের প্রাথমিক স্তর শুরু হয় বীজতলা তৈরির মাধ্যমে। বীজতলা তৈরীতেও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় এবং চারাগুলোকে সতেজ ও সবল করার জন্য বীজতলায় নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয়। রাসায়নিক সার অত্যধিক ব্যবহারের কারণে বীজতলায় চারাগুলোকে সবুজ মনে হলেও সেগুলোর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। অতএব ধান চাষে অত্যধিক কেমিকেল ব্যবহার করে পরিবেশের তথা ধানের যে ক্ষতি আমরা নিজ হাতে করছি তা আমাদেরই কামাই। আল্লাহ বলেন, 'আপনার যে কল্যাণ হয়, তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়। আর যে অকল্যাণ হয়, তা আপনার (আমলের) কারণে হয়' *(নিসা ৪/৭৯)*। তাই ব্লাষ্ট প্রতিরোধ করার জন্য এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জমি প্রস্তুতকরণে প্রাকৃতিক পদ্ধতি : অর্গানিক উপাদান দিয়ে জমি প্রস্তুত করাকে কালচারাল ম্যানেজমেন্ট বলা হয়। যেখানে আমাদের কৃষকগণ কেমিকেল ম্যানেজমেন্টে অভ্যস্ত। পূর্বের ধান খড়কে বড় করে জমিতে রেখে দিয়ে জমিতে চাষ দিতে হবে, ধইনচা বীজ বা কালাই জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। চারাগুলো বড় হলে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। আমাদের বাড়ীতে ব্যবহার্য বর্জ্য যেমন শাকসবজির উচ্ছিষ্ট, ডিমের খোসা ইত্যাদি গর্তে ফেলে উৎপাদিত কম্পোষ্ট জমিতে ফেলতে হবে। এছাড়াও হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা ও গোবর সার ফেলতে হবে। এই পাঁচ ধরনের সার দিয়ে গত দুই বছর ধরে আমি গবেষণায় ব্যবহৃত জমি প্রস্তুত করে আসছি। জমি প্রস্তুতকালীন কোন রকম রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে প্রাকৃতিক পদ্ধতি ব্যবহার করলে জমির উর্বরশক্তি দিন দিন বাড়বে বৈ কমবে না। অথচ আমাদের দেশের জমিগুলো দিন দিন উর্বরতা শক্তি হারাচ্ছে। ধানের চারাকে আমরা একটি ভালক্ষেত্র তৈরী করে দিলে সে পরের সময়টি ভালভাবে বেড়ে উঠার পরিবেশ পাবে।

চারা রোপণে একত্ব : মহান আল্লাহ বলেন, 'তাদের উপমা একটি বীজের ন্যায়। যা থেকে সাতটি শিষ জন্মে' *(বাক্বারাহ ২/২৬১)*। যদিও আয়াতটি দান ও ছাদাকার সাথে সংশ্লিষ্ট তবে গবেষকদের জন্য অনেক কিছুই রয়েছে উক্ত আয়াতে। একটি করে চারা রোপণ করলে ঐ চারাটি তার আশেপাশে পর্যন্ত খাবার পায় এবং সুস্থ-সবল ভাবে বেড়ে উঠে। একটি চারা থেকে গজানো অন্যান্য চারাগুলো সমানভাবে বেড়ে উঠে। কাণ্ডগুলো শক্ত হয় এবং ধান গাছটি অত্যন্ত সবল হয়, যা বাতাস ফেলে দিতে পারে না। অপরপক্ষে আমাদের কৃষকগণ ৪-৮টি চারা এক গোছায় ব্যবহার করে। এই পদ্ধতিতে চারাগুলো এত চাপাচাপিতে থাকে যে সেগুলো সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে পারে না বরং গাছগুলো চিকন ও দুর্বলভাবে বেড়ে উঠে। অধিকন্তু চারাগুলোর আশেপাশে যে খাবার থাকে তা যথেষ্ট হয় না। আবার মাত্রাতিরিক্ত নাইট্রোজেন ব্যবহার করলে চারা প্রয়োজনের থেকে বেশী খাবার পায়। ফলে চারাগাছগুলো নরম হয়ে পোকামাকড়কে আকৃষ্ট করে। সুতরাং প্রয়োজনের চেয়ে বেশী খাবার ধান গাছের রোগের একটি সম্ভাব্য কারণ। আমার গবেষণায় একটি করে চারা রোপণের কার্যকারিতা প্রমাণিত। এতে যেমন বীজের অপচয় রোধ হয়, জমিতে প্রস্তুত চারার খাবারের সুষম বণ্টন হয় এবং চারা হয় রোগ প্রতিরোধকারী যা বাতাসে হেলেও পড়েনা। শীষগুলো অনেক লম্বা হয় এবং পাতান খুবই কম হয়। আমার দুই বছরের গবেষণায় একটি চারা রোপণ পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ৩৫টি শীষ হয়েছে একটি ধানের থোক থেকে। সর্বোচ্চ শীষের দৈর্ঘ্য ১২ ইঞ্চি লম্বা প্রমাণিত হয়েছে। আল-কুরআনের সূরা বাকারার ২৬১নং আয়াতটি আমাদের ধান চাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রাকৃতিকভাবে চারার যত্ন : আমাদের কৃষকগণ দুই থেকে তিন বার বিভিন্ন রকম রাসায়নিক সার চারা রোপণের পর থেকে ধান কাটা পর্যন্ত জমিতে ব্যবহার করে। ঘাস নাশক, বিভিন্ন হরমোন ও কীটনাশকের ব্যবহার তো আছেই। রাসায়নিক সার ও বিভিন্ন নাশকের প্রভাবে ধান গাছগুলোর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। যদিও বাহ্যিকভাবে ধানের গাছগুলো খুবই সবুজ ও স্বাস্থ্যবান মনে হয়। নরম গাছগুলোকে বিভিন্ন পোকামাকড় আক্রমণ করে সেই সাথে বিভিন্ন রোগ বালাই তো আছেই।

* *লেকচারার, এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।*

আমার গবেষণায় চারারোপণ পরবর্তী জমির পরিচর্যা প্রাকৃতিক উপায়ে হয়েছে। জমিতে কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোষ্ট প্রয়োগ করা হয়েছে চারা রোপণের ২২ দিন পরে। খইল মিশ্রিত পানির সাথে গরুর প্রস্রাব মিশিয়ে জমিতে স্প্রে করা হয়েছে ৩ বার। এতে জমি খুবই সবুজ আকার ধারণ করেছে। যথেষ্ট পরিমাণ পাখি বসার জন্য মাচা তৈরী করা হয়েছে, যা পার্চিং নামে পরিচিত। যাতে পাখি বসে পোকামাকড় ধরে খেতে পারে। পোকা দমনের জন্য তিতা স্বাদের বিভিন্ন গাছের পাতার রস গরুর প্রস্রাবের সাথে মিশে জমিতে স্প্রে করা হয়েছে। এছাড়াও জাত নিমের পাতা, ইউক্লিপটাসের পাতা, ভাইটের পাতা, সেগুন গাছের ফলের বিচি, মরিচের গুড়া, সাবানের পানি ইত্যাদি পদ্ধতিও ব্যবহার করা যায় পোকা দমনের জন্য। এখন সবজি চাষে বিষমুক্ত 'সেক্স ফেরমোন বক্স' ব্যবহৃত হচ্ছে মাত্র ২৫ টাকায়। ধান চাষেও উক্ত বক্স ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও নিশিন্দা, করঞ্জা, ধুতরা, কলকেফুল, বিষকাঠালি, তামাক পাতা, পেয়াজ, রসুন ইত্যাদি ভেষজ উদ্ভিদের কীটবিতাড়ক গুণ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত উপাদানগুলো ব্যবহার করে উপকার নিতে পারে যা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াবিহীন।

ধান পরিপূর্ণভাবে পেকে আসলে শীষসহ কেটে রোদে শুকিয়ে পলিথিন ব্যাগে ভরে বীজের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'আর যখন ফসল কাটবে, তখন খোরাকি বাদে বাকী ফসল শিষ সমেত রেখে দিবে' *(ইউসুফ ১২/৪৭)*। শীষসমেত ধানকে বীজ হিসেবে রেখে দিলে বীজের তাপমাত্রা সঠিক অবস্থায় থাকে। মায়ের পেটে শিশু যেমন নারীর সাথে নিরাপদে থাকে, ঠিক তেমনি ধানের বোটার সাথে বীজ লেগে থাকলে 'এমব্রো' সুস্থ থাকে যা বীজের সুস্থতা ও গজানোর জন্য দায়ী।

দুই বছর ধরে আমি শীষ সহ বীজ সংরক্ষণ করে আসছি। বীজের সংরক্ষণের জায়গায় শুটকি মাছ পুড়িয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল যেন গন্ধে বিড়াল আসে। ফলে ইঁদুরের উপদ্রব থেকে শীষসহ ধানবীজ বেঁচে গেছে। এ বছর বীজতলা তৈরীতে শীষের বীজ আলাদা করে বীজতলায় ফেলা হয়েছে। এই বীজ খুব ভাল গজিয়েছে এবং ধান গাছ থেকে শীষগুলো লম্বা ও পুষ্ট হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আর অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন ও প্রাণের ক্ষতির মাধ্যমে এবং ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫)*। বর্তমানে কৃষকগণ উৎপাদিত ধানের যাকাত বা ওশর আদায় করে না বললেই চলে। ফসলের হানি হওয়ার এটিও একটি সম্ভাব্য কারণ। যথাযথভাবে ফসলের ওশর আদায় ও প্রাকৃতিক উৎপাদন পদ্ধতির উপর জোর দিলে ধানের ব্লাষ্ট প্রতিরোধ সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

ভাল বীজে ভাল ফসল। কিন্তু বিষ মেশানো দীর্ঘ সময় শীষ থেকে আলাদা কার্বন নিঃসরিত ও বিদ্যুতের ব্যবহার জনিত বীজ কতটুকু রোগবালাই সহনীয়? পক্ষান্তরে আল্লাহ প্রদত্ত প্রযুক্তিতে শীষসহ ধান রেখে দিলে পরবর্তীতে তা বীজ হিসেবে ব্যবহার করলে বিষ+হিমাগার+বিদ্যুতের খরচ+ পরিবেশ দূষণ পুরোপুরি রোধ করা সম্ভব। সেই সাথে ধানে ব্লাষ্টেরও প্রতিরোধ সম্ভব। জৈব পদ্ধতিতে বা অর্গানিক উপায়ে উৎপাদিত ধান বীজে ফলনের সম্ভাবনা যথেষ্ট বেশী। কারণ পুষ্ট বীজে সবল চারাগাছ এবং সবল চারাগাছে ভাল ফসল সম্ভব। ধানের ব্লাষ্টের জন্য যেহেতু ত্রুটিযুক্ত বীজ ও অতিরিক্ত রাসায়নিক সারের প্রয়োগকে দায়ী করা হচ্ছে। সুতরাং অর্গানিক ধান বীজ, জৈব সার ও প্রাকৃতিক পোকাদমন পদ্ধতি ধানের ব্লাষ্ট প্রতিরোধে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে ধান চাষ গবেষণার ফলাফলটি প্রথমত আমার যেলা কুড়িগ্রামে মাননীয় যেলা প্রশাসক মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষে ২০১৬ সালে যেলার শীর্ষস্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা ও অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। রেডিও চিলমারিতে এ ব্যাপারে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে। বেশ কয়েকটি টিভি চ্যানেল ও দৈনিক সংবাদ পত্রও বিষয়টি প্রচার করেছে। ২০১৬ সালে দু'টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গবেষণার ফলাফলটি উপস্থাপন করা হয়েছে। একই বছর রংপুর বিভাগীয় বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের ৩ দিনের সম্মেলনে ২য় দিনে অর্গানিক ধানবীজের ধারণাটি উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন শিরোনামে ৩টি নিবন্ধ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ৫ম HSBC ও The Daily Star Climate Awards এর জন্য গবেষণার বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছিল। গত ২৭/০৪/২০১৭ তারিখে হোটেল রেডিসন ব্লু'-তে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আমি দাওয়াত পেয়েছিলাম অর্গানিক ধান বীজ ধারণাটিকে উপলক্ষ্য করে।

যেহেতু আমাদের কৃষকগণ মিডিয়াগুলো সেভাবে পর্যবেক্ষণ করেনা। আমাদেরকে পরিবেশবান্ধব ধানচাষ পদ্ধতি নিয়ে তাদের দ্বারপ্রান্তে যাওয়া যরূরী। তাদেরকে হাতে কলমে অর্গানিক পদ্ধতিতে ধানচাষ শিখিয়ে দেওয়া দরকার। আশা করা যায় সম্মিলিত প্রয়াসে ধানের ব্লাষ্ট প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। কারণ প্রতিষেধক ব্যবহারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম ও টেকসই। আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃষকদের বাড়ীতে যেতে প্রস্তুত কিন্তু পদক্ষেপটি কে নেবে?

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্যের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

http://multimedia.ahlehadeethbd.org

Youtube চ্যানেল

ahlehadeeth andolon bangladesh

ফেসবুক পেজ

www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

Contents

কবিতা

ঈদ মোবারক

আবুল কাসেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক
ঈদের সৌরভ পড়ে
হাটে-বাযারে কেনাকাটায়
চলছে এবার জোরে।
ঈদের আগে ছুটি পেলাম
লাগছে বড় ভাল,
ঈদের ছালাত পড়তে সবাই
ঈদগাহের মাঠে চল।
ঈদের দিনে ভাই-ভগ্নি
আসছে জামাই মেয়ে,
বাপে-মায়ে ঈদের দিনে
আছে যে পথ চেয়ে।
ঈদের দিনে হাসি-খুশি
কচিকাচার মুখে,
বড়া-বুড়ি তাকিয়ে দেখে
গর্তে বসা চোখে।
ছাদাক্বা দিচ্ছে ধনী মানুষ
গরীব-দুঃখীর হাতে,
ভাই-বন্ধু সবাই মিলে
ঈদ পড়ি একসাথে।
হায়াত-মউত আল্লাহ্র হাতে
বেঁচে যদি থাকি,
আবার ঈদে আসব সবাই
তোমরাই হবে সাথী।
আল্লাহ্র সৃষ্টি মানুষ আমরা
মনে রাখি আশা
পরকালে পাব মোরা
আল্লাহ্র ভালবাসা।

রামাযানের পরে

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

শাওয়াল মাসের পয়লা চাঁদে বিদায় দিলাম রোযা
অনেক লোকের মাথায় বুঝি চেপেছিল এক বোঝা।
তাইতো ছিয়াম যেতেই দেখি মসজিদগুলো ফাঁকা,
নতুন সাজা ঈমানদারদের যায় না তো আর দেখা!
ইফতার খাওয়ার জন্য কি সব ছিয়াম ছিল তারা?
উপোষ থেকে কষ্টে বহুত দিন করেছে সারা।
কষ্ট তাদের বহুত হ'ল ছিয়াম হ'ল নাকো,
ভরটা দিবস উপোষ করে যতই ছিয়াম থাকো।
ছিয়াম তাহার পূর্ণ হবে বারো মাসের তরে,
হৃদয় ভরা ভক্তিতে যে ছালাত আদায় করে।
আর যত সব আদেশ আল্লাহ্র দেয় না মোটে বাদ,
পাতে নাকো মনের ভিতর ছলচাতুরির ফাঁদ।
সেই ছায়েম ছিয়াম পালনে পাইবে বহুত ফল,
তার উপরে আল্লাহ খুশী বাড়বে মনের বল।
এই ধরাতে করতে পারো সবটা কিছু তুমি,
কিন্তু পরে হিসাব করে ধরবেন অন্তর্যামী।

তাহরীক তুমি

এফ,এম, নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

তাহরীক তুমি সত্যের দর্পণ
সঠিক জ্ঞানের আলো,
অন্ধ ধরায় কেবল তুমি
সত্যের প্রদ্বীপ জ্বালো।
ধর্ম, সমাজ সাহিত্যে ভরা
তোমার প্রতিটি পাতা,
কুরআন-হাদীছের মধুর বাণীতে
খুঁজে পাই তোমার সততা।
কত অজানা জানাও তুমি
মাসের পরে মাস
তোমার বুকে পাই খুঁজে এক
সত্যের ইতিহাস।
বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তোমার
সত্যকে করবে জয়,
মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়বে সারাক্ষণ
দিবে না প্রশ্রয়।

বিভ্রান্তে বিভ্রাট

মুহাম্মাদ মোমতায আলী খাঁন
ঝিনা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

বিভ্রান্তে মুসলিম আমরা মানে বুঝি উল্টা,
উর্দূ না ফার্সী হবে, বিভ্রাটে ছাড়ি মূলটা।
হায় বদনসীব কেমন হুঁশের মুসলমান,
উর্দূ-ফার্সী ভাষা মিলেই কি নাযিল হয়েছে ইসলামী বিধান?
নামাযকে ধরেছি আমরা, ছেড়ে দিয়ে প্রিয় ছালাত,
ছিয়ামকে জানলাম, না খাওয়ার ইবাদত
যাকাতকে ভাবি জরিমানা, বুঝি না মালের পরিশুদ্ধি,
কালেমা হ'ল ভিক্ষার বুলি, কবে ঘটবে জ্ঞানের শুভবুদ্ধি।
'কদর' হ'ল সম্মানিত রজনী, খবর রাখি না তার,
'হাযার মাসের চেয়ে উত্তম' এ ঘোষণা মহান আল্লাহ্র।
তাকে অবজ্ঞা করে খুঁজি শুধু হালুয়া-রুটির রাত,
আলফিয়া নামাযে কাটাই কথিত সেই শবেবরাত।
ভাগ্য কি ফিরেছে কভু ওগো হতভাগ্য মুসলমান?
তাহযীবে পৌত্তলিক তুমি তমুদ্দুনে খৃষ্টান!
নইলে পানিকে বল কেন ওদের মত জল,
মাংশ নয় গোস্তই সঠিক মুসলিমগণ বল।
কাজের শুরুতে' বিসমিল্লাহ' বল অন্য কিছু নয়,
সাতশ' ছিয়াশী লিখলে বেআদবী হয়।
কেমন করে দরূদ হ'ল বালাগাল উলা...
আল্লাহ্র কাছে এসব দিয়ে যাবে না কিছু চাওয়া।
'আল্লাহু' 'মুহাম্মাদ' কেন লিখা মসজিদের দেয়ালে,
তবে কি বিভ্রান্তে বিভ্রাট মুসলিম শয়তানী খেয়ালে।
আজব হুজুগে বাড়ছে আবার শিরক-বিদ'আতের মাত্রা,
আর ঐ দিকে উলুধনী দিয়ে শুরু হয়েছে মঙ্গল শোভাযাত্রা।
রক্ত দিয়ে কেনা আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা,
অধর্ম, অপসংস্কৃতির নামে চাপানো যাবে না কোন পরাধীনতা।
এভাবে বিভ্রান্তে বিভ্রাটে জাতি চলবে কতদিন,
হে মঙ্গলময়, মহান কর্তা আমাদের রেহাই দিন॥

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জান্নাত)-এর সঠিক উত্তর

১. আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) ও শহীদগণ।
২. আবু বরক, ওমর, ওছমান, আলী, ত্বালহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান বিন আওফ, সা'দ, সাঈদ ও আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)।
৩. মুহাম্মাদ (ছাঃ)।
৪. পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল।
৫. সত্তর হাযার, অন্য বর্ণনায় অগণিত।
৬. ৪০ বছর, অন্য বর্ণনায় ৫০০ বছর।
৭. পৃথিবীর সমান ও তার দশগুণ।
৮. শহীদদের জন্য।
৯. হূরদের সহ তাদের সংখ্যা অধিক হবে।
১০. তারা জান্নাতে যাবে এবং ইবরাহীম (আঃ) তাদের তত্ত্বাবধান করবেন।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (উদ্ভিদ জগৎ)-এর সঠিক উত্তর

১. কলা।
২. পাতা বাহার।
৩. পেপে, পেয়ারা, তরমুজ, বাংগী বা ফুটি, ডালিম, শসা, খিরা, বিচিকলা।
৪. আম, লিচু, বরই, জলপাই, খেজুর।
৫. নারিকেল।
৬. জবা।
৭. অধিক সংখ্যক সুন্দরী গাছ থাকায়।
৮. গেওয়া।
৯. বাঁশ।
১০. আম, বরই।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জান্নাত)

১. পাপী মুমিনরা জান্নাতে প্রবেশ করলে তাদের পরিচয় কি হবে?
২. জাহান্নামের উপরে স্থাপিত পুল কেমন হবে?
৩. মুমিনরা কিভাবে পুল পার হবে?
৪. কি কি কাজ করলে জান্নাতে রাসূলের কাছাকাছি থাকা যাবে?
৫. আল্লাহ জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করে তা দেখতে কাকে পাঠান?
৬. জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী কারা হবে?
৭. জান্নাতীদের কাতার কয়টা হবে?
৮. উম্মতে মুহাম্মাদীর কাতার কয়টা হবে?
৯. জান্নাতের সরদার কারা হবে?
১০. জান্নাতবাসী নারীদের মধ্যে কার মর্যাদা সর্বাধিক?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (উদ্ভিদ জগৎ)

১. বিদেশ হ'তে আমদানীকৃত ৩টি উদ্ভিদ আমাদের দেশে বেশ প্রসার লাভ করেছে, সেগুলি কি কি?
২. ইউক্যালিপটাসের আদি জন্মস্থান কোন দেশ?
৩. অতি ক্ষুদ্র বীজ হ'তে অতি বৃহৎ বৃক্ষের জন্ম হয়, সে দু'টি কি কি?
৪. প্রবল ঝড়ে কোন কোন গাছ টিকে থাকে?
৫. তেল হয় কোন কোন গাছ হ'তে?
৬. অতি শক্ত বীজ কি কি?
৭. কোন ফলের মাথায় গাছ হয় এবং সে গাছ লাগালে আবার ফল হয়?
৮. অতি দ্রুত বর্ধনশীল গাছ কি?
৯. অতি অল্প সময়ে কোন গাছ কাজের উপযোগী হয়ে যায়?
১০. গরীব মানুষের গৃহ নির্মাণে কোন গাছের অবদান সবচেয়ে বেশী?

সংগ্রহে : আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বাঙ্গাইখাড়া, নওগাঁ।

সোনামণি সংবাদ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৭শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর দারুল হাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে নওদাপাড়া মারকায এলাকার উদ্যোগে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি মারকায এলাকার উপদেষ্টা মাওলানা নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, যয়নুল আবেদীন ও হাবীবুর রহমান। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগরীর সোনামণি পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মারকায এলাকার পরিচালক ফরহাদ হোসাইন ও সহ-পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ রিয়ায ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে বখতিয়ার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মারকায এলাকার সোনামণি সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ।

কাস্টনাংলা, বাগমারা, রাজশাহী ১৫ই মে সোমবার : অদ্য বাদ আছর কাস্টনাংলা মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি জনাব আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মাস্টার সিরাজুল ইসলাম, বাগমারা উপযেলার সোনামণি সহ-পরিচালক হাফেয শহীদুল ইসলাম ও হাট গাঙ্গোপাড়া এলাকার সোনামণি সহ-পরিচালক মাইনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রাক্বীবুল হাসান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে শারমীন খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কাস্টনাংলা উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব তোফায্যল হোসাইন।

Contents

স্বদেশ

শূকরের মাংস, মদ ও গাঁজা খেয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা যারা বলেন, তারা পারভারটেড

-প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মকে অস্বীকার করা নয়। শূকরের মাংস, মদ ও গাঁজা খেয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা যারা বলেন, তারা পারভারটেড (বিপথগামী)। আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। হেফাজত কিংবা অন্য যেকোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আদর্শে ভিন্নতা ও মতবিরোধ থাকলেও সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী (দেশের অভিভাবক) হিসাবে যা ভালো মনে করেছি তাই করেছি।

গত ৪ঠা জুন রোববার রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) আয়োজিত ইফতার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান শেষে প্রেসক্লাবের ভিআইপি মিলনায়তনে দুই সংগঠনের নেতা ও সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী আলোচিত দু'টি ইস্যুতে হেফাজত বিষয়ে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন।

অতঃপর সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে ভাস্কর্য অপসারণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতীয় ঈদগাহ সংলগ্ন সুপ্রীম কোর্টের যে স্থানটিতে গ্রীক গড অব থেমিসের আদলের ভাস্কর্যটি স্থাপন করা হয়েছিল সেই ভাস্কর্যের গায়ে শাড়ি পরানো হ'ল কেন? ভাস্কর্য স্থাপনের আগে বাইরে থেকে সুপ্রীম কোর্টের প্রবেশপথে দেশের মানচিত্র দেখা যেত। ঐটি স্থাপনের পর সেটি ঢেকে যায়। তাছাড়া জাতীয় ঈদগাহের সামনে ছালাতের সময় এটি দেখা গেলে দৃষ্টিকটু লাগত। তাই ওটি সরানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সুলতানা কামাল ও শাহরিয়ার কবীরের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, ভাস্কর্য সরানোর ফলে অনেকে ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে ধর্ম গেল গেল বলে চিৎকার করছেন। আন্দোলন করছেন। কেউ কেউ ভাস্কর্য সরালে মসজিদও সরাতে হবে এমন কথাও বলছেন।

তিনি ইমরান এইচ সরকার (গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র)-এর সমালোচনা করে বলেন, যাদের তিনি জিরো থেকে হিরো বানিয়েছিলেন তারা এখন আন্দোলন করছেন। তারা কি ভুলে গেছেন শাহবাগে তাদের যখন হেফাজতিরা তাড়া করেছিল, তখন তাদের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বাঁচিয়েছিল।

বাস্তবতা বিবেচনা না করে অনেক মন্ত্রী তার বিরুদ্ধে বক্তব্য-বিবৃতি দিয়েছেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী এ সময় তার পাশে বসে থাকা তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ছাড়াও রাশেদ খান মেনন ও আসাদুজ্জামান নূরের নাম উল্লেখ করে বলেন, আমার বিরুদ্ধে কথা বলার আগে তারা পদত্যাগ করতে পারতেন।

[ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। সেই সাথে নাস্তিকগুলোকে মন্ত্রীসভা থেকে ছাটাই করার আবেদন রইল (স.স.)।]

শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিনামূল্যে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কর্মসূচী চলছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) নাক, কান ও গলা বিভাগে সম্পূর্ণ বধিরদের জন্য একটি চিকিৎসা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের কানে বিনামূল্যে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট স্থাপন করা হচ্ছে। সাধারণভাবে এ চিকিৎসায় ২০ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়। এ পর্যন্ত ১৫২ জন মুক ও বধির সুস্থ জীবনে ফিরে এসেছে। আগামী জুন মাসের মধ্যে আরো ৫০ জন শ্রবণ প্রতিবন্ধীকে ব্যয়বহুল এই চিকিৎসাসেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেয়া হবে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডা. কামরুল হাসান খান বলেন, শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় অন্যান্য সাধারণ মহতী সেবা চালু রয়েছে। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুরাও লাখ লাখ টাকার এ চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাচ্ছে।

এমনই একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি গবেষক খবীরুদ্দীন। কলেজের ছাত্র থাকা অবস্থায় হঠাৎ মারাত্মক জ্বরাক্রান্ত হয়ে লোপ পায় তার শ্রবণশক্তি। দমে না গিয়ে ঢাবি থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে অনার্স ও মাস্টার্স শেষ করেন। কিন্তু এমফিল করতে গিয়ে জানতে পারেন একজন শ্রবণ প্রতিবন্ধীর পক্ষে গবেষণা কাজ (এম.ফিল) সম্ভব নয়। এতে মানসিকভাবে ভেঙ্গে না পড়ে খুঁজতে থাকেন মুক্তির উপায়। অতঃপর বিনামূল্যে এই চিকিৎসার কথা জানতে পেরে আবেদন করেন এবং কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সুস্থ জীবনে ফিরে আসেন।

৩৮ বছরে ছুটি নেননি শিক্ষক বাহাজুদ্দীন

তাঁর প্রথম সন্তানের জন্ম হয়েছিল ১৯৯২ সালে, জামালপুরের মাদারগঞ্জে। ইচ্ছা হচ্ছিল তখনই ছুটে গিয়ে মেয়ের মুখ দেখতে। টাঙ্গাইলের মধুপুর থেকে জামালপুর খুব দূরের পথ তো নয়। যাবেন কিভাবে, স্কুল যে খোলা! চাইলেই ছুটি নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু এ শিক্ষক তো তেমন নন। পিতৃত্বের পরম আনন্দ দায়িত্বের কাছে হার মানল। সপ্তাহের ছুটির দিনটিই বেছে নিলেন মেয়েকে দেখার জন্য।

অন্য আরও একদিন। ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে এক শুক্রবারে স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন মাদারগঞ্জে শ্বশুরবাড়িতে। পরদিন ভোরে রওনা হ'তে গিয়ে দেখেন হরতাল। রাস্তায় যানবাহন চলছে না। শ্বশুরবাড়ি থেকে একটি সাইকেল জোগাড় করে স্ত্রীকে নিয়ে রওনা হন। ৪৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সময়ের কয়েক মিনিট আগেই ক্লাসে পৌঁছেন।

টাঙ্গাইলের মধুপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বাহাজুদ্দীন ফকীরের জীবনের টুকরো গল্প এসব। এই ৩৮ বছরের চাকরি জীবনে এক দিনও তিনি প্রাপ্য ছুটি কাটাননি। সম্প্রতি অবসরে যান এই মহান শিক্ষক। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে আরো দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মধুপুর উপযেলার বাসিন্দা বাহাজুদ্দীন স্নাতক (বিএ) পাস করে ১৯৭৯ সালে মধুপুর উচ্চবিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে যোগ দেন। ৩৮ বছরের চাকরী জীবনে হাসি-কান্নার অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। কিন্তু এসব ঘটনা তাঁকে স্কুলে সময়মতো হাযির হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তিনি জানান, ২০০৩ সালের ২৭শে জুন পিতা আব্দুল হামীদ ফকির মারা যান। সেদিন ছিল শুক্রবার। দাফন সম্পন্ন করে পরদিন স্কুলে সময়মতো হাযির হয়ে যান।

স্কুলে ক্যাজুয়াল লিভ (সিএল) বোনাস চালু রয়েছে। ফলে যে শিক্ষক-কর্মচারী সারা বছরে এক দিনও অনুপস্থিত থাকবেন না, তাকে এক মাসের বেতন সমপরিমাণ বোনাস দেওয়া হয়। ১৯৮৮ সালে বিধানটি চালু হওয়ার পর প্রতিবছর এই বোনাস পেয়েছেন তিনি।

বাহাজুদ্দীনের ভাষ্য, ৩৮ বছরে অন্তত ৭৬০ দিন প্রাপ্য ছুটি না নিয়ে ক'টা দিন আমি শিক্ষার্থীদের বেশী পড়াতে পেরেছি। দীর্ঘ চাকরি জীবনে এটাই আমার আনন্দ।

Contents

বিদেশ

পরমাণু যুদ্ধে ব্রিটিশ রাজপরিবার এবং প্রধানমন্ত্রীর গোপন আশ্রয়

বৃটেনে ১০০ ফুট গভীরে গোপন শহর বার্লিংটন

রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমা জোটের দ্বন্দ্ব ফের উসকে দিচ্ছে স্নায়ুযুদ্ধকালীন বাস্তবতা। পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার সামরিক কার্যক্রম বৃদ্ধিতে সম্প্রতি শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে আগাম পরমাণু হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছেন ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী মাইকেল ফ্যালন। অন্যদিকে মস্কো থেকে বলা হয়েছে, ভুল করলে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে যাবে ব্রিটেন। তবে সম্ভাব্য পরমাণু যুদ্ধ শুরু হ'লে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও রাজপরিবারকে রক্ষা করে সরকার পরিচালনা করতে বহু বছর আগে থেকেই তৈরী করে রাখা হয়েছে এক গোপন শহর। দেশটির উইল্টশায়ারের কোর্সহ্যাম শহরে মাটির ১০০ ফুট গভীরে বার্লিংটন নামের গোপন শহরটি অবস্থিত। পরমাণু হামলা চালালে ব্রিটিশ সরকার যরূরীভাবে ঐ শহর থেকেই দেশ পরিচালনা করবে। ১৯৫০ সালে নির্মিত ঐ বাঙ্কারটিতে রয়েছে হাসপাতাল, ক্যান্টিন, রান্নাঘর, লন্ড্রি সহ প্রশাসনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার মতো যাবতীয় ব্যবস্থাপনা। ২৪০ একর জায়গায় এ ধরনের বাঙ্কার শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্তই ছিল। সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান, যিনি দেশটির রাজপরিবারের একজন সদস্য ছিলেন তার ইচ্ছায় ঐ বাঙ্কারটি তৈরী করা হয়েছিল। পানি ও শৌচাগারসহ বসবাসের সব ধরনের ব্যবস্থাই আছে সেখানে। মাটির নিচে ঐ শহরটিতে রয়েছে ৬০ মাইলের বেশি ভূগর্ভস্থ সড়ক, একটি হ্রদ ও বেকারী। এমনকি এখনো সেখানে অনেক টেলিফোন সেট রয়েছে যা ব্যবহৃত হয়নি।

গোপন ঐ শহরটির তাপমাত্রা সবসময় ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে। এছাড়া বাঙ্কারটিতে রাখা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বিপুল সংখ্যক বই। পরমাণু যুদ্ধে যুক্তরাজ্য পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেলেও যেন দেশটিকে পুনর্গঠন করা যায়, সেজন্য পর্যাপ্ত তথ্য বইগুলোতে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। বইগুলোতে স্থান পেয়েছে মানচিত্র, বৈজ্ঞানিক তথ্য, পার্লামেন্টের আইন এবং অসংখ্য প্রযুক্তিগত ম্যানুয়াল।

টানা তিন মাস অবস্থানের জন্য বাঙ্কারের অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত জ্বালানির সুব্যবস্থা রয়েছে। আর সুদীর্ঘ ভূগর্ভস্থ এই শহরের ভেতরে চলাচলের জন্য তৈরি করা হয়েছিল ব্যাটারিচালিত বেশ কিছু গাড়ি। সম্প্রতি ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের কাছে গোপন এই শহরটি উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার শীর্ষ তালিকায় ভারত

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে ভারতের নাম। বিশ্বের ১৯৮ দেশের মধ্যে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতায় ভারতের অবস্থান চতুর্থ। ভারতের আগে রয়েছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত সিরিয়া, নাইজেরিয়া ও ইরাকের নাম। মার্কিন সমাজ-গবেষণা সংস্থা 'পিউ রিসার্চ সেন্টার' এই তথ্য প্রকাশ করেছে।

রিপোর্টে দেখা যায়, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর মুসলিম নির্যাতন তথা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতায় বিশ্বে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে ভারত। নরেন্দ্র মোদীর শাসনামল তথা গত দু'বছরে দেশটিতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। বিশ্বের বাকী ১৯৪টি দেশকে পেছনে ফেলে ভারত দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা কাকে বলে!

১১ই এপ্রিল'১৭-তে প্রকাশিত পিউ রিসার্চ সেন্টারের গবেষণা ফলাফলে জানা গেছে, আগের তিন বছরের মধ্যে ২০১৫ সালে ভারতে যে শুধুই ধর্মকে কেন্দ্র করে অশান্তির ঘটনা বেড়েছে, তাই নয়; সংখ্যালঘু মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকারের ওপর সরকারি হস্তক্ষেপ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বিধিনিষেধ আরোপ ও ধর্মকে কেন্দ্র করে সামাজিক অস্থিরতার ঘটনা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। বেড়েছে জাতি বা বর্ণ-ঘৃণাজনিত অপরাধের ঘটনা, হিংসা, সাম্প্রদায়িক হিংসা, ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাস। বেড়েছে মুসলমানদের ধর্মাচরণে বাধা দেয়ার ঘটনা। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে পোষাক না পরায় নানাভাবে নারীদের হেনস্থা করার ও ধর্মান্তরের ঘটনা। মুসলিম নাগরিকদের পাশাপাশি ভারতে হিন্দুদের মধ্যেও বিভেদ আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। দলিতদের ওপর উচ্চ বর্ণহিন্দুদের নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে; কখনো কখনো সেটা চলে গেছে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনের পর্যায়ে।

গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশের পর সংস্থার মূল গবেষক অধ্যাপক কাত্যায়ুন কিশি সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, ভারতে হিন্দু ও মুসলিম, এই দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা ও দাঙ্গার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। যার সংখ্যা আগের তিন বছরের চেয়ে অনেক বেশি। অধ্যাপক কিশি বলেছেন, সেখানে পর্যাপ্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সরকারী পদে তাদের প্রমোশন রুখে দেয়া হচ্ছে। ভারতের ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর সর্বশেষ পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, খুন, ধর্ষণ, নির্যাতন, হেনস্থার সবচেয়ে বেশী শিকার হচ্ছে দলিত নারীরা।

প্রতিবছর ৭ শত পিতৃহীন মেয়েকে বিবাহ দেন যে ব্যবসায়ী!

ভারতে প্রাপ্ত বয়স্ক পিতৃহীন মেয়েদের বিয়ের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছেন দেশটির এক ব্যবসায়ী। রিয়েল এস্টেট বিজনেস টাইফুন মহেশ ২০০৮ সাল হ'তে প্রতিবছর ৭শ'-এর অধিক অসহায় মেয়েকে বিয়ে দিয়ে আসছেন নিজের অর্থে। বিয়ের অনুষ্ঠানের সব ব্যয় তিনি বহন করা ছাড়াও তার মেয়ে হওয়া সব নববধূর প্রত্যেককেই স্বর্ণ, গহণা ও আসবাবপত্রের জন্য প্রায় ৪ লাখ রূপি করে দিয়ে থাকেন তিনি। প্রতি বছরই বিশাল ঐ বিয়ের অনুষ্ঠানে মহেশ নিজেই এসব মেয়ের পিতা হিসাবে বিয়ে দেন।

জানা যায়, ৮ বছর পূর্বে তার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মেয়ে বিয়ের আগে মারা যান। সে সময় ঐ মেয়ের বিয়ের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন মহেশ। মহেশ জানান, 'ঐ ঘটনার পর হ'তে পিতৃহীন মেয়েদের বিয়ের দায়িত্ব পালন করি। কারণ স্বামী হারানোর পর ঐসব মায়েদের জন্য মেয়েকে বিয়ে দেওয়া খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সব ধর্মের মেয়েদের নিজ দায়িত্বে বিয়ে দেন তিনি। আগে পৃথকভাবে এসব মেয়ের বিয়ে দিলেও ২০১২ সাল হ'তে ডিসেম্বর মাসে তার প্রতিষ্ঠিত পিপি সাভানি স্কুলের মাঠে গণ বিয়ের আয়োজন করে থাকেন। গত বছর গণ বিয়েতে ১ লাখ মানুষের খাবার পানীয় ও উপহারের ব্যবস্থা করেছিলেন মহেশ।

তবে বিয়ের পরই দায়িত্ব শেষ করে দেন না। বরং বিয়ের পর যেকোন সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি উপহার সহ হাযির থাকেন। পিতৃহারা মেয়েদের অভিভাবক হয়ে বিয়ে দেওয়ার সময় ঐ মেয়ে ও তার মায়ের মুখে যে খুশির ঝিলিক তিনি দেখতে পান, সেটিই তার বড় প্রাপ্তি বলে জানিয়েছেন মহেশ। যতদিন আর্থিক সামর্থ্য থাকবে, ততদিন তিনি এই মহৎ কাজ করে যাবেন- এটার তার কামনা।

[মহেশ যদি ঈমান আনতেন এবং আল্লাহকে খুশী করার জন্য এ কাজ করতেন, তাহ'লে তিনি ইহকাল ও পরকালে সুখী হ'তে পারতেন। আমরা তাঁকে 'মুসলিম' হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। সেই সাথে অন্যদেরকে তার এই মহতী কাজের অনুসারী হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি (স.স.)]

Contents

বিবাহ বহির্ভূত একত্রে বসবাস নিষিদ্ধ করলেন বুরুন্ডির প্রেসিডেন্ট

অবিবাহিত দম্পতিদের অবিলম্বে বিয়ের নির্দেশ দিয়েছেন আফ্রিকার দেশ বুরুন্ডির প্রেসিডেন্ট পিয়েরে কুরুনজিজা। এজন্য চলতি বছরের শেষ পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছেন তিনি। এরই মধ্যে দেশটির যেসব নারী-পুরুষ বিয়ে না করে একসঙ্গে বসবাস করছেন কিংবা সন্তান নিয়েছেন, তাদের বিয়ে করতে হবে। সম্পর্ককে আইনগতভাবে বৈধ করতে হবে।

৯০ শতাংশ খৃষ্টানের দেশ বুরুন্ডির সমাজ ব্যবস্থায় বড় রকমের সংস্কার কাজ শুরু করেছেন প্রেসিডেন্ট পিয়েরে। এজন্য ব্যাপক মাত্রায় প্রচারণা শুরু করেছেন। এমনই এক সংস্কারমূলক প্রচারণা কার্যক্রমের উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি এ আদেশ দেন।

পিয়েরের মতে, এ সিদ্ধান্ত বুরুন্ডির সমাজ ব্যবস্থায় পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান জোরদার করবে। পারিবারিক মূল্যবোধ জোরালো করবে। তিনি জানান, এখন থেকে বুরুন্ডিতে কেউ বিয়ে না করে সংসার করতে কিংবা সন্তান নিতে পারবেন না। কোন দম্পতি আদেশ অমান্য করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র টেরেন্স তাহিরাজা বলেন, বিগত দিনগুলোতে দেশটিতে বিবাহ বহির্ভূত একত্রে বসবাসের প্রবণতা অনেক বেড়েছে। এ সমস্যা সমাধানে সরকার ও গির্জাগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। বিয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরী করতে হবে। তবেই ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ জোরদার হবে। যার মাধ্যমে দেশ ও সমাজের উন্নতি নিশ্চিত হবে।

মুসলিম জাহান

পাকিস্তানে স্কুল-কলেজে কুরআন পাঠ বাধ্যতামূলক করে বিল পাস

পাকিস্তানে জাতীয় আইনসভায় প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত কুরআন পাঠ বাধ্যতামূলক করে বিল পাস হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক মুসলিম শিক্ষার্থীকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে কুরআন পাঠ করতেই হবে। বিলটি প্রেসিডেন্ট মামনূন হোসাইনের স্বাক্ষরের অপেক্ষায় রয়েছে। এরপরেই সেটি আইনে রূপান্তরিত হবে। এই আইন একমাত্র মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্যই প্রযোজ্য হবে। 'কম্পুলসারি টিচিং অফ দি হলি কুরআন বিল ২০১৭'-এ বলা হয়েছে, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা উর্দূ অনুবাদসহ আরবী কুরআন পাঠ করবে।

কাজাখস্তানে ছিয়ামপালনকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে

কাজাখস্তান মধ্য এশিয়া ও ইউরোপের একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এটি বিশ্বের নবম বৃহত্তম দেশ ও বৃহত্তম স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র। কাজাখস্তানের সবচেয়ে বড় শহর আলমাতি হ'লেও দেশের উত্তর অংশে অবস্থিত আস্তানা দেশটির রাজধানী। এ দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ মুসলমান। রাশিয়া ১৮৭০ থেকে ১৮৭৬ সালের মধ্যে কাজাখস্তান দখল করে নেয়। অতঃপর দেশটি জারের অধীনে ছিল ১৯১৭ সাল পর্যন্ত। এরপর সোভিয়ত ইউনিয়নের অধীনে ছিল ১৯৯১ সালের স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত। গোটা কাজাখস্তানে আছে দেড় হাযারের মতো মসজিদ। দেশটিতে এক সময় ইসলাম নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন অবস্থা বদলেছে। ধীরে ধীরে মানুষ ইসলাম চর্চায় মনোযোগী হচ্ছে। বর্তমানে ২-৩ শতাংশ মুসলিম নারী মাথায় স্কার্ফ কিংবা হিজাব পরিধান করেন। দেশটির ২০ শতাংশ মুসলমান ছালাত আদায় করে। তবে ছিয়াম পালনকারীর সংখ্যা অনেক বেশী। সেখানকার মুসলমানদের দৈনিক সাড়ে ১৮ ঘণ্টা ছিয়াম রাখতে হয়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বিনা খরচে চলবে বুলবুলের সোলার কার

এই প্রথম দেশে চার চাকার সোলার কার উদ্ভাবন করল বাংলাদেশী তরুণ বুলবুল। তিনি কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ার বাসিন্দা। ২০১০ সাল থেকে তিনি সোলার কার বানানোর প্রচেষ্টা শুরু করেন। শুরুতে তিনি নানান প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখী হন। কিন্তু বাঁধা পেয়েও থেমে থাকেননি। সাত বছরের প্রচেষ্টার পর সফলতা পান। তৈরি করেন চার চাকার সোলার কার। যেটি দেখতে গাড়ির মতই। গাড়ির মত স্ট্রিয়ারিংও আছে। বুলবুল তার উদ্ভাবিত গাড়িটির নাম দিয়েছেন 'এমবিআই সোলার কার'।

মোট পাঁচ আসনের এ যানটি ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার গতিতে চলবে। গাড়িটিতে ৮০ ওয়াটের চারটি সোলার প্যানেল ও ১২ ভোল্টের পাঁচটি ব্যাটারী ব্যবহার করা হয়েছে। সোলার কারটি তৈরি করতে বুলবুলের খরচ হয়েছে দেড় লাখ টাকার কিছু বেশী। সোলারের পাশাপাশি বিদ্যুৎ দিয়ে ব্যাটারী চার্জ করা যাবে। বুলবুল বলেন, দিনের বেলায় গ্যাস ও বিদ্যুৎ ছাড়াই চলবে চার চাকার এই গাড়ি। তাই খরচ নেই বললেই চলে।

চাকরী পেল রোবট পুলিশ

দুবাই পুলিশ বিভাগে প্রথমবারের মত একটি রোবট পুলিশকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শহরের শপিং মল এবং পর্যটন এলাকাগুলোতে টহল দেবে এই রোবট। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ যেকোন অপরাধের তথ্য দিতে পারবে, জরিমানা প্রদান করতে পারবে এবং এর বুকে থাকা টাচস্ক্রিন ব্যবহার করে বিভিন্ন তথ্য নিতে পারবে।

দুবাইয়ের সরকার বলছে, ২০৩০ সালের মধ্যে পুলিশ বাহিনীর ৩০ শতাংশ রোবটিক করার লক্ষ্য আছে তাদের।

দুবাই পুলিশের স্মার্ট সার্ভিসের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার খালিদ আল-রাজুকি বলেন, রোবট সর্বক্ষণ মানুষকে সেবা দিতে পারবে। একইসাথে কমান্ড এবং কন্ট্রোল সেন্টারের সাথে সারাক্ষণ সংযুক্ত থাকার মাধ্যমে অপরাধ দমনেও এসব রোবট সহায়তা করতে পারবে। বর্তমানে এটি শুধুমাত্র ইংরেজি ও আরবীতে কথা বলতে পারে। পরবর্তীতে এতে রুশ, চাইনিজ, ফরাসী এবং স্প্যানিশ ভাষাও সংযুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

চাইলেই ইচ্ছা মত আবহাওয়া!

মস্কোর সবচেয়ে বড় সামরিক প্যারেডের একদিন আগেই শুরু হয়েছিল বৃষ্টি। আবহাওয়াবিদরা বলেছিলেন, পরদিন তুষারপাত এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এতকিছুর পরও প্যারেডের সময়টা কিন্তু রৌদ্রোজ্জ্বল ছিল। কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব হ'ল?

এটা সম্ভব হয়েছে রুশ বিমানবাহিনীর 'ক্লাউড সিডিং'-এর কারণে। যে সময়টায় আকাশ পরিষ্কার থাকার প্রয়োজন, সেই সময়ের আগে বৃষ্টি কণার বীজ বপন করে বৃষ্টি ঝরিয়ে আকাশ পরিষ্কার করে ফেলা হয়। এর ফলে ঠিক প্যারেডের সময় সিটি সেন্টারে আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। প্যারেড শেষের দিকে আকাশে একটু একটু করে মেঘ জমতে থাকল আর প্যারেড শেষে পুরো আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল।

ক্লাউড সিডিং-এর কাজ হ'ল- ঝড়ো মেঘের মধ্যে বিমানের মাধ্যমে কৃত্রিম নিউক্লিয়াস প্রবেশ করানো। এর ফলে মেঘ ঐ নিউক্লিয়াসের সাথে ঘনীভূত হয়ে ছোট ছোট বরফে পরিণত হয়। তবে আবহাওয়াবিদদের মতে, ক্লাউড সিডিং এর প্রযুক্তি ছোট এলাকায় কাজ করে। কিন্তু বিস্তৃত পরিসরে এটা সম্ভব নয়।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আমীরে জামা'আতের সাক্ষাৎ

ঢাকা ২৪শে এপ্রিল'১৭ সোমবার : অদ্য রাত সাড়ে দশটায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান কামাল এর সাথে তার ধানমণ্ডির বাসভবনে এক বিশেষ সাক্ষাতে মিলিত হন। সাক্ষাৎকারে তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শান্তিপূর্ণ কর্মসূচী তুলে ধরেন। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশাসন কর্তৃক 'আন্দোলন'-এর কর্মসূচীতে বাধা প্রদানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি দেশের সর্বত্র অবাধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনকে' কর্মসূচী পালনের সুযোগ দানের জন্য মন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, চরমপন্থীদের প্রতিরোধ করতে হ'লে এদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তি জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। এতে নতুন করে কেউ আর ঐ পথে পা বাড়াবে না। এই আক্বীদা সংশোধনের কাজটিই আহলেহাদীছ আন্দোলন অত্যন্ত জোরালো ভাবে করে যাচ্ছে। তিনি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ওয়েবসাইটে 'হ্যালো সিটি' এ্যাপস এর প্রমোশনাল ভিডিওতে তাঁর লেখা 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' এবং মাওলানা আহমাদ আলী রচিত 'আক্বীদায়ে মোহাম্মদী' বই প্রদর্শন করায় অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে উক্ত বই দু'টি উক্ত এ্যাপস হ'তে অপসারণের দাবী জানান। এ সময় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট কয়েকটি লিখিত দাবীনামা পেশ করা হয় এবং মাননীয় মন্ত্রী সেগুলি যথাসম্ভব দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন।

উক্ত সাক্ষাতে আমীরে জামা'আতের সাথে ছিলেন, সাতক্ষীরা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মীর মোস্তাক আহমাদ রবি, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও ঢাকা যেলার অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ।

ইসলামী সম্মেলন

জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হৌন!

রমনা, ঢাকা ২২শে মে সোমবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন ২০১৭-য়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সভাপতির ভাষণে সকলের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, ইসলাম শান্তি-নিরাপত্তা, উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার ধর্ম। যা মানুষকে সর্বদা শান্তি ও কল্যাণের পথ দেখায় এবং অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা পরিহারের প্রতি আহ্বান জানায়। কিন্তু বর্তমানে কিছু সুচতুর মানুষ জিহাদ ও ক্বিতালের নামে তরুণ ও যুবসমাজকে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদে উদ্বুদ্ধ করছে। ধর্মের নামে এক শ্রেণীর লোক ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে একদিকে যেমন আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে বিতর্কিত করছে, অন্যদিকে শান্তির ধর্ম ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। তিনি বলেন, সত্য কখনো বাধাহীন গতিতে এগিয়ে যায়নি। যাদের গন্তব্য জাতীয় সংসদ, আর যাদের গন্তব্য জান্নাতুল ফেরদৌস, উভয়ের চলার পথ এক হ'তে পারে না। অতএব যত বাধাই আসুক না কেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর প্রত্যেক কর্মীকে যেকোন মূল্যে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। সাথে সাথে জিহাদের নামে বর্তমানে যে সন্ত্রাস চলছে, এর বিরুদ্ধে আমাদের সকল সদস্যকে সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর কর্মীদের প্রতি উদার মানসিকতা প্রদর্শনের জন্য প্রশাসনের প্রতি আবেদন জানান।

মাত্র একদিন আগে অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও ৫২টি সাংগঠনিক যেলার প্রায় প্রত্যেকটি থেকে পূর্ব নির্ধারিত সংখ্যা অনুযায়ী নেতা-কর্মীগণ উক্ত সম্মেলনে যথাসময়ে সমবেত হন। যা ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত হওয়ায় মিলনায়তনের বাইরে কর্মীদের জন্য কয়েকটি প্রজেক্টর দেওয়া হয়। মিলনায়তনের কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী খাত উন্নয়ন বিষয়ক উপদেষ্টা ও বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব সালমান এফ রহমান বলেন, জঙ্গীবাদ গোটা মুসলিম উম্মাহ্র বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র। মুসলমানদেরকেই এ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে এখন মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করছে।

তিনি বলেন, প্রফেসর ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিবের সাথে আমার পূর্বে কোন পরিচয় ছিল না। ২০০৮ সালে বগুড়া জেলখানায় তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়। ইসলাম সম্পর্কে আমি সামান্যই জ্ঞান রাখি। তবে আগে থেকেই একটা প্রশ্নের আমি জবাব পেতাম না যে, ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন মাযহাব, শী'আ-সুন্নী এত ভাগ কেন? আমরা কেন এক হ'তে পারি না? তাঁর সাথে সাক্ষাতের প্রথম দিনেই আমি তাঁকে এ প্রশ্নটি করি। তখন তিনি আমাকে সুন্দরভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে দেন। সেদিন তিনি আমাকে যে বুঝ দিয়েছিলেন, সেটাই আমি এখন সবাইকে বলি যে, ইসলাম হ'ল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। সকলে আমরা যদি এটা মেনে চলি, তাহ'লে আর আমাদের মাঝে কোন বিভেদ থাকবে না। অনেকে আমাকে বলে আমি আহলেহাদীছ হয়ে গেছি, সালাফী হয়ে গেছি, ওয়াহাবী হয়ে গেছি। আমি বলি, না ভাই আমি কেবল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে চলি।

তিনি বলেন, সরকার যাদেরকে জঙ্গীবাদের অভিযোগে গ্রেফতার করছে, তাদের অনেকে বলে আমি আহলেহাদীছ। সে বুঝে বলে, না না বুঝে বলে সেটা অন্য বিষয়। ফলে গোটা আহলেহাদীছ জামা'আত এতে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। আমি সরকারকে বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করছি। আপনাদেরকেও এই অপপ্রচার বন্ধে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আহলেহাদীছ তথা কুরআন-হাদীছের অনুসারীদের ছহীহ পথে দৃঢ় রাখার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সাথে সাথে জিহাদের প্রকৃত ব্যাখ্যা জনগণের নিকটে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে হবে। তিনি বলেন, আপনাদের বিরুদ্ধে পুলিশের Hello CT Apps থেকে 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' বই এবং 'আক্বীদায়ে মোহাম্মদী' বই দু'টি দু'এক দিনের মধ্যে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে বলে আমি আশা করি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সাতক্ষীরা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মীর মোস্তাক আহমেদ রবি বলেন, আপনাদের কার্যক্রম যথেষ্ট ভালো। আপনারা সন্ত্রাস ও জঙ্গীবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। আমি কামনা করি যে, আপনাদের এই আহলেহাদীছ আন্দোলন আরো দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাক। আর

স্বরাষ্টমন্ত্রীসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা আছেন, তাদেরকে আপনাদের বিষয়টি আমরা বুঝানোর চেষ্টা করছি। অতএব আপনাদের কোন বাধা আগামীতে থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

অতিথিদের বক্তব্যের আগে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম সরকারের প্রতি নিম্নোক্ত পরামর্শ ও সংগঠনের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত দাবী সমূহ পেশ করেন।-

পরামর্শ সমূহ : (১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং তার অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহ সম্পর্কে সরকার ও প্রশাসনকে পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে এবং তাদের সম্পর্কে অহেতুক ধারণা করা হ'তে বিরত থাকতে হবে।

(২) জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে অত্র সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই, পত্রিকা ও বক্তৃতা সমূহ ব্যাপকভাবে প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। (৩) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-কে সারা দেশে অবাধে সাংগঠনিক প্রোগ্রাম চালানোর সুযোগ দিতে হবে। (৪) ইতিমধ্যে তাদের যেসব নেতা-কর্মীকে সন্দেহবশে মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে অহেতুক হয়রানী বন্ধ করতে হবে। (৫) জঙ্গীবাদের পক্ষে অনলাইন প্রচার সমূহ কার্যকরভাবে বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৬) ফেব্রুয়ারী'১৭-তে র‍্যাব কর্তৃক প্রকাশিত জঙ্গীবাদ বিরোধী বইয়ে ৩২ ও ৩৩ পৃষ্ঠায় ৩ ও ৪ নং বিষয়ে আহলেহাদীছ ও সালাফীদের বিরুদ্ধে ও তাদের আক্বীদার বিরুদ্ধে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হয়েছে, সেগুলি অনতিবিলম্বে বাদ দিতে হবে। সেই সাথে পুলিশের Hello CT Apps থেকে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে আমীরে জামা'আত লিখিত 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' বই এবং 'আক্বীদায়ে মোহাম্মদী' বই দু'টি প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

দাবী সমূহ : (১) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর পরিচালনা কমিটিতে আহলেহাদীছ প্রতিনিধি রাখতে হবে এবং সেখানে আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের বই-পত্র সসম্মানে স্থান পায়, সে ব্যবস্থা করতে হবে। (২) বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে অন্ততঃ একজন আহলেহাদীছ ইমাম রাখতে হবে এবং তিনি যাতে মাসে কমপক্ষে একটি খুৎবা দিতে পারেন, তার ব্যবস্থা করতে হবে। (৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিলেবাস কমিটিতে ও ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটিতে আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের প্রতিনিধি রাখতে হবে। (৪) হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড এবং দারুলহাদীছ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দিতে হবে।

(৫) হাইকোর্টের সামনে স্থাপিত দেবীমূর্তি সরাতে হবে। সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যের নামে ঢাকার রাজপথের বিভিন্ন মোড়ে মূর্তি নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। মসজিদ নগরী ঢাকার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুর্রুল হুদা, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা), অধ্যাপক জালালুদ্দীন (নরসিংদী), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া), 'সোনামণি' পরিচালক আব্দুল হালীম (রাজশাহী), 'আন্দোলন'-এর কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, ঢাকা যেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, নারায়ণগঞ্জ যেলা সভাপতি শফীকুল ইসলাম, ঢাকার মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, বায়তুল মা'মূর জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা শামসুর রহমান, মাওলানা মুখলেছুর রহমান (নওগাঁ) প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (ঢাবি)। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট) ও রোকনুয্যামান (সাতক্ষীরা)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল নূরুল ইসলাম *(সংবাদটি ঐদিন ইণ্ডেপেনডেন্ট, ডিবিসি ও বাংলা ভিশন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হয় এবং ২৩শে মে'১৭ দৈনিক প্রথম আলো ৪র্থ পৃ. ৪-৬ কলাম; নয়াদিগন্ত ২য় পৃ. ২য় কলাম; ইংরেজী দৈনিক ইণ্ডেপেনডেন্ট ২য় পৃ. ১-৫ কলাম ও ২৪শে মে দৈনিক ইনকিলাব ৫ম পৃ. ৬-৮ কলামে প্রকাশিত হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানটি ইন্টারনেটে লাইভ সম্প্রচার করা হয়)*।

সুধী সমাবেশ

লালপুর, নাটোর ২৫শে মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালপুর উপযেলার উদ্যোগে স্থানীয় দেবরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপযেলার আহলেহাদীছ মসজিদ সমূহের ইমাম, সভাপতি ও সেক্রেটারীদের সমন্বয়ে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দুয়ারিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ সেলীম রেযা, রহীমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, বামনগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম আবুল হোসাইন ও রামকান্তপুর জামে মসজিদের ইমাম বেলায়েত হোসাইন প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

দখিন্নপাড়া, পাগলা ময়মনসিংহ ২৩শে মে মঙ্গলবার : অদ্য বেলা ১১-টায় ময়মনসিংহ যেলার গফরগাঁও উপযেলার পাগলা থানাধীন দখিন্নপাড়া গ্রামে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার প্রচার সম্পাদক ক্বারী হারূণ-এর বাসায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

টাঙ্গাব, সউদী বাযার, ময়মনসিংহ ২৩শে মে মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব ময়মনসিংহ যেলার গফরগাঁও থানাধীন টাঙ্গাব সঊদী বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গফরগাঁও উপযেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাজী রমীযুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

কলাদিয়া, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ ২৪শে মে বুধবার : অদ্য বাদ যোহর কিশোরগঞ্জ যেলার পাকুন্দিয়া থানাধীন কলাদিয়া

আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ও মুতাওয়াল্লী ডাঃ যিয়াউল হক ও অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ মা'ছূম প্রমুখ।

মাহিনন্দ, কিশোরগঞ্জ ২৫শে মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ এশা কিশোরগঞ্জ যেলার সদর থানাধীন মাহিনন্দ আহলেহাদীছ হাফেযিয়া মাদ্রাসা মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী হাজী ছিদ্দীকুর রহমান মুন্সীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

মেকিয়ারকান্দা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ২৬শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ এশা ময়মনসিংহ যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ারকান্দা বাযার সংলগ্ন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদরাসা মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ধোবাউড়া উপযেলার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইবরাহীম খলীল ও মাদরাসার পরিচালক মুহাম্মাদ আকবার আলী প্রমুখ।

কমলপুর, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ২৭শে মে শনিবার : অদ্য বাদ এশা ময়মনসিংহ যেলার ধোবাউড়া থানাধীন সীমান্তবর্তী গ্রাম কমলপুরের স্থানীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুরব্বী জনাব নাজমুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

পূর্ব শ্রীপুর, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ২৮শে মে রবিবার : অদ্য বাদ এশা ময়মনসিংহ যেলার ধোবাউড়া থানাধীন পূর্বশ্রীপুর গ্রামে সদ্য প্রতিষ্ঠিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুরব্বী জনাব মুনীরুদ্দীন আকন্দ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

যুবসংঘ

প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৪ঠা মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পূর্ব পার্শ্বস্থ হলরুমে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম।

আল-'আওন

বামুন্দী, মেহেরপুর ৫ই মে শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় বামুন্দী বাযার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সমাজকল্যাণ সংগঠন 'আল-'আওন' (স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)-এর উদ্যোগে কমিটি গঠন ও রক্তের গ্রুপ নির্ধারণ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বামুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল আউয়ালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের সভাপতি ডাঃ আব্দুল মতীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও বামুন্দী কমিউনিটি ক্লিনিকের উপ-সহকারী পরিচালক ডা. নূরুল হুদা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-'আওনের সহ-সভাপতি আরীফুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়া, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মোফাক্কার হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকজনের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়। অতঃপর মুহাম্মাদ নাজমুল হুসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ইয়াকূব আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট আল-'আওনের মেহেরপুর যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার সাবেক সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফ আলী বিশ্বাস (৫৬) দীর্ঘদিন যাবত প্যারালাইসিসে আক্রান্ত থাকাবস্থায় গত ৩০শে মে মঙ্গলবার সকাল ৭-টা ২০ মিনিটে কুলনিয়া গ্রামে নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ৩ কন্যা, বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। ঐ দিন বাদ আছর কুলনিয়া স্কুল মাঠে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তার মেঝ ছেলে মুহাম্মাদ ইয়াসীন আলী। অতঃপর পাবনা সদর কবরস্থানে তাকে দফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তার মাগফেরাতের জন্য দো'আ করেন। অতঃপর যেলা 'আন্দোলন'-এর বর্তমান সেশনের সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ শিরীন বিশ্বাসের সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলেন ও মাইয়েতের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর

কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করুন!

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ জেনারেল ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১০ ২০০৮৫২২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন (১/৩৬১) : বাড়ীতে কাজের ঝামেলায় যোহরের ছালাত ও বাজারে বেচা-কেনার ভীড়ে আছরের ছালাত জামা'আতে আদায় করা সম্ভব হয় না। এভাবে দুনিয়াবী কারণে নিয়মিত জামা'আত ত্যাগ করলে গুনাহগার হ'তে হবে কি?

-যুবায়ের আলম, গ্রীণ রোড, ঢাকা।

উত্তর : এরূপ নিয়মিত করা যাবে না। উপরোক্ত কারণসমূহ গ্রহণযোগ্য কোন শারঈ ওযর নয়। বরং ছালাতের সময় দোকান বন্ধ রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'যখন জুম'আর দিন ছালাতের আযান হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের দিকে দৌড়ে যাও এবং ব্যবসা ছাড়' *(জুম'আ ৬২/৯)*। এটি কেবল জুম'আর ছালাতের জন্য নয়, সকল ফরয ছালাতের জন্য প্রযোজ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনল, অথচ জামা'আতে এলো না, তার ছালাত হ'ল না। তবে বিশেষ ওযর ব্যতীত' *(ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২০৬৪; মিশকাত হা/১০৭৭)*। অতএব বিনা ওযরে বাড়িতে বা দোকানে ফরয ছালাত আদায় করলে ছালাতের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে। তবে নিয়মিতভাবে ওয়াজিব ত্যাগ করার কারণে গুনাহগার হ'তে হবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/৭০)*।

প্রশ্ন (২/৩৬২) : সিজদাকালীন সময়ে দেহের পিছনের কিছু অংশের সতর অনিচ্ছাকৃতভাবে উন্মুক্ত হয়ে গেলে ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

-মারযূক হোসাইন, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : অনিচ্ছাকৃতভাবে এরূপ ঘটে গেলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না *(বুখারী হা/৪৩০২; মিশকাত হা/১১২৬; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ২/১৭২)*। তবে বুঝতে পারার সাথে সাথে সতর ঢেকে ফেলতে হবে।

প্রশ্ন (৩/৩৬৩) : বিবাহের বৈঠকে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে দো'আ করা যাবে কি?

-আমীর হামযা, সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : বিবাহ শেষে বা ছালাত শেষে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে দো'আ করার রীতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত নয়। কেবলমাত্র 'ইস্তিসক্বা' অর্থাৎ বৃষ্টি প্রার্থনার ছালাতে এবং 'কুনূতে নাযেলাহ' ও 'কুনূতে বিতরে' ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দু'হাত তুলে দো'আ করতে পারেন।

অতএব বিবাহ পড়ানোর সময় প্রথমে খুৎবা পাঠ করবে এবং পরে বর-কনের জন্য রাসূল (ছাঃ) নির্দেশিত দো'আ পাঠ করবে। যেমন *বা-রাকাল্লা-হু লাকুমা ওয়া বা-রাকা 'আলাইকুমা ওয়া জামা'আ বায়নাকুমা ফী খায়রিন।* (এই বিবাহে আল্লাহ তোমাদের জন্য বরকত দান করুন ও তোমাদের উপর বরকত দান করুন এবং তোমাদের উভয়কে কল্যাণের সাথে একত্রিত করুন) *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৪৫; ছহীহুল জামে' হা/৪৭২৯)*।

প্রশ্ন (৪/৩৬৪) : হযরত ওমর (রাঃ) একবার একজন ছাহাবীকে সেনাপতি করে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি খুৎবা দিতে দিতে বলে উঠলেন তোমরা পিছনে তাকাও! শত্রু তোমাদের ঘিরে ফেলেছে। তার একথা সেনাপতি শুনতে পেলেন। এঘটনার সত্যতা আছে কি? যদি থাকে তবে গায়েব তো কেবল আল্লাহ জানেন?

-মুহাম্মাদ মা'রূফ, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : ঘটনাটি হ'ল- আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে (ইরানের দক্ষিণ হামদান এলাকার নাহাওয়ান্দে) 'সারিয়াহ' নামক জনৈক সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে তারা পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। তখন ওমর (রাঃ) মদীনার মসজিদে নববীতে খুৎবা দিচ্ছিলেন (যেখানে ওছমান ও আলী (রাঃ) সহ বহু ছাহাবী তাবেঈ ও মুছল্লী উপস্থিত ছিলেন)। এ সময় ওমর (রাঃ) চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, হে সারিয়া! পাহাড়ে আশ্রয় নাও। এই গায়েবী আওয়ায যুদ্ধ ক্ষেত্রে সবাই শুনতে পায়। তখন তারা পিছনে হটে পাহাড়ে আশ্রয় নেন। অতঃপর পুনরায় যুদ্ধ করে জিতে যান' *(বায়হাক্বী দালায়েল হা/২৬৫৫, ৭/১৮৬; মিশকাত হা/৫৯৫৪; ছহীহাহ হা/১১১০)*।

ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, এটি ওমর (রাঃ)-এর একটি মহান কারামত ও অত্যুচ্চ মর্যাদার প্রমাণ। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় রয়েছে। যেমন যুদ্ধ ক্ষেত্রের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠা। তাঁর আওয়ায সেখানে পৌঁছে যাওয়া। প্রত্যেকে সে আওয়ায শোনা। সেনাদলের বিজয় লাভ করা এবং তার দো'আর বরকতে তাদের সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া *(মিরক্বাত)*।

এটি ইলমে গায়েব হ'লেও ওমর (রাঃ) গায়েব জানতেন না। বরং গায়েবের মালিক আল্লাহ তাঁর প্রতি ইলহাম করেছিলেন। যেমনটি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি কখনো কখনো করে থাকেন। যেমন তিনি করেছিলেন মূসা (আঃ)-এর মায়ের প্রতি এবং আরও অনেকের প্রতি। এভাবে তিনি তার নেক বান্দাদের সম্মানিত করেন। যাকে 'কারামত' বা 'সম্মান' বলা হয়। অতএব এটি ছিল ওমর (রাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইলহাম বা প্রক্ষেপণ। যা দ্বারা তিনি ইসলামী বাহিনীকে বিজয়ী করেন।

ইসলামী শরী'আতে ইলহাম বা কারামত বিশুদ্ধ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/২৯৮, ১০/২৯-৩০; 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ডক্টরেট থিসিস (প্রকাশকাল : ১৯৯৬ খৃ. ১১০ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৫/৩৬৫) : মৃত ব্যক্তির জন্য ৩, ৫, ৯, ৪০ দিন পালন করার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

-গোলযার হোসাইন, নীলফামারী।

উত্তর : প্রচলিত এসব অনুষ্ঠান রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না। অতএব এগুলি বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত এবং অবশ্য বর্জনীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছুর উদ্ভব ঘটালো, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*। জারীর বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) বলেন, দাফনের পরে মৃতের বাড়িতে সমবেত হওয়া এবং খানাপিনার আয়োজন করাকে আমরা বিলাপ হিসাবে গণ্য করতাম (যা নিষিদ্ধ)' *(আহমাদ হা/৬৯০৫; ইবনু মাজাহ হা/১৬১২, সনদ ছহীহ)*। অতএব হিন্দুদের 'শ্রাদ্ধ' অনুষ্ঠানের অনুকরণে এই সব 'খানা'র অনুষ্ঠান না করে বরং মৃতের নামে ছাদাক্বা করা কর্তব্য *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩, 'ইলম' অধ্যায়; বিস্তারিত দ্রঃ 'কোরআন ও কলেমাখানী' বই)*।

প্রশ্ন (৬/৩৬৬) : বিবাহে সাহায্যের জন্য অনেক হিন্দু মহিলা আসে। তাদেরকে একাজে সহযোগিতা করা যাবে কি? কেননা তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে অনেক শিরকী কার্যকলাপ হয়ে থাকে।

-ডা. আযীয আলী, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : সাধারণভাবে এরূপ সহযোগিতা করা যায়। তবে তাদেরকে যাকাতের মাল দেওয়া যাবে না। একবার রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে একটি রেশমী পোষাক হাদিয়া হিসাবে আসলে তিনি তা ওমর (রাঃ)-এর নিকটে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর তিনি তা মক্কায় অবস্থানরত তার মুশরিক ভাইকে পরিধানের জন্য হাদিয়া দেন *(বুখারী হা/৮৮৬; নাসাঈ হা/৫২৯৫)*। জনৈক ইহূদী মহিলা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাকে তা দান করলেন। তখন মহিলা বলল, আল্লাহ আপনাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন... *(বুখারী হা/১০৪৯; মুসলিম হা/৯০৩; মিশকাত হা/১২৮)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, মুশরিকদের সাধারণ দান-ছাদাক্বা করাতে কোন বাধা নেই। তবে তাদেরকে ফরয যাকাতের মাল থেকে দেওয়া যাবে না *(কিতাবুল উম্ম ২/৬৫)*।

প্রশ্ন (৭/৩৬৭) : কত বছর বয়স থেকে নারীদের বোরকা পরা ও নেকাব ব্যবহার করা আবশ্যক?

-নাঈমা, রংপুর।

উত্তর : কন্যা শিশু সাবালিকা হ'লে এবং তার শারীরিক গঠনে পরিবর্তন দেখা দিলে তাকে পর্দার পোষাক পরাতে হবে। তবে সাবালিকা হওয়ার পূর্ব থেকেই পর্দার অভ্যাস গড়ে তোলা যরূরী *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৭/২১৯)*। কেননা রাসূল (ছাঃ) সাত বছর বয়স থেকে শিশুদের ছালাতের আদেশ দানের জন্য অভিভাবকদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন *(আবুদাঊদ হা/৪৯৫; আহমাদ হা/৬৬৮৯; মিশকাত হা/৫৭২)*। ছাহাবায়ে কেরাম তাদের শিশুদের ছালাত ও ছিয়ামের প্রশিক্ষণ দিতেন। এমনকি মায়েরা ছিয়ামরত শিশুদের খেলনা দিয়ে খাবারের কথা ভুলিয়ে রাখতেন *(বুখারী হা/১৯৬০; মুসলিম হা/১১৩৬)*।

প্রশ্ন (৮/৩৬৮) : কারো স্ত্রী (কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন) যদি কোন পরপুরুষের সাথে যেনা করে ফেলে, সেক্ষেত্রে উক্ত স্বামীর করণীয় কি?

-আতীকুর রহমান, ময়মনসিংহ।

উত্তর : এমতাবস্থায় তাকে আটকে রাখতে হবে এবং এরূপ অন্যায় থেকে বিরত রাখতে হবে। জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার একজন স্ত্রী আছে। সে এমনই যে, কাউকে ফিরিয়ে দেয় না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। সে বলল, আমি তাকে ভালোবাসি। তাই তাকে ছাড়া ধৈর্য ধারণ করতে পারব না। তিনি বললেন, তাহ'লে তাকে আটকে রাখ এবং তার থেকে স্বাদ আস্বাদন কর' *(আবুদাঊদ হা/২০৪৯; নাসাঈ হা/৩২২৯; মিশকাত হা/৩৩১৭ 'বিবাহ' অধ্যায় 'লি'আন' অনুচ্ছেদ)*। আটকে রেখেও যদি তাকে বিরত রাখা না যায়, তাহ'লে অবশ্যই তাকে তালাক দিতে হবে। নইলে জেনে-শুনে এরূপ মহিলাকে নিয়ে ঘর করলে স্বামী দাইয়ূছদের অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিন জন ব্যক্তির উপর আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করেছেন। (১) নিয়মিত মদ্যপায়ী (২) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান (৩) দাইয়ূছ। যে তার পরিবারে ফাহেশা কাজ স্থায়ী রাখে' *(নাসাঈ হা/২৫৬২; আহমাদ হা/৫৩৭২; মিশকাত হা/৩৬৫৫; ছহীহাহ হা/৬৭৪)*।

প্রশ্ন (৯/৩৬৯) : ক্ষমতা থাকলে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর হজ্জ পালন করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-হাফীযুর রহমান, রামরায়পুর, নওগাঁ।

উত্তর : মুসলমানের জীবনে হজ্জ একবারই ফরয। বাকীগুলো নফল। আক্বরা' বিন হাবেস বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! হজ্জ কি প্রতি বছর না একবার? তিনি বললেন, একবার। তবে যে ব্যক্তি একাধিকবার করবে, সেটি তার জন্য নফল হবে *(আবুদাঊদ হা/১৭২১; ইবনু মাজাহ হা/২৮৮৬, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়টি হাদীছে নিম্নভাবে এসেছে, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা যাকে আমি দৈহিক সুস্থতা দান করেছি এবং রিযিকে সচ্ছলতা প্রদান করেছি। অথচ তার উপর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হ'লেও আমার (কা'বা গৃহের) প্রতি আগমন করল না, সে একজন কল্যাণ বঞ্চিত বান্দা' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৭০৩; ছহীহাহ হা/১৬৬২)*। এর দ্বারা হজ্জ বা ওমরাহ্র প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। প্রতি পাঁচ বছর পরপর হজ্জের বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হয়নি। বরং প্রতিটি হজ্জ ও ওমরাহ ফযীলত পূর্ণ। যদি তা আল্লাহ্র নিকট কবুল হয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি আপনাদের সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করব না? তিনি বললেন, তোমাদের জন্য উত্তম ও উৎকৃষ্ট জিহাদ হ'ল হজ্জ, মকবূল হজ্জ। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হ'তে এ কথা শোনার পর আমি আর কখনো হজ্জ ছাড়ি না' *(বুখারী হা/১৮৬১; আহমাদ হা/২৪৫৪১)*।

প্রশ্ন (১০/৩৭০) : চাকুরী বা জীবিকা বৃদ্ধির জন্য দরূদে নারিয়াহ পাঠ করা যাবে কি? এর ফযীলত সম্পর্কে বলা হয়,

যে ব্যক্তি এ দরূদ ৪৪৪৪ বার পাঠ করবে সেসব রকম বিপদাপদ থেকে নিরাপদে থাকবে এবং তার যেকোন ধরনের অভাব-অভিযোগ পূরণ হবে। এর কোন ভিত্তি আছে কি?

-মাখদূম আহমাদ, গাযীপুর।

উত্তর : উক্ত দরূদের কোন ভিত্তি নেই। এটি ছূফীদের সৃষ্ট বিদ'আত মাত্র। এছাড়া দো'আটি শিরকী বক্তব্যে পরিপূর্ণ। যেমন সেখানে বলা হয়েছে, اللهم صل صلاةً كاملة وسلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، وتتفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك– (হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নেতা মুহাম্মাদের উপর পূর্ণ অনুগ্রহ ও পর্যাপ্ত শান্তি বর্ষণ কর। যার মাধ্যমে বন্ধন মুক্ত হয়, বিপদ দূরীভূত হয়, প্রয়োজন সমূহ পূর্ণ হয়, উত্তম কর্ম সমূহ পৌঁছানো হয়, শেষ আমল সুন্দর হয়। যার মহান চেহারার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়। আর শান্তি বর্ষিত হৌক তাঁর পরিবারবর্গের উপর ও তাঁর ছাহাবীগণের উপর প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি নিঃশ্বাসে, সবকিছু আপনার জানার পরেও')। এটি হাযার বার পর্যন্ত পড়া হয়ে থাকে' *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৯/৩০৭)*।

এখানে রাসূল (ছাঃ)-এর অসীলায় বিপদমুক্তি কামনা করা হয়েছে। যা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, '(হে নবী!) তুমি বলে দাও যে, আমি তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখি না' *(জিন ৭২/২১)*।

প্রশ্ন (১১/৩৭১) : আমাদের এলাকায় কিছু যুবক শিয়ালের গোশত খায় এবং তাতে হাঁটু, মাজা সহ শরীরের বিভিন্ন স্থানের ব্যথ্যা ভালো হয় বলে জানায়। এক্ষণে এর গোশত খাওয়া যাবে কি?

-আবুল হোসাইন
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : শিয়ালের গোশত খাওয়া হারাম। কেননা তা তীক্ষ্ণ দন্তধারী ও হিংস্র জন্তুর অন্তর্ভুক্ত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তীক্ষ্ণ দন্তধারী হিংস্র জন্তু এবং নখ ও থাবা দ্বারা শিকারী পাখি খেতে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম হা/১৯৩৪; মিশকাত হা/৪১০৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২২/৩১০)*।

প্রশ্ন (১২/৩৭২) : কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ। এক্ষণে রোগ ভেদে এটি ভক্ষণ করার পৃথক কোন পদ্ধতি আছে কি? না কেবল নিয়ত করে খেলেই যথেষ্ট হবে?

-মঈনুদ্দীন, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : রোগ ভেদে বিভিন্ন পদ্ধতিতে খাওয়া যায়। কখনো শুধুই দানা, কখনো ৫/৭টি বা ২১টি দানা পিষে মধুর সাথে, কখনো যয়তুন তেলের সাথে মিশিয়ে খাওয়া বা ড্রপ হিসাবে নাকে দেওয়া ইত্যাদি রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১০/১৪৪)*। এজন্য অধিকতর গবেষণা করে এর সঠিক প্রয়োগ ও পদ্ধতি আবিষ্কার যরূরী। একটি যুদ্ধাভিযানে গালিব বিন আবজার অসুস্থ হ'লে ইবনু আবী আতীক তাকে দেখতে আসেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা এই কালোজিরা সাথে রেখ। এথেকে পাঁচটি কিংবা সাতটি দানা নিয়ে পিষে ফেলবে, তারপর তন্মধ্যে যায়তুনের কয়েক ফোটা তেল ঢেলে দিয়ে তা নাকের উভয় ছিদ্র দিয়ে ফোটা ফোটা করে প্রবেশ করাবে। কেননা আয়েশা (রাঃ) আমার নিকটে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'এই কালোজিরা মৃত্যু ছাড়া সব রোগের ঔষধ' *(বুখারী হা/৫৬৮৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৪৯; ছহীহাহ হা/১০৬৯)*। অতএব আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ ভরসা রেখে ঔষধ হিসাবে বিভিন্ন উপায়ে কালো জিরা ব্যবহার করায় কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (১৩/৩৭৩) : হজ্জ বা ওমরায় গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারতের কোন আবশ্যকতা আছে কি?

-আব্দুন নূর, নযরপুরা, নরসিংদী।

উত্তর : আবশ্যকতা নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত হজ্জ বা ওমরার কোন অংশ নয়। শায়খ বিন বায বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত করা ওয়াজিব নয় বা হজ্জের কোন শর্তও নয়, যেমনটি সাধারণ মানুষ ধারণা করে থাকে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/১১১)*। উল্লেখ্য যে, হজ্জের সময় রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারতের ব্যাপারে যতগুলি বর্ণনা এসেছে, তার সবগুলি যঈফ অথবা জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫-৪৭; দ্রঃ 'হজ্জ ও ওমরাহ' বই ১৩৯-৪০ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৭৪) : জনৈক আলেম বলেন, হজ্জের পূর্বে বিবাহ করা গুনাহের কাজ। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-আমীনুর রহমান, কেশবপুর, যশোর।

উত্তর : এমর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল। যেখানে বলা হয়েছে 'যে ব্যক্তি হজ্জের পূর্বে বিবাহ করল সে গুনাহ দ্বারা সূচনা করল' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২২১-২২২)*। অতএব এর উপর বিশ্বাস বা আমল করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৫/৩৭৫) : মোহর পরিশোধের নিয়ত ব্যতীত স্ত্রী সহবাস করলে ঐ ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন ব্যভিচারী হিসাবে গণ্য হবে কি?

-আশরাফুল আলম
রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট, রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মোহরের বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করল, অথচ মোহর পরিশোধ করবে না বলে নিয়ত করল, সে যেনাকারী' *(বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/৫৫৪৯; বাযযার হা/৮৭২১; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৮০৬, ছহীহ লিগায়রিহী)*। বিবাহে মোহর আদায় করা ফরয। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর। তবে তারা যদি তা থেকে খুশী মনে তোমাদের কিছু দেয়, তাহ'লে তা তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর' *(নিসা ৪/৪)*। বস্তুতঃ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণ মোহরানা ধার্য করা এবং পরে স্ত্রীর কাছে মাফ

চাওয়া ধোঁকার শামিল। আর মোহর আদায় না করলে দুনিয়া ও আখেরাতে স্ত্রীর নিকটে ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকতে হবে।

প্রশ্ন (১৬/৩৭৬) : আমার পিতা-মাতা ১৫ বছর যাবৎ ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণগ্রস্থ। বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নেওয়া তাদের নেশা। বর্তমানে প্রতিমাসে ৫০-৬০ হাযার টাকা কিস্তি শোধ করতে হয়। আমি ও আমার ছোট ভাই সাধ্যমত পরিশোধ করি। তা না করলে তারা আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের উপর মানসিক নির্যাতন করে ও বাড়ী থেকে বের করে দিতে চায়। এক্ষণে এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঈশ্বরদী, পাবনা।

উত্তর : এমতাবস্থায় পিতা-মাতাকে এরূপ অন্যায়কর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। সূদের ভয়াবহ শাস্তি থেকে তাদেরকে সাবধান করতে হবে। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, প্রয়োজনে তাদেরকে গৃহবন্দী করে রাখতে হবে। আর এক্ষেত্রে পাপ থেকে বাঁচানোই তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার হিসাবে গণ্য হবে। তবে তাদের সাথে কোন অন্যায় আচরণ করা যাবে না। বরং তাদের যাবতীয় স্বাভাবিক প্রয়োজন মিটাতে হবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৪/১৭৮)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৭৭) : ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন জনৈক আলেম বলেন, জন্মদিন পালন করা দোষের কিছু নয়। কারণ কুরআন-হাদীছে কোথাও জন্মদিন পালন করতে নিষেধ করা হয়নি। এছাড়া এটি কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। কথাটির সত্যতা জানতে চাই।

-রমিজ শেখ, খান সড়ক, বরিশাল।

উত্তর : কথাটি সঠিক নয়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের জীবনে কোথাও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এটা অমুসলিমদের রীতি, যা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। এসব থেকে রাসূল (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে সাবধান করে বলেন, তোমরা ইহূদী-নাছারাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে হাতে হাতে ও বিঘ'তে বিঘ'তে। তারা যদি গুই সাপের গর্তে ঢুকে পড়ে, তোমরাও সেখানে ঢুকবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯৪, সনদ হাসান)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭; ছহীহুল জামে' হা/৬১৪৯)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৭৮) : মসজিদের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হবে না এরূপ ধারণায় বহুদিন যাবৎ বিল পরিশোধ না করায় এখন অনেক সূদ জমা হয়ে গেছে। বর্তমানে সূদী অংশ বাদ দিয়ে কেবল মূল বিল পরিশোধ করা হয়। ফলে সূদ দিন দিন বেড়েই চলেছে। এক্ষণে বকেয়া সমুদয় সূদ মসজিদ ফাণ্ড থেকে দেওয়া যাবে কি?

-শহীদুল ইসলাম, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তর : সরকার কর্তৃক এরূপ সূদ গ্রহণ যুলুমের নামান্তর। এরপরেও তা পরিশোধ না করা সঠিক হয়নি। কারণ যালেম সরকারের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট নির্দেশ- 'তাদের হক তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চাও' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৭২)*। এক্ষেত্রে সরকার গোনাহগার হবে, জনগণ নয় *(মুসলিম হা/১৮৪৬, মিশকাত হা/৩৬৭৩)*। অতএব বকেয়া সূদ মওকূফের ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কোন উপায় না হ'লে যত দ্রুত সম্ভব তা পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন (১৯/৩৭৯) : ইহরাম অবস্থায় শাবান ও শ্যাম্পু ব্যবহার করা যাবে কি?

-আবুল কালাম
মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : যাবে ইনশাআল্লাহ। কারণ শাবান বা শ্যাম্পু সুগন্ধি নয়। কেবল শরীর পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'কোন বাধা নেই। কারণ এটি কোন সুগন্ধি নয় এবং কেউ সুগন্ধি হিসাবে এটি ব্যবহার করে না' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/১৬০)*।

প্রশ্ন (২০/৩৮০) : অবৈধ সম্পদ-এর যাকাত দিতে হবে কি? এছাড়া এথেকে দান করলে কোন নেকী হবে কি?

-মাকছূদুর রহমান মিঠু, সাংহাই, চীন।

উত্তর : এরূপ মালের যাকাত কবুল হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বিনা ওযূতে ছালাত কবুল হয় না এবং খেয়ানত বা হারাম মালের ছাদাক্বা কবুল হয় না' *(মুসলিম হা/২২৪; মিশকাত হা/৩০১)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি হারাম মাল সঞ্চয় করল এবং তা দ্বারা ছাদাক্বা করল। তার জন্য কোন নেকী নেই। বরং এর গোনাহ তার উপরেই বর্তাবে' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৩৬৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৮০)*। কোন কারণবশতঃ এরূপ হারাম সম্পদ জমা হয়ে গেলে নেকীর আশা ব্যতীত তা জনকল্যাণ মূলক খাতে দান করে দিবে।

প্রশ্ন (২১/৩৮১) : শবেবরাত সহ বিভিন্ন বিদ'আতী অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রতিবেশীর প্রদত্ত খাবার খাওয়া যাবে কি? খাওয়া না গেলে কি করতে হবে?

-তাহের আলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : এধরনের বিদ'আতী অনুষ্ঠানের জন্য তৈরীকৃত খাবার খাওয়া ও সেখানে উপস্থিত হওয়া সহ যেকোন প্রকার সহযোগিতা করা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ এটি উক্ত বিদ'আতী কর্মে সহযোগিতার শামিল, যা নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ৫/২)*। কোন কারণবশতঃ গ্রহণ করা হ'লে তা পশু-পাখিকে খাইয়ে দিবে।

প্রশ্ন (২২/৩৮২) : পিতাকে কষ্ট দেওয়া সন্তানের জন্য মহাপাপ। কিন্তু পিতা যদি সন্তানকে কষ্ট দেয়, তাহ'লে তাঁর শাস্তি কি? পিতা আমাকে ৮ বছর পূর্বে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। বহুবার তার নিকটে ক্ষমা চেয়েছি। কিন্তু তিনি ও মা-ভাই-বোন সকলে মিলে আমাকে স্থান দেয়নি। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-রতন আলী, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : এজন্য পিতা-মাতা ও ভাই-বোন সকলেই দায়ী হবে। কারণ তারা সন্তান ও ভাইয়ের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করেননি। শরী'আতে সন্তানের সাথে স্থায়ীভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার

কোন সুযোগ নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম হা/ ২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২)*। প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী পিতা-মাতা ও ভাই-বোন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী কবীরা গোনাহগার হিসাবে গণ্য হবেন।

এক্ষণে করণীয় হ'ল, পরিবারকে ধর্মীয় বিষয়টি নিজে বা যেকোন মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। কোনভাবে সম্ভব না হ'লে ছবর করতে হবে। কিন্তু কোন প্রকার অসদাচরণ বা অসদুপায় গ্রহণ করা যাবে না।

প্রশ্ন (২৩/৩৮৩) : ছালাতে ভুলের কারণে সহো সিজদা দিতে ভুলে গেলে এবং কয়েকদিন পর তা মনে আসলে কেবল সহো সিজদা দিলেই হবে না পুরো ছালাত আদায় করতে হবে?

-মুহাম্মাদ ফাতেহ, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : এমতাবস্থায় তাকে কিছুই করতে হবে না' *(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৩/৩৯৭)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৮৪) : কয়েকটি ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, ইদরীস (আঃ) প্রথম রাসূল ছিলেন। তিনি নূহ (আঃ)-এর পূর্বে আগমন করেছিলেন। একথার সত্যতা আছে কি?

-আব্দুর রঊফ, শাহজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর : একথা ঠিক নয়। বরং প্রথম রাসূল ছিলেন নূহ (আঃ)। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি 'অহি' প্রেরণ করেছি, যেমন 'অহি' করেছিলাম নূহের নিকট এবং তার পরবর্তী নবীগণের নিকট' *(নিসা ৪/১৬৩)*। এছাড়া শাফা'আতের হাদীছে স্পষ্টভাবে আছে যে, ক্বিয়ামতের দিন আদম (আঃ) বলবেন, তোমরা নূহ (আঃ)-এর নিকট যাও। কারণ তিনি প্রথম নবী ও রাসূল' *(বুখারী হা/৪৪৭৬; মুসলিম হা/১৯৪; মিশকাত হা/৫৫৭২)*।

কুরতুবী বলেন, ইদরীস (আঃ) যে নূহ (আঃ)-এর পূর্বেকার নবী ছিলেন না, তার বড় প্রমাণ এই যে, মি'রাজে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ১ম আসমানে আদম (আঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন, مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح 'নেককার সন্তান ও নেককার নবীর জন্য সাদর সম্ভাষণ'। অতঃপর ৪র্থ আসমানে হযরত ইদরীস (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তিনি বলেন, مرحبا بالاخ الصالح والنبى الصالح 'নেককার ভাই ও নেককার নবীর জন্য সাদর সম্ভাষণ' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২ 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ)*। ক্বাযী ইয়ায বলেন, যদি ইদরীস (আঃ) নূহ (আঃ)-এর পূর্বেকার নবী হ'তেন, তাহ'লে তিনি শেষনবী (ছাঃ)-কে 'নেককার ভাই' না বলে 'নেককার সন্তান' বলে সম্ভাষণ জানাতেন। যেমন আদম, নূহ ও ইবরাহীম বলেছিলেন। তিনি বলেন, নূহ ছিলেন সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত প্রথম রাসূল। যেমন শেষনবী ছিলেন সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত শেষ রাসূল। আর ইদরীস (আঃ) ছিলেন স্বীয় কওমের প্রতি প্রেরিত নবী। যেমন ছিলেন হূদ, ছালেহ প্রমুখ নবী' *(কুরতুবী, সূরা আ'রাফ ৫৯-এর ব্যাখ্যা; বিস্তারিত দ্রঃ নবীদের কাহিনী-১ 'ইদরীস (আঃ)' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৮৫) : ২৫. একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ দিনে ছিয়াম পালন করে, সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করল। কোন ছিয়ামের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে?

-ইলিয়াস হোসাইন, ঈশ্বরদী।

উত্তর : এটি রামাযানের ছিয়ামের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। হাদীছটি হ'ল- তাবেঈ বিদ্বান ছিলাহ বিন যুফার (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা সন্দেহজনক দিনে 'আম্মার (রাঃ)-এর নিকট ছিলাম। সেখানে একটি ভুনা বকরী পেশ করা হ'লে সেখানকার কিছু লোক (ছিয়াম রাখার কারণে) খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। তখন 'আম্মার (রাঃ) বলেন, আজ (এ সন্দেহজনক দিনে) যে ছিয়াম রেখেছে, সে তো আবুল কাসেম (ছাঃ)-এর নাফরমানী করেছে' *(আবুদাঊদ হা/২৩৩৪; ইবনু মাজাহ হা/১৬৪৫; 'আওনুল মা'বূদ 'সন্দেহের দিনে ছিয়াম রাখা' অনুচ্ছেদ-এর আলোচনা)*।

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছটি সন্দেহপূর্ণ দিনে রামাযানের ছিয়াম শুরু করা হারাম হওয়ার দলীল। কেননা ছাহাবী 'আম্মার (রাঃ) এখানে নিজস্ব মত ব্যক্ত করেননি। অতএব এটা মরফূ' পর্যায়ভুক্ত। তিনি বলেন, ইমাম আহমাদ থেকে এটা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি সন্দেহপূর্ণ দিন বলতে ঐদিনকে নির্দিষ্ট করেছেন, যেদিন মানুষ চাঁদ দেখতে ব্যর্থ হয়েছে অথবা দেখার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলেও বিচারক তা গ্রহণ করেননি *(ফাৎহুল বারী হা/১৯০৬-এর আলোচনা, ৪/১২০-১২২)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৮৬) : হজ্জ ফরয হয়েছে। কিন্তু শারীরিকভাবে অসুস্থ। এক্ষণে কাউকে দিয়ে বদলী হজ্জ করানো আবশ্যক কি? অথবা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ পালনের পূর্বেই পিতা মারা গেছেন। অছিয়ত করে যাননি। এক্ষণে সন্তানদের জন্য বদলী হজ্জ করা আবশ্যক কি?

-মাহমূদুল হাসান, উপশহর, রাজশাহী।

উত্তর : এরূপ সামর্থ্যবান মৃত মাতা-পিতার পক্ষ থেকে তাদের সম্পদ দ্বারা বদলী হজ্জ করা ওয়ারিছদের জন্য ওয়াজিব। পিতা অছিয়ত করুন বা না করুন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১১/১০০, প্রশ্ন নং ১২৪১; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/৪০২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, বিদায় হজ্জের বছর খাছ'আম গোত্রের জনৈকা মহিলা এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ...আমার বৃদ্ধ পিতার উপর এমন সময় হজ্জ ফরয হয়েছে, যখন তিনি সওয়ারীর উপর ঠিকভাবে বসতেও সক্ষম নন। আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করলে তার হজ্জ আদায় হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ' *(বুখারী হা/১৮৫৪; মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার পিতার যদি কোন ঋণ থাকতো, তুমি কি তা আদায় করতে না? *(নাসাঈ হা/৫৩৮৯)*।

উল্লেখ্য যে, বদলী হজ্জ তিনিই করতে পারেন, যিনি আগে নিজের হজ্জ করেছেন *(আবুদাঊদ হা/১৮১১; ইবনু মাজাহ হা/২৯০৩; মিশকাত হা/২৫২৯; ইরওয়া হা/৯৯৪)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৮৭) : সমাজে বহু মানুষ মাসিক মুনাফাভিত্তিক সরকারী সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেন এবং এর সূদের উপরেই জীবিকা নির্বাহ করেন। এরূপ করা জায়েয হবে কি?

-জামীল, দক্ষিণ বনশ্রী, ঢাকা।

উত্তর : সরকারী সঞ্চয়পত্র থেকে প্রাপ্ত লাভ সম্পূর্ণরূপে সূদের অন্তর্ভুক্ত, যা গ্রহণ করা হারাম। উল্লেখ্য, এক লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করলে ৫ বছরে নির্দিষ্টভাবে ৫৪,৭২০ টাকা লভ্যাংশ পাওয়া যায়। যা স্পষ্টভাবে সূদের অন্তর্ভুক্ত। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম... সমানে সমান হাতে হাতে লেনদেন হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি বেশী দিবে বা বেশী নিবে, সেটি সূদ হিসাবে গণ্য হবে। এতে গ্রহীতা ও দাতা দু'জনই সমান' *(মুসলিম হা/১৫৮৪; মিশকাত হা/২৮০৯ 'সূদ' অনুচ্ছেদ)*। অতএব সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে জমা করা অর্থে বেশী নেওয়াটা সূদ।

প্রশ্ন (২৮/৩৮৮) : মসৃণ পাথরখণ্ড ও টাইল্‌স দ্বারা তায়াম্মুম করা যাবে কি?

-রাকীবুল হাসান, নাটোর।

উত্তর : যাবে। আল্লাহ বলেন, আর যদি তোমরা পানি না পাও, তাহ'লে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর *(নিসা ৪/৪২)*। আরবী পরিভাষায় 'মাটি' বলতে ভূ-পৃষ্ঠকে বুঝায় *(আল-মিছবাহুল মুনীর; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ ৬৭ পৃ.)*। অতএব ভূ-পৃষ্ঠের মাটি, বালি বা পাথুরে মাটি ইত্যাদি দিয়ে 'তায়াম্মুম' করা যাবে। উছায়মীন বলেন, যমীনের মাটি, বালি, পাথর, কাঁচা মাটি, পাকা মাটি সবকিছু দ্বারাই তায়াম্মুম করা যাবে *(শারহুল মুমতে' ১/৩৯৩)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, কেউ যদি সরাসরি মাটি না পায় তাহ'লে মাটি জাতীয় যেকোন বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম যথেষ্ট হবে। এমনকি যদি কেউ পানি ও মাটি কিছুই না পায়, তাহ'লেও সে ঐ অবস্থায় ফরয বা নফল যেকোন ছালাত আদায় করবে। তায়াম্মুমের জন্য সাথে মাটি বহন করা মুস্তাহাব নয়' *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইখতীরিয়াতুল ফিক্বহিইয়াহ ১/৩৯৫-৯৬)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৮৯) : ইমাম যদি আগে ভুল করে এবং আমি পরে জামা'আতে যোগদান করি। অতঃপর ইমাম সালাম ফিরানোর পূর্বে সহো সিজদা দিলে আমার জন্য করণীয় কি?

-হাসান মাহমূদ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : ইমামের অনুসরণ করে সহো সিজদা দিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণের জন্য *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/২২, ১৪/৪৫)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৯০) : জনৈক যুবক শারীরিক দুর্বলতার কারণে ছিয়াম রাখতে পারছে না। এক্ষণে তার জন্য করণীয় কি?

*-তুষার আহমাদ**
জামিরা, পুঠিয়া, রাজশাহী।
**[শুধু 'আহমাদ' নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : ছিয়াম ইসলামের পাঁচটি রুকনের অন্যতম। সুতরাং সম্ভবপর তা রাখার চেষ্টা করতে হবে। কোনভাবেই রাখা সম্ভব না হ'লে এটা রোগ হিসাবে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে তা গণনা করে রেখে পরবর্তীতে আদায় করবে। আল্লাহ বলেন, 'আর যে ব্যক্তি পীড়িত হবে অথবা সফরে থাকবে সে এটি অন্য সময় গণনা করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৯১) : একজন হোমিও চিকিৎসক হিসাবে নারী-পুরুষ উভয়ের চিকিৎসা করে থাকি। এক্ষেত্রে নারীদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ ও তাদের অনেক গোপন কথা শ্রবণ করতে হয়। এটা আমার জন্য জায়েয হবে কি?

-শামসুযযোহা
রাজপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : চিকিৎসার স্বার্থে বাধ্যগত অবস্থায় এরূপ করা যাবে *(বাক্বারাহ ২/১৭৩; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৯/৪৩৩)*। তবে সাধ্যমত ইসলামী পর্দার বিধান মেনে এবং দৃষ্টিকে নত রাখতে হবে *(নূর ২৪/৩০)*। আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় অশ্লীলতার নিকটবর্তী হ'তে নিষেধ করেছেন *(আন'আম ৬/১৫১, আ'রাফ ৭/৩৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কারো মাথায় লোহার সুঁচ দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া অধিক উত্তম, কোন গায়ের মাহরাম মহিলাকে স্পর্শ করার চাইতে' *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৪৮৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯১০)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৯২) : জামা'আতের সময় হয়ে গেলেও ইমাম ছাহেব ছালাত শুরু না করে নিয়মিতভাবে ৪-৫ মিনিট মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করেন। তারপর জামা'আত শুরু করেন। এরূপ করা সঠিক কি?

-সাইফুল ইসলাম
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : এ সময় মাঝে-মধ্যে অতি সংক্ষেপে কেবল ছালাত ও কাতার সংক্রান্ত কথা বলা যাবে। যেমন আনাস (রাঃ) বলেন, ছালাতের ইক্বামত হয়ে গেলে রাসূল (ছাঃ) আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর এবং ভালভাবে পরস্পরে মিলে দাঁড়াও' *(বুখারী হা/৭১৯; মুসলিম হা/৪৩৪; মিশকাত হা/১০৮৬ 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৯৩) : রামাযানে নফল ইবাদত ফরয ইবাদতের সমান এবং ফরয ইবাদত ৭০টি ফরয ইবাদতের সমান। এ হাদীছটির কোন সত্যতা আছে কি?

-নাফীস, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : হাদীছটি যঈফ। আর উক্ত মর্মের সকল বর্ণনাই যঈফ, মুনকার ও মওযূ' *(যঈফাহ হা/৮৭১; মিশকাত হা/১৯৬৫ 'ছওম' অধ্যায়; যঈফ আত-তারগীব হা/৫৮৯-৬০১)*।

Contents

প্রশ্ন (৩৪/৩৯৪) : জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ) জীবিত ও সামনে উপস্থিত বুঝানোর জন্য তাশাহহুদে পঠিত দো'আ 'আইয়ূহান্নাবীইউ' দ্বারা দলীল পেশ করেন। এখানে 'আইয়ূহা' দিয়ে কি জীবিত ব্যক্তিদের বুঝানো হয়েছে। বিস্তারিত জানতে চাই।

-গোলাম কাদের, চট্টগ্রাম।

উত্তর : না। বরং রাসূল (ছাঃ) এই শব্দে দো'আটি পাঠ করেছেন বলেই আমাদেরকে তা পাঠ করতে হবে। তাশাহহুদ সম্পর্কিত সকল ছহীহ মরফূ হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-কে সম্বোধন সূচক 'আইয়ুহান্নাবী' শব্দ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখ কতিপয় ছাহাবী 'আইয়ুহান্নাবী'-এর পরিবর্তে 'আলান্নাবী' বলতে থাকেন। যেমন বুখারী 'ইস্তীযা-ন' অধ্যায়ে এবং অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। অথচ সকল ছাহাবী, তাবেঈন, মুহাদ্দেছীন, ফুক্বাহা পূর্বের ন্যায় 'আইয়ুহান্নাবী' পড়েছেন। এই মতভেদের কারণ হ'ল এই যে, রাসূলের জীবদ্দশায় তাঁকে সম্বোধন করে 'আইয়ুহান্নাবী' বলা গেলেও তাঁর মৃত্যুর পরে তো আর তাঁকে ঐভাবে সম্বোধন করা যায় না। কেননা সরাসরি এরূপ গায়েবী সম্বোধন কেবল আল্লাহকেই করা যায়। মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এভাবে সম্বোধন করলে তাঁকে আল্লাহ সাব্যস্ত করা হয়ে যায়। সেকারণ কিছু সংখ্যক ছাহাবী 'আলান্নাবী' অর্থাৎ 'নবীর উপরে' বলতে থাকেন।

পক্ষান্তরে অন্য সকল ছাহাবী পূর্বের ন্যায় 'আইয়ুহান্নাবী' বলতে থাকেন। ত্বীবী (মৃ: ৭৪৩ হিঃ) বলেন, এটা এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁদেরকে উক্ত শব্দেই 'তাশাহহুদ' শিক্ষা দিয়েছিলেন। তার কোন অংশ তাঁর মৃত্যুর পরে পরিবর্তন করতে বলে যাননি। অতএব ছাহাবায়ে কেরাম উক্ত শব্দ পরিবর্তনে রাযী হননি। ছাহেবে মির'আত বলেন, জীবিত-মৃত কিংবা উপস্থিতি-অনুপস্থিতির বিষয়টি ধর্তব্য নয়। কেননা স্বীয় জীবদ্দশায়ও তিনি বহু সময় ছাহাবীদের থেকে দূরে সফরে বা জিহাদের ময়দানে থাকতেন। তবুও তারা তাশাহহুদে নবীকে উক্ত সম্বোধন করে 'আইয়ুহান্নাবী' বলতেন। তারা তাঁর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে উক্ত সম্বোধনে কোন হেরফের করতেন না। তাছাড়া বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য 'খাছ' বিষয়াবলীর (من خصائصه) অন্তর্ভুক্ত। এটা স্রেফ তাশাহহুদের মধ্যেই পড়া যাবে, অন্য সময় নয়।

উল্লেখ্য যে, এই সম্বোধনের মধ্যে কবর পূজারীদের জন্য কোন সুযোগ নেই। তারা এই হাদীছের দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বত্র হাযির-নাযির প্রমাণ করতে চায় *(মির'আত ১/৬৬৪-৬৫; ঐ, ৩/২৩৩-৩৪, হা/৯১৫-এর ভাষ্য দ্রঃ)* ও মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য তাঁকে 'অসীলা' হিসাবে গ্রহণ করতে চায়। এটা পরিষ্কারভাবে 'শিরকে আকবর' বা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১১৯-১২০)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৯৫) : এশার ছালাতের তৃতীয় রাক'আতে থাকা অবস্থায় বমি হওয়ায় ছালাত পরিত্যাগ করি। এক্ষণে বমি হওয়ার কারণে পুনরায় ওযূ করতে হবে কি? এছাড়া কুলি করে এসে কেবল বাকী দুই রাক'আত ছালাত না পুরো ছালাত আদায় করতে হবে?

-মুমিনুল হক, গোভীপুর, মেহেরপুর।

উত্তর : এজন্য কুলি করে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। পুনরায় ওযূ করা ওয়াজিব নয়। কেননা বমি হওয়া ওযূ ভঙ্গের কারণ নয়। রাসূল (ছাঃ)-এর বমি হ'লে তিনি ওযূ করেন' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ হ'লেও তা ওযূ ভঙ্গের কারণ হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল নয় *(আলবানী, ইরওয়া হা/১১১, ১/১৪৭-১৪৮; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১৪০)*।

এরূপ অবস্থায় পুরো ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা সালাম ফিরানোর পূর্বে কোন কারণে ছালাত পরিত্যাগ করলে তা ছালাত হিসাবে গণ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছালাতের জন্য সবকিছু হারাম হয় তাকবীরের মাধ্যমে এবং সবকিছু হালাল হয় সালাম ফিরানোর মাধ্যমে' *(আবুদাঊদ হা/৬১৮; মিশকাত হা/৩১২)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৯৬) : হজ্জ থেকে ফিরে আসা উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা যাবে কি?

-হারূণুর রশীদ, বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : কোন দীর্ঘ সফর থেকে ফিরে আসার পর এরূপ আয়োজন করা যায়। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তিনি একটি উট অথবা একটি গাভী যবহ করেন *(বুখারী হা/৩০৮৯; মিশকাত হা/৩৯০৫)*। হাদীছটির ব্যাখ্যায় ত্বীবী বলেন, সফর থেকে ফেরার পর সক্ষমতা অনুযায়ী মেহমানদারী করানো সুন্নাত *(ত্বীবী, শরহ মিশকাত হা/৩৯০৫-এর ব্যাখ্যা; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৩৮৮; নববী, আল-মাজমূ' ৪/৪০০)*। তবে এটিকে রেওয়াজে পরিণত করলে বিদ'আত হবে। আর হজ্জ ব্যবসায় প্রসারের লক্ষ্যে এটা করলে নেকী থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্ন (৩৭/৩৯৭) : বজ্রপাতে মৃত ব্যক্তি কি শহীদের মর্যাদা পাবেন? তাদের লাশ চুরি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। এক্ষণে তা সংরক্ষণে করণীয় কি?

-শামসুল ইসলাম
মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : এরূপ মুমিন ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা পাবেন ইনশাআল্লাহ। কারণ যারা পুড়ে মারা যান, তারা শহীদ হিসাবে গণ্য হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারী ছাড়াও আরও সাত শ্রেণীর মানুষ শাহাদতের মর্যাদা লাভ করবে। তারা হ'ল : (১) মহামারীতে মৃত (মুমিন) ব্যক্তি (২) পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি (৩) 'যাতুল জাম্ব' নামক কঠিন রোগে মৃত ব্যক্তি। যেসব গর্ভবতী মেয়ের

পেটে বাচ্চা মারা যায় এবং সেকারণে মাও মারা যায়, ঐ মেয়েকে যাতুল জাম্ব-এর রোগিনী বলা হয়। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এটিই প্রসিদ্ধ *(ফাৎহুল বারী হা/২৮২৯-এর ব্যাখ্যা, ৬/৫১ পৃঃ)*। (৪) (কলেরা বা অনুরূপ) পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি (৫) আগুনে পুড়ে মৃত ব্যক্তি (৬) ধ্বসে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি ও (৭) গর্ভাবস্থায় মৃত মহিলা' *(আবুদাঊদ হা/৩১১১; মিশকাত হা/১৫৬১; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৩৯৮)*। ঐ সকল মুমিন আখেরাতে শহীদের মর্যাদা পাবেন। যদিও দুনিয়াতে তাদের গোসল ও জানাযা করা হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধে নিহত শহীদের গোসল নেই। তিনি ঐ অবস্থায় ক্বিয়ামতের দিন উঠবেন' *(বুখারী হা/৪০৭৯; মিশকাত হা/১৬৬৫; মির'আত হা/১৬৭৯, ৫/৪০০ পৃঃ)*।

কবর পাকা করা নিষিদ্ধ *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৭০৯)*। এক্ষণে লাশ চুরি ঠেকানোর জন্য মাটির নীচে মযবূত ঢালাই করে কবর মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায়, কিংবা অন্য যেকোন ব্যবস্থা নেওয়া যায়। তবে উপরে দেওয়াল দিয়ে উঁচু করা বা পাকা করা যাবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) কবর উঁচু করতে, পাকা করতে, তার উপর সৌধ নির্মাণ করতে ও বসতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/৯৬৯-৭২; মিশকাত হা/১৬৯৬-৯৭)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৯৮) : শিরক করার পর তওবা করলে পূর্বে কৃত আমলের নেকী ফিরে পাওয়া যাবে কি?

-আব্দুল গফুর, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : পূর্বে কৃত আমলের নেকী ফিরে পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর তার মুশরিক অবস্থায় কৃত ছাদাক্বা, দাসমুক্তি, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ইত্যাদি সৎকর্ম সমূহের পুরস্কার পাওয়া যাবে কি-না এমন প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি যেসব সৎকর্ম করেছ, তা নিয়েই তুমি ইসলাম কবুল করেছ' *(বুখারী হা/১৪৩৬; মুসলিম হা/১২৩)*। হাদীছটির ব্যাখ্যায় ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন, কারো যদি এমন সৎকর্ম থাকে এবং পাপকর্মের কারণে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে তওবা করলে উক্ত সৎকর্মের নেকী সে পুনরায় ফিরে পাবে *(ইবনু রজব, ফাৎহুল বারী ১/১৪৫-৪৬)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯৯) : পিতা স্বীয় সন্তানকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মুখের উপর আঘাত করতে পারে কি?

-শরীফুল ইসলাম
মহেশপুর, ঝিনাইদহ।

উত্তর : যেকোন ক্ষেত্রে, যেকোন অবস্থায় মুখে আঘাত করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) চেহারায় আঘাত করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/২৫৫৯, মুসলিম হা/২৬১২, মিশকাত হা/৩৫২৫)*। তিনি বলেন, যখন তোমরা কাউকে মারবে, তখন চোহারার উপর মারা থেকে বিরত থাকবে *(আবুদাঊদ হা/৪৪৯৩, মিশকাত হা/৩৬৩১)*। ইবনু হাজার বলেন, সব ধরনের শাস্তি বা হদ উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত *(ফাৎহুল বারী ৫/১৮৩)*। তবে পিতা-মাতা মুখ ব্যতীত অন্যত্র প্রয়োজনে প্রহার করতে পারেন *(আবুদাঊদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৬১)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০০) : মাসবূক যদি দ্বিতীয় রাক'আতে ইমামের সাথে যোগদান করে আর ইমাম ভুল করে পাঁচ রাক'আত ছালাত আদায় করে সালাম ফিরায়, তাহ'লে মাসবূক কি ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে? না আরো এক রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরাবে? একইভাবে ইমাম যদি ভুলবশতঃ তৃতীয় রাক'আত শেষে সালাম ফিরায় এবং পরক্ষণে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট রাক'আত আদায় করে, সেক্ষেত্রে মাসবূক কি করবে?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
ছোট বনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : এক্ষেত্রে মাসবূকের রাক'আত পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব সে ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে ছালাত সম্পন্ন করবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া প্রশ্নোত্তর ৬৫২, ১৪/০৬)*। এ সময় ইমাম সহো সিজদা দিলে সে তার অনুসরণ করবে। কেননা ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণের জন্য *(আবুদাঊদ হা/৬০৪ প্রভৃতি; বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৮৫৭, ১১৩৯)*।

আর ইমাম তৃতীয় রাক'আতে ভুল করে সালাম ফিরালে মাসবূক দাঁড়িয়ে বাকী ছালাত আদায় করবে। অতঃপর ইমাম ভুল বুঝে বাকী ছালাত আদায় করতে শুরু করলে মাসবূক ছালাত ছেড়ে ইমামের সাথে যোগ দিবে। এরপর ইমাম সহো সিজদা দিয়ে সালাম ফিরালে সে বাকী ছালাত আদায় করবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া প্রশ্নোত্তর ৬৬০, ১৪/১১, প্রশ্নোত্তর ৭০৮, ১৪/২৭)*।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বই

ইখলাছ
মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
অনুবাদ
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৫৫৮-৩৪০৩৯